রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর

কিডন্যাপড

কিশোর ক্লাসিক

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কিডন্যাপড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ

সাহায্যের আশায় ধনী চাচার বাড়িতে যাচ্ছে
অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে ডেভিড ব্যালফোর।
কিন্তু এ কী? চাচা এবেনেরের নাম শুনে
চমকে উঠছে কেন পথচারীরা?
কেন সবাই শ বাড়ি থেকে শত শত মাইল
দূরে থাকতে বলছে ওকে?
কী রহস্য লুকিয়ে আছে ও বাড়িতে?

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

KIDNAPPED
By: Robert Louis Stevenson

ছিয়াশি টাকা

কিডন্যাপড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

জুন, ১৭৫১।

চিরতরে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি আমি।

একটু আগে ভোর হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সূর্য সোনা ঝরাচ্ছে। লিল্যাক বাগানে শিস দিচ্ছে কোকিল। পুরো উপত্যকা এখনও মুড়ি দিয়ে আছে কুয়াশার চাদর। আর আমি এখন পথে। জন্মের পর থেকে যে বাড়িতে বেড়ে উঠেছি, চলে যাচ্ছি সে বাড়ি ছেড়ে।

দু'মাস আগে মা মারা গেছে। কিছুদিন পরে বাবা-ও। আমি এখন একা এই পৃথিবীতে। গ্রামে আমার করার মত কোন কাজ নেই। তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছি পৃথিবীর পথে।

মিস্টার ক্যাম্পবেল তার বাগানের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। ভদ্রলোক এসেনডিনের রাজার প্রতিনিধি। খুব ভাল মানুষ।

'সকালে খাওয়া হয়েছে, ডেভিড?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বেশ, তাহলে চলো,' বলতে বলতে আমার হাত ধরলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল, 'তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি কিছুদূর।'

'নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

'এসেনডিন ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কেন, স্যার? এসেনডিন চমৎকার জায়গা সন্দেহ নেই। ভালই ছিলাম এখানে। তবে দুনিয়ার আর সব জায়গার তুলনায় কেমন কে জানে? বাবা মা দুজনই মারা গেছে, এখন আমার কাছে এসেনডিনও যা হাঙ্গেরিও তা। এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর পড়ে থাকতে চাই না, বেরিয়ে পড়ি, দেখি আমার কপালে কি আছে।'

'বেশ বেশ, ডেভি,' বললেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। 'তাহলে এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময় জিনিসটা তোমাকে দেয়ার।'

'কি জিনিস?'

'তোমার বাবার চিঠি। ও যখন মৃত্যু শয্যায় তখন দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, তার মৃত্যুর পর যেন দেই তোমাকে।'

বলতে বলতে পকেট থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

খামটা নিলাম আমি। উপরে ঠিকানা লেখা:

এবেনের ব্যালফোর,

শ বাড়ি,

ক্র্যামন্ড।

ঠিকানার নিচেই আমার বাবার হাতে লেখা: আমার পুত্র ডেভিড ব্যালফোর পৌঁছে দেবে এই চিঠি।

ভীষণ অবাক হলাম। বাবা কখনও তার পরিবার বা বংশ সম্পর্কে কিছু বলেনি আমাকে। মা-ও না। কে এই এবেনের ব্যালফোর? শ বাড়িটাই বা কি?

আমার অবাক ভঙ্গি দেখে ব্যাখ্যা করলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল, 'চিঠিটা দেয়ার সময় তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, "শ বাড়িতে পাঠিয়ে দিও ছেলেটাকে। আমার পরে ও-ই ও বাড়ির আইনসম্মত মালিক। আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলাম, আমার ছেলেকে যেতেই হবে ওখানে।" '

'আমি শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম। 'বাবা কি শ বংশের ছেলে?'

'আমি জানি না, ডেভিড, তোমার বাবা কোন বংশের ছেলে। ও কখনও বলেনি আমাকে। তবে এটুকু জানি, তোমার বাবা সত্যিই একজন ভদ্রলোক ছিলেন, খাঁটি ভদ্রলোক, লেখা পড়া-ও করেছিলেন বিস্তর। শ পরিবার দেশের খুব পুরানো আর সম্মানিত বংশগুলোর একটা। এক কালে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিল ওরা। ওখানে যদি যাও, আশা করি তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না।'

আমার বয়স এখন সতেরো বছর। এই বয়সে আচমকা সামনে এমন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে দেখে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল আমার।

'মিস্টার ক্যাম্পবেল,' প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'আমার জায়গায়—আমার জায়গায় যদি আ—আপনি হতেন, তা—তাহলে কি যেতেন?'

'নিশ্চয়ই। নির্দ্বিধায়। তোমার মত শক্ত সমর্থ ছেলে, দু'দিন হেঁটেই পৌঁছে যেতে পারবে ক্র্যামন্ড-এ। জানো তো জায়গাটা এডিনবরার কাছে? তারপর যদি দেখো ওরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করছে না, অন্য কোথাও না যেতে পারলে চলে এসো এখানে। দু'দিনেরই তো হাঁটা পথ, যেতে পারলে ফিরতে-ও পারবে। একটা কথা মনে রেখো, আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে তোমার জন্যে। আমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু। অবশ্য আমার ধারণা, এত কিছুর দরকার করবে না, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

একটু থামলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। তারপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছেন এমন ভঙ্গিতে বলে চললেন, 'এসো, এখানে একটু বসি আমরা।' পথের পাশে নিচু একটা দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'যাওয়ার আগে কিছু পরামর্শ দিই তোমাকে।'

বসলাম আমরা। সূর্য অনেকখানি উঠে এসেছে ইতিমধ্যে। বেশ গরম লাগছে। বৃদ্ধ মিস্টার ক্যাম্পবেল পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা ঢাকলেন।

'ডেভিড,' শুরু করলেন তিনি, 'যা-ই করো না কেন, প্রার্থনা করতে ভুলো না কখনও। প্রত্যেকদিন বাইবেল থেকে কিছুটা করে পড়বে। তোমার মত কম বয়েসী, বিশেষ করে মা-বাবা হারা ছেলেদের জন্যে ভয়ঙ্কর জায়গা এই দুনিয়া।

যেদিকেই যেতে চাও না কেন বিপদ এড়ানোর উপায় প্রায় নেই। সুতরাং সাবধানে থাকবে। আর, কোন বিপদ ঝামেলায় জড়ালে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। ঈশ্বরে আস্থা রাখবে, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।' একটু হাসলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল আমার দিকে তাকিয়ে। 'নতুন জায়গায় নতুন মানুষের ভেতর যাচ্ছ তুমি, ডেভিড, ওরা কেমন লোক কিছু জানা নেই, আমার ধারণা ভাল-ই হবে। যাহোক, ওরা যেমনই হোক তোমাকে কিন্তু ভাল হতেই হবে। সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কিছুতেই ভুললে চলবে না, গরীব হলেও ভদ্র পরিবারের ছেলে তুমি। আমাদের এসেনডিনের মান সম্মান-ও নির্ভর করবে তোমার আচরণের ওপর। বাড়ির কর্তাকে বিশেষ সম্মান দেখাবে। তোমার চেয়ে যারা বয়সে বড় সবাইকে মেনে চলবে। কথা দাও, ডেভিড, আমার কথা রাখবে।'

'চেষ্টা করব, স্যার।'

'বেশ বেশ, চেষ্টা করলেই হবে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনেক কষ্টে ছোট একটা পুলিন্দা বের করলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো তোমার কাছে। চারটে জিনিস আছে এতে। এক নম্বর হলো কিছু টাকা–তোমার বাবার সব বই আমি কিনে নিয়েছি, তার দাম। বাকি তিনটে আমার আর আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। চোখের কোনায় চিকচিক করছে জল। কোনরকমে বললেন, 'আসি তাহলে, ডেভিড, ভাল থেকো।' তারপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। চলে গেলেন যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে।

মিস্টার ক্যাম্পবেল চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও বসে রইলাম স্থাণুর মত। আমার-ও ঝাপসা হয়ে এসেছে দৃষ্টি। চেনা জায়গা, চেনা মানুষগুলো ছেড়ে যাচ্ছি। যে বাড়িতে আশৈশব মানুষ হয়েছি সেখানে হয়তো আর কোনদিনই ফিরে আসব না! তবু শ বাড়ির জাঁকজমক, দাস-দাসী আর দামী আসবাব-পত্রের কল্পনা যখন মনে এল খুশি হয়ে উঠলাম আমি। পুলিন্দাটা তাড়াতাড়ি খুললাম। মিস্টার এবং মিসেস ক্যাম্পবেলের উপহারগুলো কেমন, দেখি।

প্রথমেই বেরোল ছোট একটা বাইবেল। তারপর একটা শিলিং। তারপর একটুকরো মোটা হলুদ কাগজ। লাল কালিতে লেখা তার ওপর, সর্বরোগহর অদ্ভুত এক ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী। সব শেষে ছোট্ট একটা থলেয় বাবার বইগুলোর দাম।

কাঁধে একটা লাঠির মাথায় বাঁধা পুঁটুলিতে রয়েছে আমার যাবতীয় সম্পদ। মিস্টার ক্যাম্পবেলের পুলিন্দাটাও রেখে দিলাম সেটার ভেতর। তারপর উঠতে শুরু করলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

চূড়ায় পৌঁছে পেছন দিকে তাকালাম একবার। শেষবারের মত দেখে নিলাম সবুজ উপত্যকার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পায়ে চলা পথটা। দূরে দেখতে পেলাম এসেনডিনের গির্জা। গাছপালায় ঘেরা রাজ প্রতিনিধির বাড়ি, গির্জার উঠান, তারপরেই কবরস্থান। ওখানে শুয়ে আছে আমার মা, বাবা।

BanglaBook.org

আবার ভিজে উঠতে চাইল দু'চোখ। আপনমনেই একবার মাথা নেড়ে তাড়িয়ে দিলাম দুর্বলতাটুকু। পুঁটুলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে ফেলে হাঁটতে শুরু করলাম ক্র্যামন্ড-এর পথে, শ বাড়ির পথে। নিশ্চিত জানি ওখানে দারুণ এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

দুই

পরদিন দুপুরের একটু আগে এক পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলাম আমি। সামনে বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগর পর্যন্ত। মাঝখানে ঝকমকে এডিনবরা নগরী। প্রাসাদদুর্গের চূড়ায় পতাকাটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। উড়ছে পত পত করে। খাঁড়িতে নোঙর করে আছে অনেক জাহাজ। পাল তুলে চলে যাচ্ছে কোন কোনটা। শহরের রাস্তায় অসংখ্য মানুষ, ঘোড়ার গাড়ি। এক পলক দেখেই আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে আসতে চাইল। কম্পিত বুকে নামতে শুরু করলাম পাহাড় বেয়ে।

কিছুদূর আসার পর একটা কুটির দেখতে পেলাম। এক রাখাল থাকে সেখানে। কোন্ পথে গেলে ক্র্যামন্ডে পৌঁছুন যাবে তার একটা মোটামুটি বর্ণনা পেয়ে গেলাম তার কাছে। তারপর আবার পথে নামলাম।

পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছি। একটু পরপরই পথচারীদের কাছে জেনে নিচ্ছি, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা। অবশেষে গ্লাসগো সড়কে উঠলাম। সেখান থেকে সামান্য এগিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক বললেন, ক্র্যামন্ডের যাজক পল্লীতে পৌঁছে গেছি। এবার আর ক্র্যামন্ড নয়, শ বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস করতে লাগলাম পথচারীদের।

প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করতেই অবাক চোখে চাইল আমার দিকে। ভুরু কুঁচকে, যেন মহা কোন অপরাধ করে ফেলেছি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'সোজা চলে যাও।' তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে নিজের পথে চলে গেল লোকটা।

একটু পরে আরেকজনকে একই প্রশ্ন করলাম। সে-ও একই ভঙ্গিতে তাকাল আমার দিকে, একই ভঙ্গিতে জবাব দিল এবং চলে গেল।

পরেরজনও তাই করল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি? আমার চেহারা, কমদামী জামা কাপড় দেখে পছন্দ হয়নি ওদের? ভেবেছে অমন বিশাল জাঁকাল বাড়িতে ঢোকার উপযুক্ত নই আমি?

একটু পরে দেখলাম ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে এদিকে আসছে এক লোক। চেহারা দেখেই কেন জানি মনে হলো লোকটা ভাল, সাদাসিধে। ঠিক করলাম ওকে জিজ্ঞেস করব। এবার প্রশ্নের ধরন বদলালাম। জিজ্ঞেস করলাম, শ বাড়ি বলে কোন বাড়ির কথা শুনেছে নাকি কখনও।

গাড়ি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল লোকটা, আগের ওদের মতই

BanglaBook.org

অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'কেন?'

'খুব বড় বাড়ি নিশ্চয়ই?' আমার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, বড়,...বিরাট বড়।'

'আর ওখানে যারা থাকে?'

'ওখানে যারা থাকে! পাগল নাকি? ওখানে আবার কে থাকবে?... কেউ না।'

'কি বলছেন আপনি? মিস্টার এবেনের থাকেন না?'

'ও, হ্যাঁ, ওকে যদি মানুষ বলো তাহলে থাকে। তা ওখানে কি দরকার তোমার?'

'একটা চাকরি পাব আশা করছি,' যথাসম্ভব নম্র গলায় বললাম আমি।

'কি?' এমন তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করল গাড়িওয়ালা যে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল তার ঘোড়াটা। 'দেখো, বাছা,' বলে চলল সে, 'তোমার ব্যাপার, আমার নাক গলানো উচিত না, তবু তোমাকে আমার ভাল ছেলে বলেই মনে হলো, তাই বলছি, কাছেও ঘেঁষো না ও বাড়ির।'

সাঁৎ করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল লোকটা। চলতে শুরু করল গাড়ি!'

হতভম্বের মত রস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। 'কাছেও ঘেঁষো না ও বাড়ির!' কেন? কি রহস্য লুকিয়ে আছে শ বাড়িতে? কিছুই মাথায় আসছে না আমার। বুঝতে পারছি না কি করব।

নিরুপায় হয়ে হাঁটতে লাগলাম আবার। কিছুক্ষণ পরে সুন্দর সাদা পরচুলা পরা এক লোকের সাথে দেখা হলো। হাতে যন্ত্রপাতির বাক্স দেখে বুঝলাম লোকটা নাপিত। কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। সাধারণত নাপিতেরা এলাকার প্রায় সবাইকে চেনে, জানে। এ হয়তো বলতে পারবে মিস্টার এবেনের সম্পর্কে।

'শ বাড়ির মিস্টার ব্যালফোর কেমন লোক বলতে পারেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'ধুর ধুর,' বলল নাপিত, 'ও কোন মানুষের জাতও না। কেন, কি দরকার তাকে?'

'এই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম আমি।

আর দাঁড়াল না নাপিত, চলে গেল নিজের কাজে।

মন খারাপ হয়ে গেল আমার। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, শ বাড়িতে আশ্রয় পাব। কিন্তু এখন দেখছি শুধু শ বাড়ি নয়, সেখানকার মানুষজন সম্পর্কেও স্থানীয়দের ধারণা খুব খারাপ। আসলে কেমন লোক এবেনের ব্যালফোর? শ বাড়িতে গড়বড়টাই বা কোথায়? ও বাড়ির নাম শুনে চমকে যাচ্ছে কেন সবাই? এখন আমি কি করব। এসেনডিনে বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধির কাছে ফিরে যাব আবার?

খানিকক্ষণ ভাবলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, না, ফিরে যাওয়া চলবে না। শ বাড়ি আর তার মানুষজন সম্পর্কে ভালমত জানার আগে তো নয়ই।

বিকেল হয়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। এই সময় এক বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো। বেশ শক্ত-পোক্ত বুড়ি। কালো পোশাক পরনে। চেহারায় ফুটে

BanglaBook.org

বেরুচ্ছে দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা।

সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলাম বুড়িকে। 'শ-দের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

সাঁ করে ঘুরল বুড়ি আমার দিকে। আগুন ঝরছে যেন চোখ থেকে। ঝটকা মেরে হাত তুলে ইশারা করল নিচের উপত্যকার দিকে।

বুড়ির ইশারা অনুসরণ করে তাকালাম আমি। প্রথমেই চোখে পড়ল সোনালী ফসলের মাঠ। গম পাকছে। তারপর সবুজ গাছের সারি, ছোট্ট সুন্দর একটা ঝরনা। চমৎকার একটা উপত্যকা যাহোক!

'ওই যে, ওই যে, আরও ওদিকে!' চিৎকার করল বুড়ি।

এবার দেখতে পেলাম বাড়িটা। বিরাট একটা দালান দূর থেকে পাথরের স্তূপের মত দেখাচ্ছে। ভেঙে গেছে জায়গায় জায়গায়। চমৎকার সবুজ উপত্যকার বুকে কেমন যেন বেমানান লাগছে। কোন পথ চোখে পড়ল না ওখানে যাওয়ার, একবিন্দু ধোঁয়া উঠছে না কোন চিমনি থেকে। কাছাকাছি কোন গাছ নেই, বাগান নেই। কেমন একটা বিষণ্ন আবহাওয়া যেন ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

দমে গেলাম আমি। কোনরকমে উচ্চারণ করলাম, 'ওটা!'

'হ্যাঁ, ওটা!' বলল বুড়ি। 'ওটাই শ বাড়ি। রক্ত দিয়ে তৈরি, রক্তই আবার মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। এই যে দেখ,' আবার চেঁচাল সে, 'এই আমি থু ফেলছি মাটিতে, অভিশাপ দিচ্ছি, ধসে পড়বে ওই বাড়ি। মালিকের সাথে যদি দেখা হয় বোলো, জ্যানেট ক্লাউসটন অভিশাপ দিয়েছে ওকে, ওর বাড়িকে, ওর যা আছে সব কিছুকে, ওই বাড়িতে যারা আছে সবাইকে—সব, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

চলে গেল বৃদ্ধা।

বরফের মত জমে যাওয়ার অবস্থা হলো আমার। হঠাৎ করেই যেন দুর্বল হয়ে গেল পাগুলো। বসে পড়লাম। বসে বসে ভাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু গুছিয়ে ভাবতে পারছি না কিছু। উঠে যে রওনা হব, মনে হচ্ছে তা-ও পারব না।

সূর্য ডুবে গেল। সেখানেই বসে রইলাম আমি। অভিশপ্ত শ বাড়ির দিকে চোখ। হঠাৎ খেয়াল করলাম, সরু একটা ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে আসছে একটা চিমনি দিয়ে। কেউ আগুন জ্বেলেছে। কেউ আছে তাহলে ওই বাড়িতে! কে?

জানতে হলে যেতে হবে ওখানে।

উঠলাম আমি। অস্পষ্ট একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে ঘাসের ভেতর দিয়ে। খুবই অস্পষ্ট পথ। কালে-ভদ্রে কেউ হয়তো যাওয়া-আসা করে এখান দিয়ে তাই এখনও টিকে আছে, নয়তো কবেই চাপা পড়ে যেত বেড়ে ওঠা ঘাসের নিচে। সম্ভবত এটাই একমাত্র পথ ওই বাড়িতে যাওয়ার। কারণ বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন পথের চিহ্ন নজরে পড়ল না।

ওই পথ ধরে এগোলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দুটো পাথরের থাম দেখতে পেলাম এক জায়গায়। এখন জীর্ণ দশা, তবে এককালে যে ওগুলো সুন্দর ছিল তা বোঝা যায়। দুটোর দূরত্ব দেখে অনুমান করলাম একটা সিংহদরজা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। থাম দুটো থেকে দুদিকে সীমানা দেয়াল চলে যাওয়া

BanglaBook.org

সঙ্গত ছিল কিন্তু ভাঙাচোরা বেড়া ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না। এগিয়ে চললাম আমি বাড়িটার দিকে।

আরেকটু কাছে পৌঁছানোর পর দেখলাম, যতটা ভেবেছিলাম তত জীর্ণদশা নয় বাড়িটার। পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা হয়নি তাই অমন ধসে পড়া ধসে পাড়া লাগছিল দূর থেকে। ওটার একাংশে ছাদ নেই, কখনও দেওয়া হয়নি। বেশির ভাগ জানালায়ই কাচ নেই, অথবা থাকলেও ভাঙা। বাদুড়, চামচিকা ঢুকছে বেরোচ্ছে সে সব জানালা দিয়ে, যেন পায়রার বাসায় ঢুকছে বেরোচ্ছে পায়রারা।

এই আমার স্বপ্নের প্রাসাদ! ওহ, এর চেয়ে কত ভাল আমাদের এসেনডিনের সাদামাঠা ছোট্ট বাড়িটা! বাবা যখন বেঁচে ছিলেন সন্ধ্যার পর প্রতিটা জানালাই আলোয় ঝকমক করত। বড় একটা আগুন জ্বলত ভেতরে। বাড়িতে কেউ এলে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাতেন বাবা, ধনী-দরিদ্রের বাছ বিচার করতেন না।

রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রকৃতিতে। ধীর পায়ে এগোলাম বাড়িটার আরও কাছে। নিচের দিকে তিনটে জানালায় আলো দেখতে পেলাম। লম্বা সরু জানালাগুলো একপাশ থেকে অন্য পাশে দ্রুত সরে যাচ্ছে আলো। ঘরের ভেতর আগুন জ্বালানো হয়েছে সম্ভবত। পা টিপে টিপে আরেকটু এগোলাম। কান খাড়া করতেই খুট-খাট দু-একটা শব্দ শুনতে পেলাম। বাসন-পেয়ালা নাড়াচাড়া করছে কেউ। রাতের খাবার তৈরি করছে বোধহয়। একটু পরেই কাশির আওয়াজ। ব্যস। আর কোন শব্দ না। কোন কথা না, এমনকি কুকুরের ডাকও না।

অস্পষ্ট আলোয় সামনে দেখতে পাচ্ছি মজবুত কাঠের দরজাটা। মোটা মোটা পেরেক মেরে আরও মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুরু দুরু বুকে হাত তুললাম আমি। আস্তে টোকা দিলাম দরজায়। একবার।

অপেক্ষা করছি। কবরের মত নিস্তব্ধ বাড়ির ভেতরটা। টোকা দেয়ার পর প্রায় এক মিনিট পেরিয়ে গেছে। মাথার ওপর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানো ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ শুনতে পাইনি। আবার টোকা দিলাম। একটু জোরে। এবারও কোন সাড়া নেই। ঘরের ভেতর একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। সেই মৃদু আওয়াজটা পর্যন্ত আমি শুনতে পাচ্ছি। অথচ, এত জোরে টোকা দিলাম, শুনতে পেল না ভেতরের লোকটা!

দ্বিধায় পড়ে গেছি। চলে যাব? কিন্তু কিছুতেই সায় দিতে চাইল না মন। রেগে উঠলাম। মৃদু টোকার বদলে লাথি হাঁকালাম সবেগে। সেই সাথে চিৎকার: 'মিস্টার ব্যালফোর আছেন নাকি?'

মাথার ওপর কাশির আওয়াজ শুনে মুখ উঁচু করলাম আমি। লম্বা রাতের টুপি পরা এক লোকের মুখ আর একটা বুন্দুকের নল ওপরের জানালায়।

'গুলি ভরা আছে এতে,' বলল একটা কণ্ঠস্বর।

'আমি মিস্টার এবেনের ব্যালফোরের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। উনি আছেন?'

'কে পাঠিয়েছে?' বন্দুকের নলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

BanglaBook.org

ভেতরে ভেতরে খেপে উঠছি আমি। বেশ ঝাঁঝের সাথেই জবাব দিলাম। 'যে-ই পাঠাক, মিস্টার ব্যালফোর আছেন নাকি?'

'চিঠিটা দরজার গোড়ায় রেখে কেটে পড়ো।'

'অসম্ভব। মিস্টার ব্যালফোরের হাতে দেব চিঠি। সে রকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'কি নাম তোমার?' আচমকা জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'ডেভিড ব্যালফোর। নিবাস এসেনডিন।'

নিঃসন্দেহে লোকটা চমকে উঠেছে। বন্দুকটা জানালার চৌকাঠে বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনলাম। তারপর সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপর থেকে। এবার একটু যেন কৌতূহলের ছোঁয়া লেগেছে তাতে।

'তোর বাপ কি মরে গেছে?'

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। জবাব দেয়ার মত কোন কথাই সেই মুহূর্তে খুঁজে পেলাম না।

'হ্যাঁ, তা-ই সম্ভব,' বলে চলল লোকটা, 'মরে গেছে ও। সেজন্যেই তুই এসেছিস আমার দরজায়। বেশ...' আবার কিছুক্ষণের বিরতি, 'তোকে আমি ঢুকতে দেব।'

জানালার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

তিন

বেশ জোরে শিকল টানার আওয়াজ হলো ভেতরে। তারপর ভারী ছিটকিনি খোলার শব্দ। সাবধানে দরজা মেলল লোকটা। আমি ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিল আবার। ছিটকিনি টেনে দিল।

'যা, রান্নাঘরে চলে যা,' বলল লোকটা, 'সাবধান, কোন জিনিসে হাত দিবি না।'

ছিটকিনি লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়নি সে, শিকলগুলো টানতে শুরু করল এবার। আর আমি অন্ধকারে কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম রান্নাঘরের দিকে। একটু দূরে এক কামরায় অনুজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছি। ধারণা করলাম, ওটাই রান্নাঘর।

হ্যাঁ, ওটাই রান্নাঘর। জীবনে আমি এমন শ্রীহীন তৈজসপত্রহীন রান্নাঘর দেখিনি। আধ ডজন বাসন সাজানো রয়েছে একটা তাকে; ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা টেবিল, একটা টুল, একপাশে ছোট একটা আলমারি আর কয়েকটা বাক্স, সিন্দুক, ব্যস। আলমারি আর সিন্দুকগুলো তালা মারা। টেবিলের ওপর রাতের খাবার সাজানো। এক বাটি পরিজ, একটা চামচ আর এক মগ বিয়ার। এছাড়া আর কিছু নেই সে ঘরে।

শিকল লাগিয়ে রেখে রান্নাঘরে এল লোকটা। এই প্রথম তাকে আলোয়

BanglaBook.org

দেখলাম। হিংসুটে ধরনের চেহারা। ছোটখাট, রোগা, কুঁজো এক বুড়ো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের ভেতর যে কোন কিছু হতে পারে। মুখটার রঙ কাদার মত। ছেঁড়া-খোড়া একটা জামার ওপর রাতের পোশাক পরে আছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত। সবচেয়ে বিরক্তিকর লোকটার দৃষ্টি। সেই থেকে দেখছে আমাকে, কিন্তু একবারও ভাল করে তাকায়নি মুখের দিকে। কে এ? বুড়ো কোন চাকর সম্ভবত।

'খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে, দৃষ্টি পরিজের বাটির দিকে।

'ওটা নিশ্চয়ই আপনার রাতের খাবার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দেখ, ওটা ছাড়াও আমি চালিয়ে নিতে পারব। বিয়ারটুকুই যথেষ্ট। আমার কাশির জন্যে খুব উপকারী ও জিনিস।'

এক চুমুকে মগের প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলল সে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না আমার ওপর থেকে। তারপর হঠাৎই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কই, দেখি চিঠিটা?'

'ওটা আপনার জন্যে নয়। মিস্টার এবেনের ব্যালফোরকে দেব ওটা আমি।'

'তোর কি মনে হয়, আমি কে? দে, আলেকজান্ডারের চিঠিটা!'

'আপনি–আপনি আমার বাবার নাম জানেন?'

'জানি না মানে? ও আমার আপন মায়ের পেটের ভাই, ওর নাম জানব না! আমি তোর চাচা, ডেভি, আর তুই আমার ভাইপো। দে এবার চিঠিটা। তারপর বোস, পেটটা ভরে নে।'

আমার বয়েস যদি আর কয়েক বছর কম হত, নির্ঘাত আমি কেঁদে ফেলতাম। হ্যাঁ, লজ্জায়, দুঃখে, হতাশায় কেঁদে ফেলতাম। এই জঘন্য বুড়োটা আমার চাচা! কোনরকমে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বসে পড়লাম টেবিলে, কিন্তু ওর সেই পরিজে হাত দিতে পারলাম না কিছুতেই।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখল আমার চাচা।

'কি আছে এতে জানিস?' আচমকা জিজ্ঞেস করল সে।

'নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন,' বললাম আমি, 'সীলমোহর ভাঙা হয়নি এখনও।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুই এখানে এসেছিস কেন?'

'চিঠিটা দেয়ার জন্যে।'

'হ্যাঁ! শুধু এজন্যে এতটা পথ হেঁটে এসেছিস তুই! বললি আর বিশ্বাস করলাম? নিশ্চয়ই কিছু একটা আশা নিয়ে এসেছিস, ঠিক কিনা?'

'আঁ, হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আশা করেছিলাম আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু–কিন্তু, আমি পথের ভিখিরি নই। আপনি সাহায্য না করলেও কিছু এসে যাবে না। আমার এমন অনেক বন্ধু আছে যারা আমাকে সাহায্য করবে।' বেশ ঝাঁঝের সাথে মাথা উঁচু করে বললাম কথাগুলো।

'আহা, রেগে যাচ্ছিস কেন? আমরাও ভাল বন্ধু হব, তুই আর আমি।' হঠাৎ

BanglaBook.org

করেই যেন পরিজের ওপর চোখ পড়ল এবেনের চাচার। 'তুই খাবি না পরিজ? তাহলে সর, আমি খাই।' বলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল টুল থেকে। নিজে বসে খেতে শুরু করল। 'চমৎকার খাবার এই পরিজ, বুঝলি, ডেভি।' এক চুমুক বিয়ার খেল সে। 'যদি পিপাসা পায়, ওই পিপেতে পানি আছে, খেয়ে নিস।'

প্রচণ্ড রাগে কথা বলার শক্তিও যেন লুপ্ত হয়েছে আমার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম দুই পায়ের ওপর। তাকিয়ে আছি ওর দিকে। গোগ্রাসে গিলে চলেছে পরিজটুকু। একটু পরপরই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলছে আমার ওপর। একবার চোখাচোখি হয়ে গেল আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ও। কিন্তু এর ভেতরেই আমি দেখে ফেলেছি, ওর দৃষ্টিতে ভয়।

একটু আশ্চর্য হলাম মনে মনে। কি জন্যে ভয় পাচ্ছে এবেনের চাচা? অপরিচিত লোক মাত্রই কি ওর কাছে ভয়ের জিনিস? আমি যদি থেকে যাই এখানে তাহলে কি ভয় কমবে ওর?

এসব কথা ভাবছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এমন সময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল এবেনের চাচা, 'অনেক দিন আগে মারা গেছে তোর বাপ?'

'তিন সপ্তাহ।'

'চাপা লোক ছিল আলেকজন্ডার, ভীষণ চাপা, আর শান্ত। ছেলে বেলায় কখনও খুব বেশি কথা বলত না। আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি তোকে?'

'না, স্যার। আপনি বলার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম-ই না বাবার কোন ভাই আছে।'

'ছি-ছি-ছি, শোন তো দেখি কি কথা! আচ্ছা শ পরিবার সম্পর্কেও কিছু বলেনি কোনদিন?'

'না, স্যার।'

শুনে বেশ খুশি হলো এবেনের চাচা। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে চলে এল আমার কাছে। কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, 'বেশ বেশ, খুব ভাল ছেলে তুই, ডেভি, আমার সাথে তোর বনবে ভাল। এখন চল, শুতে যাবি।'

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল চাচা। আশ্চর্য, কোন বাতি জ্বালল না। গভীর ভাবে একটা শ্বাস নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। শব্দ শুনে আন্দাজে অনুসরণ করলাম আমি। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। হোঁচট খেতে খেতে কোন মত সামলে নিলাম আমি। দরজার তালা খুলল চাচা। তারপর আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'ভেতরে যা। এটা তোর ঘর।'

দু'পা এগিয়েই থেমে গেলাম আমি। অনুনয়ের সুরে বললাম, 'একটা বাতি দেয়া যাবে আমাকে?'

'বাতি! বাতি দিয়ে আবার কি করবি? চাঁদ আছে না আকাশে ?'

'কোথায় চাঁদ? ঘুটঘুটে অন্ধকার, বিছানাটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না!'

'দেখ, আমার বাড়িতে বাতি জ্বলুক তা আমি চাই না। ভয়ঙ্কর জিনিস এই বাতি। যে কোন সময় আগুন লেগে যেতে পারে। আর যা-ই করি, বাতি কখনও

BanglaBook.org

জ্বালব না আমি। শুভরাত্রি, ডেভি।'

কোন কথা বলার বা প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলাম না আমি। দরজা টেনে দিল এবেনের চাচা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়ার শব্দ পেলাম।

হতবুদ্ধি অবস্থা আমার। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরটা। আর বিছানা! কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে যখন পৌঁছুলাম ওটার কাছে, স্পর্শ করে বুঝলাম, কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমন জঘন্য স্যাঁতসেঁতে বিছানায় ঘুমানো। ভাগ্য ভাল আমার, পুঁটুলিটা সঙ্গে আছে। একটা কম্বল আছে তার ভেতরে। কম্বলটা বের করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। ঘুমিয়ে গেলাম সাথে সাথে।

পরদিন সূর্য উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেলাম আমি। শুয়ে শুয়েই চোখ বুলালাম চারপাশে। দেখলাম বড়সড় একটা কামরায় শুয়ে আছি। সুদৃশ্য কারুকাজ করা দামী আসবাব পত্রে ঠাসা কামরাটা। বোঝা যায় দশ বা বিশ বছর আগে চমৎকার একটা শোয়ার ঘর ছিল। অথচ এখন, ইঁদুর-মাকড়ার বাসা। তিনটে সুন্দর জানালা একদিকে। কাচগুলো সব ভাঙা। হু-হু করে ঠাণ্ডা ঢুকছে তার ভেতর দিয়ে। গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরাতেই শীত করতে লাগল।

এদিকে বাইরে, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। এখন আর কম্বল মুড়ি দেয়া যায় না। উঠে পড়লাম আমি। চিৎকার করে ডাকলাম চাচাকে। দরজা খুলতে বললাম। সেই সাথে ধাক্কা দিতে লাগলাম কপাটে। যতক্ষণ না এবেনের চাচা এসে দরজা খুলল ততক্ষণ চালিয়ে গেলাম চিৎকার আর ধাক্কা।

আমাকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল চাচা। বলল, 'ওই যে, ওখানে একটা কুয়ো আছে উঠনের পাশে। ইচ্ছে হলে মুখ হাত ধুয়ে নিতে পরিস।' বলে আর দাঁড়াল না ও, ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি এবেনের চাচা আগুন জ্বেলে পরিজ রাঁধতে বসেছে। টেবিলের ওপর দুটো বাটি আর দুটো শিং-এর চামচ। বিয়ারের মগ কিন্তু একটাই।

আমাকে বিয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিনা জানি না, চাচা বলে উঠল, 'তুই-ও একটু বিয়ার খাবি নাকি?'

'আঁ, সাধারণত আমি খাই বিয়ার। তবে না হলেও কোন অসুবিধা নেই। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'আরে, না না, কষ্ট আবার কি?' বিনয়ের অবতার যেন আমার চাচা। 'দাঁড়া, তোকেও দিচ্ছে খানিকটা।'

তাক থেকে আরেকটা মগ নিয়ে এল চাচা, কিন্তু বিয়ার না। নিজের মগ থেকে ঠিক অর্ধেক ঢেলে দিল নতুন মগটায়। তারপর আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নে, খা।'

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল এবেনের চাচা। আলমারির কাছে গিয়ে একটা দেরাজের তালা খুলে সামান্য তামাক আর একটা মাটির পাইপ বের করল। তারপর আবার তালা মেরে দিল দেরাজে। পাইপের ভেতর তামাক ভরতে ভরতে

BanglaBook.org

একটা জানালার কাছে গিয়ে বসল। বাইরে থেকে রোদ এসে পড়ছে সেখানে। পাইপটা ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে লাগল চাচা।

'তোর মা কোথায় রে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে।

'মা-ও মারা গেছেন।'

'আহা! চমৎকার মেয়ে ছিল।'

চুপ করে গেল চাচা। অনেকক্ষণ পর আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর অনেক বন্ধু আছে বলছিলি, ওরা কারা?'

আগের রাতে আমি ওকে বলেছিলাম আমার অনেক বন্ধু। কিন্তু আসলে তো আমার বন্ধু একজনই, মিস্টার ক্যাম্পবেল; এসেনডিনে রাজ-প্রতিনিধি। যাহোক আসল কথা আর ফাঁস করলাম না। তাতে চাচার কাছে আমার ওজন কমে যেতে পারে। একটু মিথ্যে করেই বললাম, 'ক্যাম্পবেল পদবীর কয়েকজন ভদ্রলোক।'

শুনে একটু যেন চিন্তায় পড়ে গেল এবেনের চাচা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'বুঝলি, ডেভিড, আমি তোকে সাহায্য করব, তবে আগে কিছু সময় দরকার আমার। এ নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। তোকে রাজ-প্রতিনিধি বানাব, না আইনজীবী বানাব…? তুই হয়তো চাস সৈনিক হতে…সময় দরকার, বুঝলি। ভেবে-চিন্তে ঠিক জিনিসটা হতে হবে তোকে। তবে এ সম্পর্কে তোর বন্ধুদের, মানে ওই ক্যাম্পবেলদের কিন্তু কিছু জানাতে পারবি না। ওদের কাছে বা কারও কাছেই কোন চিঠি লেখা চলবে না। যদি লিখিস বা জানাস, ওই যে দরজা; এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানাবি।'

রাগে সারা শরীর জ্বলে গেল আমার। 'দেখুন, এবেনের চাচা, ঝাঁঝের সাথে বললাম, 'আমি এখানে এসেছি কেবল বাবা পাঠিয়েছেন বলে। এখন যদি আপনি দরজা দেখান, চলে যাব। হ্যাঁ, স্যার, খুব খুশি মনেই চলে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ওর মুখভঙ্গি। আমার কথা শুনে মুষড়ে পড়েছে যেন।

'দাঁড়া দাঁড়া, অত খেপে যাসনে, ক'টা দিন ধৈর্য ধর, এর ভেতর আমি ঠিক করে ফেলব কি করতে হবে। তার আগে কাউকে জানাসনে তুই এখানে আছিস, কেমন?' কথা দে, জানাবি না।'

'বেশ,' কথা দিলাম আমি। 'আপনি যদি সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন আমি খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হব।'

এরপর আমি আমার বিছানার স্যাঁতসেঁতে অবস্থার কথা বললাম। শেষে যোগ করলাম, 'তোষকটা বাইরে এনে রোদে দিতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল চাচা।

'বাড়িটা কি তোর না আমার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল সে। তারপর হঠাৎই বদলে গেল তার গলা। 'না রে, ডেভি, আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি। তুই আমার ভাইপো। যত যা-ই হোক পানির চেয়ে রক্ত অনেক ঘন। তাছাড়া তুই আর আমি ছাড়া এ বংশের আর কে আছে?'

নিজের সম্পর্কে, আমাদের বংশের অতীত মর্যাদা আর মহত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলল চাচা। তার বাবা, মানে আমার দাদা নাকি প্রচুর টাকা ব্যয় করেছিলেন

BanglaBook.org

বাড়িটার পেছনে। 'আমি পরে বন্ধ করে দিয়েছি সব কাজ,' বলে চলল সে। 'খামোকা টাকা নষ্ট। এত বড় বাড়ি দিয়ে কি হবে? লোকে যে যা-ই বলুক, আমি বাবা কিছুতেই আমার টাকা উড়িয়ে দিতে পারব না।'

এই সময় আমার মনে পড়ে গেল জ্যানেট ক্লাউসটনের কথা। চাচাকে বললাম বুড়ি যা যা বলেছিল সব। কিছুই বাদ দিলাম না। তার অভিশাপের কথা পর্যন্ত বললাম।

'বুড়ি একটা ডাইনী।' আবার খেপে গেল চাচা। 'হ্যাঁ, ডাইনী! ও আমাকে ঘৃণা করে কারণ ওর কাছে আমি টাকা পেতাম; টাকা দিতে পারেনি বলে ওর কুটিরটা নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কি দোষ বল, টাকা নেবে অথচ দেবে না! টাকা কি এতই সস্তা? ও আমাকে অভিশাপ দিয়েছে, তাই না? এ জন্যে ওকে ভুগতে হবে। আমি বলছি, ওকে শাস্তি পেতেই হবে। আমি নিজে গিয়ে রাজ-প্রতিনিধিকে জানাব।'

উঠে একটা সিন্দুকের তালা খুলল এবেনের চাচা। বহু পুরানো একটা নীল রঙের কোট আর হ্যাট বের করল। তারপর সিন্দুকে তালা লাগিয়ে দিয়ে কোট পরল, মাথায় চাপাল হ্যাটটা। ঘরের কোনা থেকে একটা ছড়ি তুলে নিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল চাচা। ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

'তোকে তো একা রেখে যেতে পারি না খালি বাড়িতে। তালা মেরে রেখে যাব তোকে।'

রক্ত উঠে এল আমার মুখে। 'যদি তালা মেরে রেখে যান,' চিৎকার করে বললাম আমি, 'তাহলে মনে রাখবেন, এখানেই শেষ আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা। একটা ঢোক গিলে বলল, 'এমন করলে তো চলবে না, ডেভি। আমার সাহায্য পেতে হলে আমার কথা একটু-আধটু শুনতে হবে।'

'দেখুন, আপনি যদি ভেবে থাকেন সাহায্য করার বিনিময়ে যা খুশি তাই করবেন আমার সাথে, তাহলে ভুল করবেন।'

ফ্যাকাসে মুখটা আরেকটু ফ্যাকাসে হলো এবেনের চাচার। খেয়াল করলাম কাঁপতে শুরু করেছে সে। ভয়ে না রাগে বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে একটুকরো হাসি টেনে আনল মুখে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল চাচা, 'আমি তাহলে বেরোচ্ছি না আজ।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, চাচা! চোরের সঙ্গে মানুষ যেমন করে আপনি তেমন ব্যবহার করছেন আমার সাথে। এর মানে কি? আপনি পছন্দ করেন না আমাকে, চান না আমি এ বাড়িতে থাকি। তাহলে কেন আমাকে রাখতে চাইছেন এখানে? কেন চলে যেতে দিচ্ছেন না আমার বন্ধুদের কাছে?'

'না না, ডেভিড, অমন করে বলিস না। আমি সত্যিই তোকে পছন্দ করি। তুই আমার ভাইয়ের ছেলে, তোকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। চাই-ও

BanglaBook.org

করতে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা দিন তো তোকে ধৈর্য ধরতেই হবে। চুপচাপ কিছু দিন থাক, তারপর বুঝতে পারবি, সত্যিই আমি তোর ভাল চাই।'

বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলাম না আমি ওর কথা। তবু বললাম, ঠিক আছে থাকব। যত যা-ই হোক, আপনি আমার চাচা, বাবার ভাই। অচেনা অজানা লোকের চেয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য নেয়াই ভাল। কিন্তু আপনার সঙ্গে যদি কখনও খটাখটি লাগে তাহলে, বলে দিচ্ছি, আপনার দোষেই লাগবে, আমার দোষে নয়!'

মনে হলো, কথাগুলো শুনে বেশ স্বস্তি পেল চাচা।

চার

শুরুটা এমন কুৎসিত হলেও বাকি দিনটা ভালভাবেই কেটে গেল। দুপুরে খেলাম ঠাণ্ডা পরিজ, রাতে গরম। এই পরিজ আর জঘন্য এক ধরনের বিয়ারই আমার চাচার একমাত্র খাদ্য।

সারাটা দিন আমাকে চোখে চোখে রাখল সে। মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিল না, যদিও কথা বলল খুবই সামান্য। দীর্ঘ নীরবতার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে। কিন্তু যখনই আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলাপ করতে চাইলাম তখনই এ কথা সে কথা বলে প্রসঙ্গটা সরিয়ে দিল সে। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল আমার।

দুপুরের পর এক ফাঁকে ওকে রেখে রান্নাঘরের ঠিক পাশের ঘরটায় ঢুকলাম আমি। প্রচুর বই দেখলাম সেখানে। ল্যাটিন, ইংলিশ দু'ভাষাতেই। তক্ষুণি আমি বসে গেলাম বই নিয়ে। বিকেলটা একটু স্বস্তিতেই কাটল।

একটার পর একটা বই উল্টে যাচ্ছি। যেগুলো পড়ছি না সেগুলোও একটু উল্টেপাল্টে দেখছি। হঠাৎ অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করে চমকে গেলাম। বাচ্চাদের একটা ছবির বই। বইটার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার বাবার হাতে লেখা এই কথাগুলো: 'আমার ভাই এবেনেরের পঞ্চম জন্মদিনে।'

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম আমার বাবা দু'ভাইয়ের ভেতর ছোট। কিন্তু এখন দেখছি, এবেনের চাচার বয়স যখন পাঁচ তখনই বাবা পাকা হাতে লিখতে পারেন বড় মানুষের মত! তিন চার বছরের বাচ্চার হাতের লেখা কিছুতেই অমন পাকা হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ উঁকি দিল আমার মনে: বাবা আসলে ছোট না বড়?

যদি বড় হন, শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক তিনি, এবং তাঁর মৃত্যুর পর এখন আমি।

এরপর পড়া মাথায় উঠল আমার। কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না চিন্তাটা। অবশেষে সন্ধ্যার সময় আবার গিয়ে ঢুকলাম রান্নাঘরে। সেই জঘন্য

পরিজ আর বিয়ার টেবিলে সাজিয়ে বসে আছে চাচা। সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আমার বাবা কি একটু তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখেছিলেন?'

'আলেকজান্ডার? দূর-দূর! আমি ওর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখেছি। ছোটবেলায় খুব চালাক ছিলাম আমি। তোর বাপ যখন পড়তে শিখেছে আমিও সেসময়-ই শিখেছি।'

ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিল মনে।

'আচ্ছা, আপনি আর বাবা কি যমজ ভাই?'

টুল থেকে লাফিয়ে উঠল এবেনের চাচা। চামচটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝট করে হাত বাড়িয়ে আমার কোটের সামনেটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করল, 'একথা জিজ্ঞেস করলি কেন?'

এই প্রথম আমার চোখে চোখে তাকাল সে। দেখলাম সে চোখের দৃষ্টি শয়তানী আর নিষ্ঠুরতায় ভরা।

উত্তেজিত হলাম না আমি। বরং একটু যেন বেশি শান্ত হয়ে গেছি চাচাকে খেপে উঠতে দেখে। আগেও কয়েকবার খেপেছে লোকটা আমার ওপর, কিন্তু এবারের খেপাটা অন্যরকম।

'গা থেকে হাত সরান,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'এমন কিছু আমি বলিনি যার জন্যে আপনি এমন করতে পারেন।'

আমার শীতল কণ্ঠস্বর শুনে একটু যেন থমকাল চাচা। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল কোট।

'তোর বাপ সম্পর্কে কিছু বলবি না আমাকে,' ভেঙে পড়া গলায় বলল সে। 'আমি সহ্য করতে পারি না।' ধীরে ধীরে বসে পড়ে অসুস্থ মানুষের মত কাঁপল কিছুক্ষণ, তারপর দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি করে যোগ করল, 'ওই একটাই ভাই ছিল আমার।'

বলল বটে তবে ওর গলায় আমি প্রাণের ছোঁয়া পেলাম না। এরপর মাটি থেকে চামচ কুড়িয়ে নিয়ে আবার খেতে শুরু করল সে।

হঠাৎ করে এবেনের চাচার এমন খেপে ওঠা, আবার পরমুহূর্তে বাবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করায় একই সাথে ভয় আর আশার দোলায় দুলতে লাগলাম আমি। আশা, লোকটা হয়তো সত্যিই বাবাকে পছন্দ করত, ভালবাসত সুতরাং আমাকেও পছন্দ করবে। ভয়, এমন আচরণ যে করতে পারে নিশ্চয়ই সে পাগল; তার মানে বিপজ্জনক। কখন কি করে বসে ঠিক নেই। কিন্তু, বাবাকে যদি পছন্দই করত, তাহলে তার একমাত্র ছেলে, যে প্রায় পথের ভিখিরি, তার সাথে এমন আচরণ করছে কেন লোকটা? নাকি ও লোকগাঁথার সেই দুষ্ট চাচার মত, যে ভাইপোর উত্তরাধিকার ঠকিয়ে নিয়ে নিয়েছিল? আমিই কি শ বাড়ির আইনসম্মত উত্তরাধিকারী?

বসে বসে তাকে দেখতে লাগলাম। সে-ও একটু পর পরই আড়চোখে দেখছে আমাকে। কোন কথা না বললেও হাব ভাবে মনে হলো নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব

BanglaBook.org

আঁটছে মনে মনে। যতই আমি দেখতে লাগলাম ততই ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হতে লাগল।

অবশেষে খাওয়া শেষ হলো তার। বাসনগুলো সরিয়ে রেখে পাইপ জ্বালিয়ে বসল। ঠিক সকালের মত, চিমনির এক কোনায় আমার দিকে পিঠ দিয়ে।

'ডেভি!' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল এনেবের চাচা। 'আমি ভাবছি...' আবার চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর আবার কথা বলল সে, 'অনেক দিন আগে, তোর জন্মেরও আগে তোর বাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিছু টাকা দেব ওকে। পরে নানা ঝামেলায় আর দেয়া হয়নি। অনেক টাকা! চল্লিশটা সোনার গিনি! যাহোক কথা যখন দিয়েছি, টাকা আমি দেবই। ও নেই তো কি হয়েছে? তুই আছিস, তোকে দেব। নিবি না তুই?'

'চল্লিশ সোনার গিনি মানে তো অনেক টাকা!' ঢোক গিলে বললাম আমি। 'আপনি আবার ভেবে দেখুন, চাচা।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই এর ভেতর। এক মিনিটের জন্যে তুই বাইরে যা। আকাশের অবস্থা কেমন একটু দেখে আয়। টাকাটা বের করে আমি ডাকব তোকে।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না। আকাশের অবস্থা দেখতে না ছাই, নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করে না বলেই বাইরে যেতে বলল চাচা। যাহোক, তবু বুড়ো লোকটার ইচ্ছা অনুযায়ী চলে গেলাম বাইরে। আকাশের দিকে তাকালাম। নিকষ কালো, একটা তারা নেই। নিশ্চয়ই মেঘে ছেয়ে আছে। ঝড় ঝাপটা হবে বোধহয়। কেমন যেন থম মেরে আছে প্রকৃতি।

একটু পরেই এবেনের চাচা ভেতরে ডাকল আমাকে।

রান্নাঘরে ফিরে গেলাম আমি। গুনে গুনে সাঁইত্রিশটা সোনার গিনি দিল ও আমার হাতে। বাকিগুলো রূপার মুদ্রা। দিতে গিয়েও কি মনে করে রূপার মোহরগুলো দিল না আমাকে চাচা। ঢুকিয়ে রাখল নিজের পকেটে। তারপর বলল–

'দেখলি, আমি যা বলি তা করি। নতুন মানুষের কাছে আমার আচার ব্যবহার অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের আমি সত্যিই সাহায্য করি।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হওয়ার মত অবস্থা আমার। এই লোক সত্যিই আমাকে এতগুলো সোনার মোহর দিল! পুরো চল্লিশটা অবশ্য দেয়নি বা দিতে পারেনি, কিন্তু সাঁইত্রিশটা তো দিয়েছে! এই বদান্যতার জন্যে আন্তরিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু মাথার ভেতর চিন্তা আমার চলছে, হঠাৎ করে কেন ও এত ভাল ব্যবহার করছে?

'না রে, ডেভি, ধন্যবাদের কিছু নেই,' বলল চাচা। 'এটা আমার কর্তব্য। তুই আমার ভাইয়ের ছেলে, তাছাড়া তোকে আমি পছন্দ করি। তোকে দেব না তো কাকে দেব?'

এ কথা শোনার পরও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, লোকটা সত্যি কথা বলছে।

BanglaBook.org

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

'একটা কাজ করে দিবি, ডেভিড?' অবশেষে নীরবতা ভাঙল চাচা। 'বাড়ির ওপ্রান্তে যে মিনারটা আছে তার ওপর থেকে একটা সিন্দুক এনে দিতে হবে। পারবি? বুড়ো হয়ে গেছি তো, গায়ে আজকাল আর তেমন জোর পাই না। অবশ্য তুই না থাকলে আমাকেই আনতে হত...'

'নিশ্চয়ই, এনে দেব। এক্ষুণি যাচ্ছি।'

পকেট থেকে পুরানো মরচে ধরা একটা চাবি বের করল চাচা। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে চলে যা। বাইরে দিয়ে যেতে হবে তোকে। বাড়ির ওপাশটা কখনও শেষ করা হয়নি তো, তাই ভেতর দিয়ে ওঠার কোন ব্যবস্থা নেই। যা শিগগির যা, সিন্দুকটায় কিছু জরুরী কাগজ পত্র আছে। ওগুলো এক্ষুণি দরকার আমার।'

'এই যাচ্ছি। একটা বাতি দেবেন আমাকে? কোথায় আছে বলুন, আমি ধরিয়ে নিচ্ছি।'

'উঁহুঁ,' ধূর্ত একটা হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। 'আমার বাড়িতে কোন বাতি জ্বলবে না!'

'ঠিক আছে। কিন্তু, সিঁড়িটা ভাল তো?'

'ভাল মানে? চমৎকার। ওঠার সময় দেয়াল ঘেঁষে উঠিস তাহলেই হবে। রেলিং নেই সিঁড়িটায়।'

চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি নিকষ কালো আকাশের নিচে।

যা ভেবেছিলাম তাই। ঝড় আসছে। দূরে, শুনতে পাচ্ছি, শোঁ শোঁ বাতাসের গর্জন। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ঝড় এসে পড়ার আগেই সিন্দুকটা নিয়ে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করলাম মনের ভেতর। কিন্তু পারা গেল না। দেয়াল ধরে ধরে মিনারের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই মাথার ওপর চমকে উঠল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঝকমকিয়ে উঠল চারদিক। মিনারের দরজা খুললাম আমি।

ভেতরে আলোর লেশমাত্র নেই। বাইরেই নেই তো ভেতরে আসবে কোত্থেকে? আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতেই সিঁড়ি দেখতে পেলাম। পরমুহূর্তে আবার সব কালো। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে উঠতে শুরু করলাম এক ধাপ এক ধাপ করে।

পাঁচতলা শ বাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উঠে চললাম আমি। বাতাসের গর্জন এখন কানের কাছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টিও এল বলে। এবেনের চাচার কথামত দেয়াল ঘেঁষে উঠছি। কোন কোন জায়গায় দেয়াল নেই। সেই জায়গাগুলো শুধু পায়ে অনুভব করেই উঠে গেলাম। যত ওপরে উঠছি বাতাস তত নির্মল হচ্ছে। অন্ধকারও আর আগের মত তত গাঢ় লাগছে না। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। পরের বার বিদ্যুৎ চমকাতেই বুঝতে পারলাম কারণটা। চমকে উঠলাম আমিও। বাড়ির এপাশের অন্যান্য অংশের মত

BanglaBook.org

মিনারটাও অসমাপ্ত। মিনারের সিঁড়িটাও। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে সিঁড়ি আর যে ধাপে এসে শেষ হয়েছে, বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, সে ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। মাত্র দু'ইঞ্চি পরেই ধাপটার প্রান্ত। আর এক ধাপ উঠলেই পড়ে যেতাম নিচে অন্তত চারতলা সমান উঁচু থেকে। এই হলো আমার চাচার চমৎকার সিঁড়ির নমুনা।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সত্যটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার সামনে। চারতলা সমান উঁচু অসমাপ্ত সিঁড়ি থেকে যেন পড়ে যাই সেজন্যেই চাচা আমাকে পাঠিয়েছে এখানে। মানে আমার মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিল এবেনের চাচা, আমার বাবার আপন ভাই! আকস্মিক এক বিদ্যুৎচমক অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে। ভয়ে, ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার শরীর।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে নেমে এলাম। যখন মিনারের দরজায় পৌঁছুলাম প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে চাচার রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, দরজাটা খোলাই আছে। অস্পষ্ট একটু আলো এসে পড়েছে বাইরে। এই বৃষ্টির মধ্যেও কি চাচা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে? আবার বিদ্যুৎ চমকাল। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছে সে। ভঙ্গিটা উৎকর্ণের মত। গভীর মনোযোগের সাথে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করছে। কি? আমার পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে আছে চাচা? একসেকেন্ড পর শোনা গেল বজ্রপাতের আওয়াজ। ছুটে ভেতরে চলে গেল চাচা। ও কি বাজ পড়ার শব্দকে আমার পড়ে যাওয়ার শব্দ মনে করেছে? নাকি হত্যার প্রতিবাদে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর হয়ে দেখা দিয়েছে শব্দটা ওর মনে?

পা টিপে টিপে আমি এগোলাম রান্নাঘরের দিকে। দরজা খোলাই দেখতে পেলাম। নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এবেনের চাচা। কাঁপছে থর থর করে। ব্র্যান্ডির একটা বোতল উপুড় করে দিয়েছে গলায়। পানির মত ব্র্যান্ডি খাচ্ছে! বোতল ধরা হাতটাও কাঁপছে। নিঃশব্দে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর আচমকা দু'হাতে ধরে বসলাম ওর কাঁধ।

'কি খবর!' চিৎকার করলাম ওর কানের কাছে।

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে দু'হাত ছুঁড়ে দিল চাচা। ছিটকে মাটিতে পড়ে চৌচির হয়ে গেল বোতলটা। ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল আমার দিকে। পরমুহূর্তে টলে উঠল তার শরীর। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মরা মানুষের মত পড়ে রইল চাচা। বুঝতে পারছি, কিছু করা দরকার ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু, আগে নিজের জন্যে কিছু করতে হবে আমাকে। একটা বন্দুক বা ছুরি যোগাড় করতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে। ছুটে গেলাম আলমারিটার কাছে। কিন্তু কোন অস্ত্র দেখলাম না তার ভেতর। তবে সিন্দুকের চাবিগুলো পেলাম। তাড়াতাড়ি চাবির গোছাটা নিয়ে ছুটে গেলাম একটা সিন্দুকের সামনে। খুললাম। ধুর-ছাই, ময়দায় ভর্তি সিন্দুকটা। আরেকটা খুললাম। টাকার থলেতে ভর্তি এটা। তৃতীয়টায় পেলাম মরচে ধরা পুরানো একটা স্কটিশ তলোয়ার। স্কটল্যান্ডের ওরা 'ডার্ক' বলে একে। কোটের নিচে লুকিয়ে

BanglaBook.org

ফেললাম তলোয়ারটা। তারপর ফিরলাম চাচার দিকে।

যেখানে ছিল সেখানে তেমনি পড়ে আছে ও। একটা হাঁটু ভাঁজ করা, একটা হাত ছড়ানো। মুখটা নীল হয়ে গেছে। কান খাড়া করলাম, নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কিনা! কিন্তু কোন শব্দ পাচ্ছি না। মরে গেল নাকি? ছুটে গিয়ে এক বালতি পানি এনে ঢেলে দিলাম ওর মুখে, মাথায়। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ মেলল চাচা। প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। তীব্র ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে।

'বেঁচে আছিস তুই!?' স্খলিত গলায় চিঁ চিঁ করে জিজ্ঞেস করল চাচা।

'হ্যাঁ আছি। আর সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না।'

বেশ কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে ও। কোন রকমে বলল, 'নীল বোতলটা...নীল বোতলটা...আলমারিতে।'

আলমারির কাছে ছুটে গেলাম আবার। নীল একটা ওষুধের বোতল দেখলাম সেখানে। ওটা এনে দিলাম চাচার হাতে। ভেতরের তরল পদার্থ খানিকটা খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল সে।

'আমার হৃদযন্ত্রটা, বুঝলি ডেভি,' একটা ঢোক গিলে বলল এবেনের চাচা, 'খুব...খুব দুর্বল।'

সত্যিই ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে বেচারাকে! উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম ওকে। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম একটা টুলে। করুণাই বোধ করতে লাগলাম লোকটার জন্যে। তাই বলে আমার রাগ যে কমেছে তা কিন্তু নয়। আমার মনে যে প্রশ্নগুলো ভীড় করে এসেছে তীব্র ঝাঁঝের সাথে সেগুলোর জবাব চাইলাম, 'কেন বারবার মিথ্যে বলেছ আমার কাছে? কেন আমাকে এই বাড়িতে থাকতে বলেছ, আবার শর্তও দিয়েছ যেন বন্ধুদের কিছু না জানাই; কেন? কেন বাবার সাথে তোমার বয়সের পার্থক্য জানাওনি? যেচে পড়ে অতগুলো মোহর কি উদ্দেশ্যে তুমি দিলে আমাকে? আর আমাকে খুন করতেই বা চেয়েছিলে কেন?'

নিঃশব্দে কিন্তু অস্থির ভাবে প্রশ্নগুলো শুনল ও। তারপর দুর্বল কণ্ঠে মিনতি জানাল, 'এখন আমাকে ঘুমোতে যেতে দে দয়া করে। কাল সকালে সব বলব তোকে। সত্যিই, কথা দিচ্ছি।'

বেচারাকে এমন দুর্বল আর মার খাওয়া দেখাচ্ছে যে আর কিছু বললাম না আমি। ধরে ধরে ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দিলাম, এমন কি বিছানায় পর্যন্ত শুইয়ে দিলাম। তারপর বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে চাবিটা রেখে দিলাম আমার পকেটে।

রান্নাঘরে ফিরে এলাম আমি। বড় করে একটা আগুন জ্বাললাম। আমার কম্বলটা নিয়ে এলাম ওপরের ঘর থেকে। তারপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম একটা বড় বাক্সের ওপর।

BanglaBook.org

পাঁচ

সারা রাত চলল ঝড়-বাদল। ভোর বেলায় থামল বৃষ্টি। কিন্তু একটু পরেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। শ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কাছেই যে ঝরনাটা দেখেছিলাম সেখানে গিয়ে গোসল করলাম। তারপর আবার রান্নাঘরে ফিরে বসলাম উষ্ণ আগুনের সামনে।

বসে বসে চিন্তা করছি। একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল: এবেনের চাচা আমার শত্রু। অন্তত পক্ষে, যে কোন কারণেই হোক, আমি তার শত্রু। তার মানে শ বাড়িতে থাকা আমার জন্যে নিরাপদ নয়। কি করব আমি? থাকব, না চলে যাব?

আরও কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর ঠিক করলাম, থাকব আপাতত। বয়সে আমি তরুণ, আর দশটা গ্রামের ছেলের মত শক্তিও মোটামুটি আছে শরীরে। তাছাড়া আমার ধারণা চাচার চেয়ে বুদ্ধিও আমার বেশি। সুতরাং শ বাড়িতে আমার অধিকার কতটুকু জানার আগে যাব কেন?

দোতলায় উঠে এলাম আমি। চাচার ঘরের সামনে গিয়ে তালা খুললাম দরজার।

'সুপ্রভাত, ডেভি,' মার্জিত গলায় বলল এবেনের চাচা।

'সুপ্রভাত,' মৃদু হেসে জবাব দিলাম।

একটু পরেই নিচে নেমে নাশ্‌তার টেবিলে বসলাম আমরা। খাদ্যতালিকা সেই এক, পরিজ আর বিয়ার।

খেতে শুরু করেছে চাচা। কয়েক চামচ মুখে দিয়েছে পরিজ। এই সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বলো, কেন আমাকে পাঠিয়েছিলে মিনারে? কেন তুমি ভয় পাও আমাকে?'

'তোর সাথে...তোর সাথে...একটু ঠাট্টা করেছিলাম, ডেভি,' দুর্বল গলায় জবাব দিল চাচা।

হো-হো করে হেসে উঠলাম আমি। 'এই জবাবটাও নিশ্চয়ই ঠাট্টা?'

একটু থমকাল চাচা। 'ঠিক আছে, আগে–আগে আমাকে খেয়ে নিতে দে, তারপর সব খুলে বলব তোকে।'

মুখ দেখেই বুঝলাম, এখনও যুৎসই কোন গল্প বানিয়ে উঠতে পারেনি, তাই একটু সময় নিল। ঠিক আছে, আমিও বাবা কম ত্যাঁদোড় নই, কি গল্প তুমি ফাঁদো দেখব।

এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। কেউ এসেছে। চাচাকে যেখানে আছে সেখানেই থাকার ইঙ্গিত করে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম আমি। নাবিকের পোশাক পরা রোগা এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

BanglaBook.org

'কি খবর দোস্ত্।' ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা, যেন কতদিন ধরে চেনে আমাকে।

'তোমার নাম কি?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নাম?' বলেই বেসুরো হেঁড়ে গলায় একটা জাহাজী গান গেয়ে উঠল ছোকরা।

আর ভদ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। 'দেখো, তোমার যদি কোন কাজ না থাকে, কেটে পড়তে পারো এখান থেকে। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'একটু দাঁড়াও ভাই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল ছেলেটা। 'একটু মজা করছিলাম আর কি। যাকগে, তুমি যখন মজা পছন্দ করো না—বুড়ো হিসি-ওয়েসির কাছ থেকে আসছি আমি। মিস্টার বেলফ্লাওয়ারের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।' চিঠিটা আমাকে দেখাল ও। তারপর যোগ করল, 'দোস্ত, খাওয়ার কিছু হবে নাকি তোমাদের এখানে?'

'ভেতরে এসো, দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

রান্নাঘরে নিয়ে এলাম ওকে। আমার টুলটায় বসতে দিলাম। অবশিষ্ট পরিজটুকু দেখিয়ে বললাম, 'খাও।'

প্রথমে এবেনের চাচার হাতে চিঠিটা দিল ও, তারপর ক্ষুধার্ত পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারটুকুর ওপর। নিমেষে চেটেপুটে পরিষ্কার করে ফেলল বাটি।

ইতিমধ্যে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে চাচা। কি যেন ভাবছে এখন। হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টুল ছেড়ে। আমাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের এক কোনায়। চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'পড়ো এটা।'

পড়লাম আমি:

'হ-এর সরাইখানা,

'কুইনস ফেরি।

'জনাব,

'আমি আমার জাহাজ নিয়ে এখন বন্দরে আছি। আপনার যদি কোন নির্দেশ থাকে অনুগ্রহ করে শিগগিরই জানাবেন। কারণ বাতাস এখন খুব অনুকূল, কয়েক ঘণ্টার ভেতর জাহাজ ছাড়ব আমি। 'আপনার উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এক্ষুণি আপনার দেখা করা দরকার তার সাথে।

'আপনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক,

'এলিয়াস হোসিসন।'

'বুঝলি, ডেভিড,' ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে শুরু করল এবেনের চাচা, 'চমৎকার এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এই হোসিসন। আমেরিকার সঙ্গে প্রচুর ব্যবসা করে লোকটা। ওর ব্যবসায় আমার কিছু অংশীদারি আছে। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে, ক্যাপ্টেন হোসিসনের সাথে দেখা করতে হবে। তুই যাবি আমার সাথে কুইনস ফেরিতে? কিছু কাগজ পত্রে সই করব, সেজন্যে হয়তো ওর জাহাজে

BanglaBook.org

উঠতে হবে। তারপর তোকে নিয়ে আমার উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করতে যাব। উনি তোকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন। আমার কথা তো তুই বিশ্বাস করবি না, ওর কথা করবি? সবাই ওঁকে খুব সম্মান করে। তোর বাবাকেও ভাল করে চিনত, জানত। কি বলিস, ডেভিড?'

কি বলব কিছু বুঝতে পারছি না। তবে, কেন যেন মনে হচ্ছে, নতুন কোন মতলব এঁটেছে চাচা। তারপরই ভাবলাম, নিশ্চয়ই অনেক লোক থাকবে হ-এর সরাইখানায়। অত লোকের ভেতর ও আমার ক্ষতি করবে কিভাবে? উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথেও দেখা করা দরকার। ভদ্রলোক আমার বাবা এবং আমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে সত্যি কথা বললেও বলতে পারেন। তাছাড়া, একেবারে কাছে থেকে সাগর আর জাহাজ দেখার শখ আমার অনেকদিনের। সুযোগ পাওয়া গেছে আজ। কেন হাতছাড়া করব?

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললাম আমি, 'চলুন কুইনস ফেরিতে।'

কালকের সেই নীল কোট আর হ্যাট পরে নিল চাচা। পুরানো জং ধরা একটা তলোয়ার ঝোলাল কোমরে। আগুন নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা বাইরে। দরজায় তালা লাগাল চাচা। তারপর রওনা হলাম নাবিক ছেলেটার সঙ্গে।

সারা রাস্তায় একটা কথা বলল না চাচা। বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। অতএব আমি আর কি করব, হাঁটতে হাঁটতে আলাপ জমালাম নাবিক ছেলেটার সঙ্গে। ও বলল, ওর নাম র‍্যানসম। ক্যাপ্টেন হিসি ওয়েসির (এভাবে 'হোসিসন' নামটাকে নিজের মত করে নিয়েছে ও) জাহাজের কেবিন বয় ও। ন'বছর বয়েস থেকে জাহাজে কাজ করে, কিন্তু এখন ওর বয়স ঠিক কত তা বলতে পারল না। জাহাজে কাজ নেয়ার পর আর দিন তারিখের হিসেব রাখেনি।

ক্যাপ্টেন হোসিসন আর তার জাহাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম র‍্যানসমকে। জবাবে ও জানাল জাহাজটার নাম 'কভেন্যান্ট।' ওর ধারণা দুনিয়ার সেরা জাহাজ ওটা। ক্যাপ্টেন হোসিসন সম্পর্কেও দরাজ গলায় প্রশংসা করল। বলল, 'সত্যিকারের পুরুষ মানুষ এই হিসিওয়েসি। হিংস্র, নিষ্ঠুর আর ধূর্ত।' এমন ভাবে বলল, যেন হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ধূর্তামি এসব খুব ভাল গুণ।

'সন্দেহ নেই ক্যাপ্টেন খুব ভাল নাবিক,' বলে চলল ও, 'তবে মিস্টার সুহান, আমাদের মেট আরও ভাল। একটাই মাত্র দোষ তার, খুব বেশি মদ খায়। যখন ও মাতাল হয়ে যায় তখন ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক আর হয় না পৃথিবীতে। দেখো কাল আমাকে কি করেছে!' টেনে এক পায়ের মোজা খানিকটা নামিয়ে ফেলল র‍্যানসম। ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত দেখলাম ওর পায়ে।

'দেখেছ!' বেশ গর্বের সাথে বলল ও।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ও কি মারে তোমাকে?'

'বলে কি? মারে!' হো হো করে বুনো একটা হাসি দিল ছেলেটা। 'কেমন মারে তা তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না!'

'তুমি মারতে দাও কেন?'

'একদিন ওকে খুন করব, তাই সব সহ্য করে যাচ্ছি মুখ বুজে,' ফিসফিস

করে বলল ও। পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে দেখাল। 'এই ছুরি দিয়ে ওকে খুন করব। ভেবো না ওটাই হবে আমার প্রথম খুন। আগেও করেছি।'

ছেলেটাকে পরিষ্কার পাগল মনে হলো আমার। একটু করুণাও হলো বেচারার জন্য।

'কোন আত্মীয় বা বন্ধু নেই তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না।'

'জাহাজের চাকরি ছেড়ে ডাঙায় কোন কাজ নিতে পারো না?'

'মাথা খারাপ! কোন দুঃখে ছাড়তে যাব জাহাজের চাকরি। একদিন হয়তো ওদের মতই বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাব। তুমি যতটা ভাবছ এমনিতে কিন্তু তত খারাপ নয় কাজটা। তাছাড়া, যত যা-ই হোক ওই বিশ পাউন্ডারদের চেয়ে তো ভাল আছি।'

'বিশ পাউন্ডার!' অবাক হলাম আমি। 'ওরা আবার কারা?'

'ক্যাপ্টেন যে সব বন্দীকে আমেরিকায় নিয়ে যায়। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করেও ওদের। জনপ্রতি দাম নেয় বিশ পাউন্ড। তাই ওদের নাম হয়েছে বিশ পাউন্ডার।'

কথাটা শুনে আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা হলো আমার।

'ক্যাপ্টেন অবশ্য,' বলে চলল র‍্যানসম, 'পিচ্চিগুলোকে পিটাতে দেয় আমাকে।'

'পিচ্চিগুলো! ওরা আবার কারা?'

'বাচ্চা, বাচ্চা।'

'বাচ্চাদেরও নেয়া হয় নাকি বিক্রি করার জন্যে!'

'নিশ্চয়ই।'

ইতিমধ্যে কখন যে পৌঁছে গেছি পাহাড়ের চূড়ায়, খেয়ালই করিনি। সেখান থেকে নিচে কুইনস ফেরির দিকে তাকালাম আমরা।

প্রায় আধ মাইল দূরে নোঙর করে থাকা একটা জাহাজের দিকে ইশারা করল র‍্যানসম। 'ওই যে দেখো কভেন্যান্ট! চিৎকার করল ও। 'আর ওই যে হ-এর সরাইখানা।' এবার বন্দরের পাশেই হলি আর হথর্ন গাছে ঘেরা একটা দালান দেখাল র‍্যানসম।

চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকালাম জাহাজটার দিকে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে মায়া অনুভব করলাম ওখানে আটক লোকদের জন্যে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখলাম জাহাজটা, তারপর ফিরলাম চাচার দিকে।

'একটা কথা আগেই বলে নেয়া ভাল, এবেনের চাচা,' বললাম আমি, 'কভেন্যান্ট-এ কিন্তু উঠব না আমি।'

'অ্যাঁ?' অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল যেন চাচার মন। আমার কথা শুনে ফিরে এল মাটিতে।

'দুনিয়ার কোন কিছুই আমাকে কভেন্যান্ট-এ ওঠাতে পারবে না,' আবার বললাম আমি।

BanglaBook.org

'বেশ বেশ। তোর যা ইচ্ছে তা-ই করবি।' একটু থেমে চিন্তিত গলায় যোগ করল, 'ছাড়বার জন্যে একেবারে তৈরি মনে হচ্ছে জাহাজটা!'

ছয়

কিছুক্ষণের ভেতর হ-এর সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম আমরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে গেল আমাদের র‍্যানসম। সেখানে বড় একটা চুল্লির সামনে বসে আছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। যথেষ্ট গরম কামরায়, তবু মোটা একটা কোট আর পশমী টুপি পরে আছে সে। যখন উঠে দাঁড়িয়ে চাচার সঙ্গে করমর্দন করল তখন দেখলাম লোকটা কেমন লম্বা আর সুন্দর। মোটেই নিষ্ঠুর নয় তার চেহারা। ক্যাপ্টেনের নিষ্ঠুরতা নিয়ে র‍্যানসমের গল্পগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হতে লাগল আমার।

'আহ, মিস্টার ব্যালফোর, আপনি এসে পড়েছেন এত তাড়াতাড়ি। খুব খুশি হয়েছি,' বলল লোকটা। 'এখন এক ঘণ্টার ভেতর আমি পাল তুলে দিতে পারব।'

'তোমার ঘরটা ভীষণ গরম,' জবাব দিল চাচা।

'তা একটু গরম বটে। তবে, স্যার, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বছরের বেশির ভাগ সময় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় কাটাতে হয় আমাকে। ঠাণ্ডা একদম সহ্য করতে পারি না।'

কাগজ পত্রে ছাওয়া একটা টেবিলের দু'পাশে বসল দু'জন। এবার ওদের ব্যবসার আলাপ শুরু হবে।

কামরাটা এত গরম যে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি আমি। ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে শরীর। সুতরাং কয়েক সেকেন্ড পরে চাচা যখন বলল, 'ইচ্ছে হলে বাইরে ঘুরে ফিরে আসতে পারিস,' সত্যি কথা বলতে কি, বর্তে গেলাম আমি। তাজা বাতাসের বড় প্রয়োজন বোধ করছে ফুসফুসটা। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু'জনকে একা রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এবং এখানেই সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলাম।

হ-এর সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বন্দরের দিকে এগোলাম আমি। জেটির ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। কভেন্যান্ট-এর কয়েক জন নাবিককে দেখলাম, ছোট একটা নৌকায় অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন এলেই তাকে নিয়ে ফিরে যাবে জাহাজে। বিশাল একেকজনের শরীর। রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গেছে গায়ের রঙ। হুবহু জল দস্যুদের মত লাগছে দেখতে। একজনের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু—এমন জঘন্য ভাষা তার, সরে আসতে বাধ্য হলাম ওখান থেকে। ফিরে এলাম সরাইখানায়। র‍্যানসমকে দেখলাম ওখানে। ওকে ডেকে নিয়ে এক মগ করে বিয়ার খেলাম দু'জনে।

বিয়ার এনে দিল সরাইওয়ালা নিজে। চেহারা দেখে তাকে সৎ, ভাল মানুষ

BanglaBook.org

বলেই মনে হলো।

'মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে চেনেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কোন র‍্যাঙ্কেইলার? উকিল?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

নিশ্চয়ই চিনি। খুব ভাল লোক। তুমি তো এবেনের-এর সাথে এসেছ, না?'

'হ্যাঁ।'

'আত্মীয়?'

কি জবাব দেব বুঝতে পারলাম না প্রথমে। একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আঁ, না।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি। যদিও ওর ভাই আলেকজান্ডারের সাথে বেশ মিল আছে তোমার চেহারার।'

'যতটুকু শুনেছি, এখানকার লোকেরা ভীষণ অপছন্দ করে মিস্টার এবেনেরকে। কেন বলতে পারেন?'

'করবে না! ওর মত বদ লোক দুনিয়াতে হয় নাকি? কত পরিবারকে যে ভিটে মাটি ছাড়া করেছে কি বলব! এক কালে অবশ্য চমৎকার মানুষ ছিল এবেনের। ওকে আর আলেকজান্ডারকে নিয়ে সেই যে গল্পটা চালু হলো তার আগের কথা সেটা।'

'কি গল্প?'

'ও নাকি আলেকজান্ডারকে খুন করেছে।'

'খুন করেছে! কেন?'

'কেন আবার, বাড়িটা পাওয়ার জন্যে।'

'বাড়ি পাওয়ার জন্যে!'

'নিশ্চয়ই। আর কি কারণ থাকতে পারে ভাইকে খুন করার?'

'হ্যাঁ, তাই...তাই...আর কি কারণ থাকতে পারে?...তাহলে... তাহলে আমার...মানে মিস্টার আলেকজান্ডার বড় দু'ভায়ের ভেতর? মানে শ বাড়ির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী তিনিই!'

'নিশ্চয়ই,' বলল সরাইওয়ালা। তারপর অন্য এক খদ্দেরকে পরিবেশন করার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিকই ভেবেছিলাম আমি! এই লোকের কথা শুনে নিশ্চিত হওয়া গেল। এ মুহূর্তে আমিই শ বাড়ির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। কি আশ্চর্য! আমি–এসেনডিনের সেই কিশোর পথের ভিখিরি নই মোটেই! আমার একটা বাড়ি আছে। জমি আছে। আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল আমার হৃদয়।

হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। কখন যে ওরা ওপর থেকে নেমে বাইরে গেছে খেয়ালই করিনি। কভেন্যান্ট-এর নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে তার লোকদের কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে। একটু পরে সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। চমৎকার সুপুরুষ একজন মানুষ। আরও একবার আমার মনে হলো কথাটা: র‍্যানসমের গল্প সত্যি হতেই পারে না।

'ডেভিড!'

গলাটা চাচার, বাইরে থেকে ডাকছে।

এক চুমুকে বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে বেরিয়ে এলাম আমি। ক্যাপ্টেন হোসিসন-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে চাচা। আমাকে দেখেই অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী একটা ভঙ্গি হলো ক্যাপ্টেনের মুখে।

'মিস্টার ব্যালফোর খুব প্রশংসা করলেন তোমার,' চাচার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সে বলল। 'আর আমার কথা যদি বলো, তোমাকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেছি। একটু বেশি সময় তোমার সাথে কাটাতে পারলে খুব ভাল লাগত, কিন্তু কি করব বলো, এক ঘণ্টার ভেতর জাহাজ ছাড়তেই হবে। এই সময়টুকু আমরা একসাথে থাকতে পারি, কি বলো? চলো আমার জাহাজে, এক গ্লাস বিয়ার খাবে আমার সাথে।'

সন্দেহ নেই কভেন্যান্ট-এর ভেতরটা দেখার খুবই আগ্রহ হচ্ছে আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে, চাচার কোন কৌশল নয়তো এটা?

'অনেক ধন্যবাদ স্যার,' একটু ভেবে শান্ত গলায় জবাব দিলাম আমি। 'আপনার জাহাজে উঠতে পারলে খুব ভাল লাগত, কিন্তু অন্য জায়গায় একটু কাজ আছে আমার। চাচার সাথে ওর উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করতে যাব।'

'জানি, তোমার চাচা বলেছে সে কথা। আধ ঘণ্টার বেশি থাকতে হবে না তোমাকে। আধ ঘণ্টা পর আমার লোকরা...না আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়িতে।' হঠাৎ আমার কাঁধ ধরে হাঁটতে শুরু করল হোসিসন। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ডেভিড, তোমার চাচা হলো একটা বুড়ো শেয়াল। আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে বলব কি ফন্দি এঁটেছে বদমাশটা।' পরমুহূর্তে আবার জোরে জোরে বলল, 'তাহলে বলো, তোমার জন্যে কি আনব আমেরিকা থেকে? ভালুকের চামড়া হলে চলবে? নয়তো ইন্ডিয়ান পাইপ অথবা তোতা পাখি? নাকি রক্তের মত লাল কর্ডিন্যাল পাখি চাও? যেটা যেটা পছন্দ তোমার বলো।'

ইতিমধ্যে কভেন্যান্ট-এর সেই ছোট্ট নৌকাটার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। আবার অনুরোধ জানাল আমাকে ক্যাপ্টেন। আগ-পাছ ভাল করে ভেবে দেখলাম। মনে হলো সত্যিকারের একটা বন্ধু পেয়েছি (উহ, কি গর্দভ আমি!) চাচার নতুন ফন্দি সম্পর্কে জানা যাবে, তাছাড়া জাহাজটাও দেখা হবে।

'ঠিক আছে চলুন,' অবশেষে বললাম।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের মুখ চোখ।

'সত্যিই যাবে তুমি! চলো তাহলে নৌকায় ওঠা যাক।'

প্রথমে উঠল হোসিসন, তারপর আমি। এমন সময় দেখি, ছুটতে ছুটতে আসছে চাচা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমিও যাব।'

মনে মনে একটু হতাশ হলাম আমি—চাচার নতুন ফন্দিটা বোধহয় জানা হলো

BanglaBook.org

না। যাহোক মুখে কিছু বললাম না। নৌকায় উঠে বসল চাচা। দাঁড় টানা শুরু করল খালাসীরা।

কিছুক্ষণের ভেতর কভেন্যান্ট-এর বেশ কাছাকাছি চলে গেলাম আমরা। ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে জাহাজটার অবয়ব। পেছন দিয়ে ঘুরে জাহাজের পাশে নিয়ে গেল খালাসীরা নৌকাটাকে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমার: কি উঁচু ডেক!

'তুমি আজ আমাদের বিশেষ অতিথি,' বলল ক্যাপ্টেন হোসিসন, তুমিই প্রথম উঠবে জাহাজে। এই, একটা রশি নামিয়ে দাও কেউ!'

ধীরে ধীরে জাহাজের গায়ে গিয়ে ভিড়ল নৌকা। কয়েকজন নাবিক মোটা একটা দড়ি নামিয়ে দিল ওপর থেকে। রশিটা শক্ত করে ধরলাম আমি। টেনে তুলল খালাসীরা। আমি জাহাজে পা রাখার কয়েক সেকেন্ডের ভেতর দেখলাম রশি ছাড়াই উঠে এসেছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। অনেক দিনের পুরানো বন্ধুর মত আমার হাত তুলে নিল ক্যাপ্টেন নিজের হাতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আমাকে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে দিল। তার পর দেখাতে শুরু করল জাহাজের বিভিন্ন অংশ। ব্যাখ্যা করে বোঝাল কোনটার কি নাম এবং কি কাজে লাগে।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি আমি। হঠাৎ খেয়াল হলো, চাচাকে তো উঠতে দেখলাম না! ব্যাপার কি?

'চাচা কোথায়?' উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তাই তো! গেল কোথায় তোমার চাচা!' মিটি মিটি হাসি হোসিসনের মুখে, চোখে ক্রূর দৃষ্টি।

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি ওর হাত থেকে। ছুটে গেলাম জাহাজের কিনারে। ছোট্ট নৌকাটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। এবং চাচা বসে আছে তাতে। ঝট করে ফিরলাম ক্যাপ্টেনের দিকে। মিটি মিটি হাসিটা ক্রমে শয়তানী হাসিতে পরিণত হচ্ছে।

'বাঁচাও!' চিৎকার করলাম আমি। 'কে আছ, বাঁচাও! আমাকে খুন করবে!'

চাচা শুনতে পেল আমার চিৎকার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওর মুখের হাসিটা ক্যাপ্টেনের মতই শয়তানীতে ভরা। আর কিছু দেখার সুযোগ হলো না। কেউ একজন প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগাল আমার মাথায়, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

সাত

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল আমার। সংজ্ঞাহীনতার আঁধার থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও। অন্ধকার থেকে আবার অন্ধকারে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। প্রথম কিছুক্ষণ ভেবে পেলাম না, কোথায় আছি।

ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। পালে বাতাস বাধার আওয়াজ কানে আসছে। নাবিকদের চিৎকার, মুখখিস্তি। জাহাজের দুলুনি-ও অনুভব করছি শরীরের নিচে। কিন্তু গুছিয়ে ভাবতে পারছি না কিছুই। ভয়ানক দুর্বল লাগছে।

অনেকক্ষণ পর একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম। কোন জাহাজের খোলে শুইয়ে রাখা হয়েছে আমাকে। নিশ্চয়ই জাহাজটা কভেন্যান্ট! শক্ত করে বাঁধা হাত-পা। নাড়ার কোন উপায় নেই। আমি কি বন্দী? নিঃসন্দেহে। তা না হলে এমন করে হাত-পা বাঁধা থাকবে কেন? তার মানে আরও একবার আমি হেরে গেলাম এবেনের চাচার শয়তানী বুদ্ধির কাছে। কি লজ্জা! ছি! ওহ, সেই ব্যথা!

কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছি জানি না। দিন রাত সব সমান। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই চারপাশে। না, ভুল বললাম, আরেকটা জিনিস আছে। ব্যথা। অন্ধকার যেমন একমুহূর্তের জন্যেও ফিকে হয়নি, সারা শরীরের প্রচণ্ড ব্যথাও তেমনি বারেকের জন্যেও রেহাই দেয়নি আমাকে। কিছুক্ষণ ব্যথা সহ্য করার পর আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে গেছে শরীর। ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন। জেগে গেছি আবার।

যেখানে আমাকে ফেলে রাখা হয়েছে সেখানকার বাতাস গুমোট পুঁতিগন্ধময়। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য! ওহ! আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে ইঁদুর। এমন কি মুখের ওপর দিয়েও! কিন্তু কিছুই করার নেই আমার।

অবশেষে আলোর মুখ দেখলাম। কেউ একজন বাতি উঁচু করে ধরেছে আমার মুখের ওপর। দীর্ঘ অন্ধকারের পর আলো, সইল না চোখে। ভুরু কুঁচকে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। একটু পরে ধীরে ধীরে খুললাম আবার। ছোটখাট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ চোখ, সুন্দর করে ছাঁটা একমাথা চুল। বছর তিরিশেক বয়েস লোকটার। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'বেশ,' বলল সে, 'কি অবস্থা?'

মুখ খুললাম জবাব দেয়ার জন্যে, কিন্তু স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। গোঙানির মত একটা আওয়াজ হলো শুধু।

এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা আমার পাশে। নাড়ী দেখল, মাথার পাশে ক্ষতটা পরীক্ষা করল। তারপর পরিষ্কার করে পট্টি বেঁধে দিতে লাগল।

'ভাগ্য ভাল তোমার, আরও মারাত্মক হতে পারত জখমটা,' বলল সে, গলায় সহানুভূতির সুর। 'যাকগে, যা হবার হয়েছে, মনে ফুর্তি আনো তো দেখি। খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে?'

ভাল প্রশ্ন করেছে যা হোক। জান বাঁচে না তো খাওয়া!

'না না, এখন কিছু খেতে পারব না আমি,' দুর্বল গলায় জবাব দিলাম। সত্যিই, মনে হচ্ছে, এখন কিছু খেতে গেলে বমি করে ফেলব। জ্বর জ্বর লাগছে শরীরে।

খানিকটা ব্র্যান্ডি আর পানি খাইয়ে দিল লোকটা আমাকে। তারপর চলে গেল। আমার হাত পায়ের বাঁধন তেমনই রইল।

BanglaBook.org

একটু পরেই আবার এল লোকটা। এবার ক্যাপ্টেন রয়েছে তার সাথে। আবার সে আমার মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার করল বসে বসে। নিঃশব্দে দেখল হোসিসন।

'দেখুন,' হাতের কাজ শেষ করে লোকটা বলল, 'কি অবস্থা বেচারার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এই ক'দিনে কোন খাবার দেয়া হয়নি, আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি...'

'তারপর?'

'এক্ষুণি ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া দরকার। আপনি অনুমতি দিলে ফোরক্যাস্‌লেই রাখতে পারব আমরা ওকে।'

'না, মিস্টার রিয়াক, ও এখানেই থাকবে,' শীতল গলায় বলল ক্যাপ্টেন।

'এখানে থাকলে তো মরে যাবে!'

'পাগল না মাথা খারাপ! নাকি এর ভেতরই বেশ খানিকটা মাল টেনে ফেলেছ?' বলতে বলতে রওনা হলো ক্যাপ্টেন। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল ছোটখাট লোকটা।

'ছেলেটাকে খুন করার জন্যে পয়সা দেয়া হয়েছে নাকি আপনাকে?'

'খুন! কে বলল খুন?' চিৎকার করল ক্যাপ্টেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ, রিয়াক, তোমার ইচ্ছেই তাহলে বহাল থাক। নিয়ে যাও ছোকরাকে ফোরক্যাস্‌ল-এ।'

আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল রিয়াক। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে উঠল আমার। টলমল করে উঠল পা। রিয়াক তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে ধরল আমাকে। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ফোরক্যাস্‌ল পর্যন্ত। এক নাবিক মই বেয়ে ফোরক্যাস্‌ল-এ নামতে সাহায্য করল আমাকে। তারপর রিয়াক আর নাবিকরা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল একটা বাঙ্ক-এ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আবার।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম, বিরাট একটা কামরায় শুয়ে আছি আমি। আলো আছে কামরাটায়! আছে তাজা বাতাস! কয়েকজন নাবিক তাদের বাঙ্কে শুয়ে আছে। দু-একজন ধূমপান করছে। বাকিরা ঘুমাচ্ছে নয় তো বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল এক নাবিক। একটা পাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ এগিয়ে দিল।

'খেয়ে নাও,' বলল নাবিকটা। 'মিস্টার রিয়াকের নির্দেশ। শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে এটা খেলে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে তরল পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করলাম আমি। তারপর শুয়ে রইলাম চুপচাপ।

বেশ কয়েক দিন শুয়ে শুয়ে কাটালাম আমি এই ফোরক্যাস্‌ল-এ। স্বেচ্ছায় নয়। বাধ্য করা হলো আমাকে। এই ক'দিন একটু একটু করে বুঝতে পারলাম আমার বর্তমান সঙ্গী অর্থাৎ নাবিকের স্বরূপ। লোকগুলোকে খারাপ বললে কম বলা হয়। রুক্ষ স্বভাব। চরিত্রের দিক থেকে যেমন বদমাশ, তেমনি পাজি।

BanglaBook.org

মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর একটাও যদি উপস্থিত থাকে তাদের ভেতর। মুখখিস্তি ছাড়া কেউ কখন ও কথা বলে না। তবে আশ্চর্য একটা সরল সততাও আছে তাদের ভেতর। অন্তত আমার সঙ্গে দেখিয়েছে এই সততাটুকু। কখনও খারাপ ব্যবহার তো করেইনি বরং ক্যাপ্টেন যখন চাচার দেয়া মোহরগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভাগ করে দিল ওদের ভেতর, ওরা, আবার সেগুলো ফেরত দিয়ে দিল আমাকে।

ভীষণ খুশি হলাম আমি ব্যাপারটায়। অভিভূত হয়ে গেলাম রীতিমত। আমেরিকায় পোঁছানোর পর কাজে লাগবে মোহরগুলো। অবশ্য খুব একটা আশাবাদী হতে পারছি না, কারণ আমেরিকায় পৌঁছে শুধু শুধু ছেড়ে দেবে না আমাকে হোসিসন। পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার চেষ্টা করবে কোন আখ বা তুলা খামারে। আশার কথা একটাই, শুনেছি আমেরিকায় নাকি সাদা মানুষ কেনা বেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার পর। সুতরাং আমাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে টাকা দিয়েছে এবেনের চাচা তার অতিরিক্তি কিছু না-ও জুটতে পারে হোসিসনের কপালে।

র‍্যানসম মাঝে মাঝে আসে। ওর কাজ আসলে জাহাজের কর্ম-কর্তারা যেখানে থাকে সেই রাউন্ড হাউসে। অবসর সময়ে গল্প গুজব করতে আসে ফোরক্যাস্‌ল-এ। এবং প্রতিবারই মিস্টার শুহানের নিষ্ঠুরতা নিয়ে নতুন নতুন গল্প শোনায়। প্রতিদিনই দেখানোর মত নতুন ক্ষত থাকে তার শরীরের কোথাও না কোথাও। মাঝে মাঝে একেবারে মাতাল হয়ে আসে ও। সেটা অবশ্য জাহাজের দ্বিতীয় মেট মিস্টার রিয়াকের কল্যাণেই সম্ভব হয়। দয়া পরবশ হয়ে ছেলেটাকে ব্র্যান্ডি দেয় সে। মাতাল অবস্থায় উদ্বাহু নাচ নাচে র‍্যানসম। সেই সাথে গান। আহ, সে গানের কি ছিরি! এসব দেখে খালাসীরা খুব মজা পায়। হাসে প্রাণ খুলে। তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এটাই যেন ওদের একমাত্র বিনোদন। কিন্তু র‍্যানসমের এই উদ্ভট নাচ আর নাবিকদের পৈশাচিক হাসি দেখে কান্না পেয়ে যায় আমার।

এক বা দু'দিন পর পরই ছোটখাট ঝড়ের কবলে পড়ে কভেন্যান্ট। সে সময় ভীষণ বেড়ে যায় খালাসীদের কাজের চাপ। সবাইকে তখন ডেকে থাকতে হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায়, কখনও বা মিনিটে মিনিটে পাল উঠাতে নামাতে হয়; দড়ি দড়ার বাঁধন আলগা বা শক্ত করতে হয়। মোট কথা কাজের কামাই থাকে না নাবিকদের। ঝড় কমলে ফোরক্যাস্‌ল-এ ফিরে আসে ওরা। তখন প্রত্যেকেরই মেজাজ থাকে খিঁচড়ে। নিজেদের ভেতর ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হয়ে যায়। হাতাহাতি-ও হয় কখনও কখনও। অন্তর থেকে আমি ঘৃণা করি ওদের এই ঝগড়া, মারামারি। কিন্তু কিছু করতে পারি না। একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারি না। আমি তো বন্দী এখানে। কি করার আছে আমার?

আট

এক রাতে, তখন প্রায় এগারোটা বাজে, ডেকে পাহারায় ছিল যে নাবিকরা তাদের একজন এল ফোরক্যাস্‌ল-এ। বলল, কোট নিতে এসেছে, বাইরে নাকি খুব ঠাণ্ডা। কোট নেয়াটা যে ছুতো তা বুঝতে পারলাম একটু পরেই। কোট নিয়ে যাওয়ার সময় সে ফিসফিস করে অন্য এক নাবিককে বলে গেল, 'ছোঁড়াকে শেষ করে দিয়েছে শুহান!'

ছোঁড়া বলতে নাবিকটা কাকে বোঝাল তা বুঝতে বাকি রইল না কারও। শিউরে উঠলাম আমি। ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ল সারা ফোরক্যাসল-এ। কয়েক মিনিটের ভেতর সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা: শুহান খুন করেছে হতভাগ্য র‍্যানসমকে!

নাবিকটা চলে যাওয়ার একটু পরেই ক্যাপ্টেন হোসিসন এল ফোরক্যাস্‌ল-এ। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল প্রতিটা খালাসির মুখ। অবশেষে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কি খবর, ডেভিড?' আশ্চর্য কোমল, শান্ত গলায় বলল সে। 'তোমাকে তো রাউন্ড-হাউসে দরকার আমাদের, ওখানে কাজ করবে তুমি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম আমি ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে। কিছু বলতে পারলাম না।

'তুমি র‍্যানসমের বাঙ্কে চলে যাও,' আবার বলল হোসিসন, 'ও চলে আসবে তোমারটায়। তাড়াতাড়ি!'

ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত যে এবার-ও কোন কথা বলতে পারলাম না আমি। হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছি আমার বাঙ্কের পাশে। এমন সময় দু'জন নাবিক ধরাধরি করে নিয়ে এল র‍্যানসমের নিস্পন্দ দেহ। লণ্ঠনের মৃদু আলো পড়ল ছেলেটার মুখে। উহ! সে দৃশ্য ভোলার নয়! মোমের মত সাদা হয়ে গেছে মুখটা। ভয়ঙ্কর এক হাসিতে বেঁকে আছে ঠোঁট। দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল আমার। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ঢোক গিললাম একবার।

'কই, ডেভিড, গেলে না?' চিৎকার করল ক্যাপ্টেন। এবার আর তেমন কোমল নয় তার গলা।

ছুটলাম আমি। মই বেয়ে উঠে এলাম ডেকে। তারপর আবার দৌড়ালাম রাউন্ড-হাউসের দিকে।

ডেকের ছ'ফুট ওপরে রাউন্ড-হাউস। বেশ বড় একটা কামরা। ভেতরে আসবাবপত্রের মধ্যে একটা টেবিল, একটা বেঞ্চ আর দুটো বাঙ্ক। একটা বাঙ্ক ক্যাপ্টেনের জন্যে, অন্যটা দুই মেটের। ঘরটার চারদিকে একের পর এক সাজানো বড় বড় আলমারি। সবগুলো তালা মারা। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে বন্দুক, গুলি-বারুদ পর্যন্ত জাহাজের যাবতীয় জিনিসপত্র রাখা হয় ওগুলোতে। দেয়ালের এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটা তলোয়ার ঝুলছে। দু'পাশে ছোট ছোট দুটো

BanglaBook.org

জানালা আর ছাদের ওপর কাচ লাগানো একটা ফোকর দিয়ে দিনের বেলায় আলো আসে এঘরে। রাতে লণ্ঠন জ্বালানো হয় অন্ধকার দূর করার জন্যে।

ঢুকলাম আমি রাউন্ড-হাউসে। মিস্টার শুহান বসে আছে টেবিলের সামনে। লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছে তার মুখ। সামনে এক বোতল ব্র্যান্ডি আর টিনের একটা মগ। দীর্ঘদেহী লোক মিস্টার শুহান। পেটা শরীর। কুচকুচে কালো চুল মাথায়। উজবুকের ভঙ্গিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা খেয়ালই করল না লোকটা। একটু পরে যখন ক্যাপ্টেন এল এবং আমার পাশে বাঙ্কের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল তখনও তার কোন ভাবান্তর হলো না। আরও কিছুক্ষণ পর এল রিয়াক। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল একবার। সে দৃষ্টির অর্থ ধরতে অসুবিধা হলো না আমার। আর কোন সন্দেহ নেই, মারা গেছে ছেলেটা।

তিনজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম খুনী লোকটাকে। এখনও সে তেমনি তাকিয়ে আছে টেবিলের দিকে। পাগল নাকি?

আচমকা হাত বাড়াল মিস্টার শুহান ব্র্যান্ডির বোতলটা নেয়ার জন্যে। এক লাফে এগিয়ে গেল রিয়াক। ওর হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সাগরে।

ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল শুহান। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি রিয়াকের ওপর। প্রয়োজন হলে আরও একটা খুন করবে এমন ভঙ্গি মুখে। কিন্তু সুযোগ পেল না সে। ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে দাঁড়াল দু'জনের মাঝখানে।

'হয়েছে, এবার থামো! মাতাল, পশু কোথাকার! কি করেছ, জানো? ছেলেটাকে খুন করেছ তুমি!'

কোন কথা না বলে বসে পড়ল শুহান। হাত তুলে কপাল চেপে ধরল।

'ও আমাকে নোংরা মগ এনে দিয়েছিল,' দুর্বল গলায় বলল সে।

ক্যাপ্টেন, মিস্টার রিয়াক আর আমি একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। বলে কি লোকটা! নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে। তা না হলে নোংরা মগ এনে দিয়েছিল বলে খুন করে ফেলতে পারে একটা ছেলেকে! ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেল তার কাছে। আলতো করে ধরল একটা বাহু। টেনে নিয়ে গেল বাঙ্কের কাছে। তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'যাও, শুহান, শুয়ে পড়ো।'

বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ পালন করল মেট।

এরপর দ্বিতীয় মেটের দিকে ফিরল হোসিসন।

'মিস্টার রিয়াক,' বলল সে, 'কেউ যেন জানতে না পারে এ কথা। বলবে, ওপর থেকে পড়ে ওই দশা হয়েছে ছোকরার। আমিও সমর্থন করব তোমার কথা।' টেবিলের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'বোতলটা ফেলে দিলে কেন, অ্যাঁ? পয়সা লাগেনি কিনতে?' আমার দিকে ফিরে যোগ করল, 'যাও, আরেকটা বোতল নিয়ে এসো, ডেভিড! ওই যে, ওই আলমারির নিচের তাকে আছে।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম আমি। একটা বোতল বের করে এনে রাখলাম টেবিলে। দুটো গেলাস এনে দিলাম। ক্যাপ্টেন আর তার দ্বিতীয় মেট বসে গেল মদ খেতে।

BanglaBook.org

রাউন্ড-হাউসে কাজের প্রথম রাতটা কেটে গেল এভাবে। শিগগিরই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম কেবিন বয়ের কাজে। আসলে কঠিন কিছু না। খাওয়ার সময় খাবার পরিবেশন করা, এঁটো বাসনপত্র সরিয়ে নেয়া, মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন বা মেটদের টুকটাক ফাই ফরমাশ খাটা। ব্যস। রাতে রাউন্ড-হাউসের শেষ প্রান্তে মেঝেতে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়ি। একে বিছানা ঠাণ্ডা আর শক্ত তার ওপর কিছুক্ষণ পরপরই ক্যাপ্টেন বা মেটদের কেউ ডেকে যাচ্ছে, আসছে এবং এসেই হয়তো ফরমাশ দিচ্ছে, 'একটা বোতল নিয়ে এসো, ডেভিড,' অথবা, 'গেলাস নিয়ে এসো'। মোট কথা রাতে খুব একটা আরামে ঘুমাতে পারি না।

কাজ করতে করতে প্রায়ই বাসন পেয়ালা ভাংছি–অবশ্যই ইচ্ছে করে নয়, জাহাজের দুলুনিই এর মূল কারণ। কিন্তু ক্যাপ্টেন বা রিয়াক কিছু বলে না আমাকে। এমন কি মুখে পর্যন্ত কিছু বলে না, হয়তো ভুরু কুঁচকে একটু তাকাল, হয়ে গেল শাসন। বোধহয় র‍্যানসমের দুর্ভাগ্যের কথা মনে আছে ওদের। এখন যদি আমার কপালেও অমন কিছু ঘটে তাহলে আমার চেয়ে ওদের অসুবিধাই হবে বেশি তা সম্ভবত বোঝে।

শুহানের কি মনে আছে র‍্যানসমের কথা? আমার ধারণা, অবশ্যই আছে। মদের ঘোরে কি করেছিল তা হয়তো এখন আর মনে নেই, কিন্তু আমার দিকে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি, র‍্যানসমের কথা মনে আছে ওর।

একদিন অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নতুন এসেছ, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'তোমার আগে আরেকটা ছেলে কাজ করত এখানে, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'হাঁ! আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাও–আমার জন্যে এক বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

নয়

এক হপ্তারও বেশি কেটে গেছে তারপর। আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গত কয়েক দিনে খুব সামান্যই এগিয়েছে কভেন্যান্ট। আজ এগোনো তো দূরের কথা ঝড়ের দাপটে সত্যি কথা বলতে কি পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা। নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে জাহাজ।

নবম দিনে উত্তর পশ্চিম স্কটল্যান্ডের পাহাড়ী উপকূলে নিয়ে গেল ঝড় কভেন্যান্টকে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। নাবিকরা জাহাজ সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে জাহাজ পাহাড়ী উপকূলে গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত হবে কভেন্যান্ট। আর তা-ই যদি হয়, ক'জন বাঁচবে ক'জন মরবে কেউ বলতে পারে না। মোট কথা ভয়াবহ বিপদের

সম্মুখীন আমরা।

দশম দিনে মোটামুটি শান্ত হয়ে এল সাগর। কিন্তু ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। এতে বিপদের মাত্রা আরও বাড়ল। সামান্য দূরের জিনিও এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

সেদিন বেশ রাতে ক্যাপ্টেন আর মিস্টার রিয়াককে আমি রাতের খাবার পরিবেশন করছি। হঠাৎ কিছু একটার সঙ্গে সশব্দে বাড়ি খেলো জাহাজ। তারপরই অস্পষ্ট কতগুলো চিৎকার। লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন আর দ্বিতীয় মেট।

'নিশ্চয়ই কোন ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে জাহাজ!' চিৎকার করল মিস্টার রিয়াক।

'জি না, জনাব,' বিদ্রূপের ভঙ্গি ক্যাপ্টেনের গলায়, 'এই মাত্র একটা নৌকার গারোটা বাজালাম আমরা।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল দু'জন রাউন্ড-হাউস থেকে।

ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক। ঘন কুয়াশায় সামনে কিছু দেখতে পায়নি পাহারাদার–অবশ্য কুয়াশা না থাকলেও যে দেখতে পেত তা নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। নৌকায় বাতি না থাকলে এমনিতেই রাতের অন্ধকারে ওটার ওপর উঠে পড়ার আশঙ্কা ছিল কভেন্যান্ট-এর। যাহোক, পাহারাদার কিছু দেখতে পায়নি বলে সতর্কও করতে পারেনি হালের লোকটাকে। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। নৌকাটা ছিল জাহাজের গতিপথে। সোজা গিয়ে ওটাকে আঘাত করেছে কভেন্যান্ট।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে-চুরে ডুবে গেছে নৌকাটা। একজন ছাড়া আরোহীরাও সবাই ডুবে গেছে। যে লোকটা বেঁচেছে সে নৌকার পেছন দিকে বসেছিল। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পানিতে পড়ে যায় সে। ভাগ্য ভাল লোকটার, পানিতে পড়ার মুহূর্তে তার হাত পড়ে কভেন্যান্ট-এর সামনের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে থাকা বাঁকা কাঠটায়। সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকড়ে ধরে সেটা, এবং কোনমতে বেয়ে উঠে আসে ডেকে। তার সাহস আর ভাগ্য দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

একটু পরে ক্যাপ্টেন এবং মেটের সাথে রাউন্ড-হাউসে এল লোকটা। শান্ত নিরুদ্বেগ চেহারা। উত্তেজনার কোন ছাপ নেই মুখে।

ছোটখাট শরীর তার, তবে চমৎকার গঠন। যেখানে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই আছে মাংস, একটুও কম বা বেশি নয়। অত্যন্ত দ্রুত তার চলা ফেরা, নড়াচড়া। মুখটা নিশ্চাপ, সরল কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, এবং বুনো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাতে। আচার আচরণে নিখুঁত ভদ্রলোক। যখন ভেজা কোটটা খুলে ফেলে একজোড়া চমৎকার রুপোর কাজ করা পিস্তল রাখল টেবিলে তখন দেখলাম লম্বা একটা তলোয়ার ঝুলছে তার কোমরবন্ধ থেকে। শেষ পর্যন্ত লোকটা আমার শত্রু হবে না বন্ধু? নিজেকেই করলাম আমি প্রশ্নটা।

আরও কিছুক্ষণ দেখলাম তাকে। তারপর আপন মনে বললাম, 'জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে। তবে ওকে বন্ধু হিসেবে কল্পনা করতেই ভাল লাগছে আমার।'

'আমি যখন আগন্তুককে পর্যবেক্ষণ করছি ক্যাপ্টেন হোসিসন তখন

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণচোখে পরীক্ষা করছে তার কাপড়চোপড়। বেশ দামী আর উঁচুমানের জিনিস সেগুলো। পালক লাগানো একটা হ্যাট লোকটার মাথায়, পরনে লাল ওয়েস্টকোট, কালো মখমলের ব্রিচেস এবং রূপার বোতাম লাগানো নীল কোট।

'আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি, স্যার,' বলল ক্যাপ্টেন, 'নৌকাটার ব্যাপারে...'

'দুঃখ প্রকাশ করলে আর কি হবে?' বলল আগন্তুক। 'লোকগুলোকে তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ওহ, বড় ভাল মানুষ ছিল ওরা!'

'আপনার বন্ধু?' হোসিসনের প্রশ্ন।

'বন্ধু! বন্ধুর চেয়েও বেশি। আমার জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করত না ওরা!'

'আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। সত্যিই বলছি, ব্যাপারটায় আমাদের কোন হাত ছিল না। নিছক দুর্ঘটনা। তাছাড়া আমার ধারণা অমন লোক আরও অনেক যোগাড় করতে পারবেন আপনি।'

'হুঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আমি অনেক দিন ফ্রান্সে কাটিয়েছি, স্যার,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন।

'সুতরাং ওরকম অনেক লোক আছে আপনার।' ঝাঁঝ আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে।

'নিঃসন্দেহে, স্যার। চমৎকার কোট-ও।'

'আচ্ছা!' মুচকি একটু হাসল আগন্তুক। 'বাতাস তাহলে এদিকেই বইছে!' ঝট করে হাত বাড়িয়ে পিস্তল দুটো তুলে নিল সে।

'উঁহু, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খামোকা একজন নিরীহ লোকের ওপর হামলা চালানোর কোন দরকার আছে কি? ফ্রেঞ্চ সৈনিকের পোশাক আপনার গায়ে, অথচ কথা বলছেন স্কচ ভাষায়, কারও বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় আপনি কি! তবে হ্যাঁ, আজকাল আপনার মত সৎ, ভাল মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে আমার সাহস হবে না, আপনার সম্পর্কে মুখ খোলার।'

'তার মানে কি? আপনিও একজন সৎ, ভাল মানুষ?'

'জি না, আমি খাঁটি প্রোটেস্টান্ট। আর সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।'

এই প্রথম হোসিসনের মুখে ধর্ম সংক্রান্ত কথা শুনলাম। পরে জেনেছিলাম, যখন ডাঙায় থাকে সেসময় নাকি নিয়মিত গির্জায় যায় সে। ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত!

'বেশ, আপনি যা-ই হন,' বলল আগন্তুক, 'স্বীকার করছি আমি ওই সৎ, ভাল মানুষদের একজন। মানে জ্যাকবাইট* । লাল-কোর্তারা(** তাড়া করছে আমাকে।

সতেরো শতকে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড শাসন করতেন বৃটিশ বংশোদ্ভূত স্টুয়ার্টরা। ১৬৮৮ সালে স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা, এবং ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে বসায় এক ইংরেজকে। অনেক স্কটসম্যানই মেনে নিতে পারেননি ব্যাপারটা। তারা স্টুয়ার্ট বংশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যায়। এদেরই নাম জ্যাকবাইট। ল্যাটিন 'জ্যকবাস' (jacobus) থেকে এসেছে শব্দটা। অর্থ জেমস। ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে, নানাভাবে বিদ্রোহ করে গেছে এই জ্যাকবাইটরা।

** সরকারী সৈন্য।

BanglaBook.org

সেজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে পৌঁছাতে চাই। আমাকে তুলে নেয়ার কথা ছিল এক ফরাসী জাহাজের। নৌকায় অপেক্ষা করছিলাম। এই সময় আপনার জাহাজ উঠে পড়ে আমার নৌকার ওপর।' একটু থামল আগন্তুক। তারপর যোগ করল, 'আমাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেবেন? যা ন্যায্য ভাড়া হয়, দেব আপনাকে।'

'অসম্ভব!' বলল ক্যাপ্টেন। 'আমেরিকার পথে রয়েছি আমরা। তবে আপনি চাইলে কাছাকাছি কোথাও আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।' তারপর হঠাৎ করেই যেন তার চোখ পড়ল আমার ওপর। চিৎকার করে উঠল, 'ডেভিড, যাও, খাবার নিয়ে এসো এই ভদ্রলোকের জন্যে!'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম আমি। রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে যখন ফিরে এলাম রাউন্ড-হাউসে, দেখলাম, কোমরের কাছ থেকে বেশ বড় একটা থলে খুলে আনছে আগন্তুক। থলে থেকে দু'তিনটে গিনি বের করে রাখল সে টেবিলে। লোভে চক চক করে উঠল হোসিসনের চোখ। একবার গিনি ক'টার দিকে তাকিয়েই থলেটার দিকে চোখ ফেরাল সে। তারপর আগন্তুকের মুখের দিকে।

'ওই থলেতে যা আছে তার অর্ধেক দিলে আমি আপনার লোক!' চিৎকার করল ক্যাপ্টেন।

নির্বিকার মুখে টেবিল থেকে গিনি ক'টা উঠিয়ে নিয়ে থলেতে পুরে ফেলল আগন্তুক। থলেটা ওয়েস্ট কোটের নিচে বেঁধে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনাকে তো বলেছি, স্যার, এগুলো আমার নয়, আমার সর্দারের। ঠিকঠাক মত পৌঁছে দিতে হবে তাঁর কাছে। ফ্রান্সে আছেন উনি। তবে আমাকে যদি লিনহে লক-এ পৌঁছে দেন তাহলে এর থেকে ষাটটা গিনি দেব আপনাকে। হ্যাঁ, ষাটটা। একটাও বেশি নয়। নিলে নিন না হলে আপনার যা খুশি করতে পারেন।'

'আর যদি লাল-কোর্তাদের হাতে তুলে দেই আপনাকে?'

'সেক্ষেত্রে আপনি এক পেনিও পাবেন না। সব চলে যাবে রাজার কোষাগারে।'

'আমি যদি না বলি তাহলে কি করে জানবে ওরা টাকার কথা?'

হা-হা করে হাসল আগন্তুক। 'আপনি না বললে আমিই বলব।'

এবার চিন্তায় পড়ে গেল ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে। 'ষাট গিনিতেই রাজি আমি। লিনহে লক-এ পৌঁছে দেব আপনাকে। এই যে আমার হাত। ভদ্রলোকের প্রতিশ্রুতি।'

'আর এই যে আমার।'

দু'জন করমর্দন করল।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেল রাউন্ড-হাউস থেকে। আমি একা কেবল রইলাম আগন্তুকের সঙ্গে, তাকে খাওয়ানোর জন্যে।

BanglaBook.org

দশ

জ্যাকবাইটদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানি আমি। জানি ওরা ইংরেজ রাজার শত্রু। স্টুয়ার্ট বংশের এক রাজকুমারকে ওরা রাজা হিসেবে চেয়েছিল। সেজন্যে লড়াই করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু লড়াইয়ে জিততে পারেনি ওরা। ১৭৪৫ সালে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর অনেকেই সেই স্টুয়ার্ট রাজকুমারের সাথে পালিয়ে যায় ফ্রান্সে। অনেকে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে সেখানে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসে দেশে। অনুগত প্রজাদের কাছ থেকে গোপনে কর আদায় করে চলে যায় আবার। যারা আসে তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই আসে। যারা ধরা পড়ে লাল-কোর্তারা গুলি করে মারে তাদের।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করলাম আমি জ্যাকবাইটটাকে। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে সে।

'আপনি তাহলে জ্যাকবাইট?' লোকটার পাতে মাংস তুলে দিতে দিতে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' খেতে খেতে জবাব দিল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই লুগগ* ?'

কথাটা সত্যি। তবু ওকে আহত করতে ইচ্ছে হলো না বলে বললাম, 'আসলে তা না। আমি মাঝামাঝি। হুইগও না, জ্যাকবাইটও না।'

'তার মানে তোমার কোন অস্তিত্বই নেই। যা হোক মিস্টার মাঝামাঝি, তোমার এই বোতলটা তো শুকিয়ে গেছে! ষাটটা আস্ত গিনি দেব, ঠিক মত খাওয়াবে না?'

'একটু বসুন, আমি চাবি নিয়ে আসি।'

ডেকে নেমে এলাম আমি। কুয়াশা এখনও তেমনি আছে। একহাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। কিছুতে যেন ধাক্কা না খাই সেজন্যে হাত সামনে বাড়িয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। ধারণা করছি হুইলের কাছে পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেনকে।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় গলা শুনতে পেলাম হোসিসন আর তার দুই মেটের। ফিসফিস করে কিছু একটা পরামর্শ করছে ওরা। ভাল কিছু সম্পর্কে যে নয় তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। নিঃশব্দে আরেকটু এগোলাম আমি।

'রাউন্ড-হাউস থেকে বের করে আনতে পারি না ওকে?' শুনতে পেলাম রিয়াকের গলা।

'না, যেখানে আছে সেখানেই থাক,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন। 'তলোয়ার ব্যবহার করতে পারবে না অত ছোট জায়গায়।'

'কথাটা সত্যি,' আবার রিয়াক, 'তবু ওর নাগাল পাওয়া খুব সহজ হবে বলে

---

* রাজার অনুগতদের সে সময় এ নামে ডাকা হত।

BanglaBook.org

মনে হয় না।'

'জানি। সেজন্যেই একটা ফন্দি এঁটেছি আমি, শোনো, কিছুই জানি না, কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে যাব আমরা রাউন্ড-হাউসে। বন্ধুর মত আলাপ শুরু করব। কথা বলতে বলতে তুমি ওর এক পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি অন্য পাশে। তারপর আচমকা দু'জন দু'দিক থেকে ধরে বসব ওর দু'হাত। তারপর যাবে কোথায়? এটা যদি পছন্দ না হয় আরও বুদ্ধি আছে; দু'জন দুই দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে আক্রমণ চালাতে পারি। ও কিছু বোঝার আগেই কাবু করে ফেলতে পারব...'

আর কোন কথা কানে ঢুকল না আমার। রাগে জ্বলে উঠল সারা শরীর। এরা কি মানুষ, না পিশাচ? মাত্র ক'মিনিট আগে লোকটাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর এখন ওর টাকা হাতানোর জন্যে প্রয়োজন বোধে খুন করার মতলব করছে!

আমার ক্রোধ আমাকে সাহস যোগাল। ধুপ ধাপ পা ফেলে এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে।

'স্যার,' বললাম আমি, 'ভদ্রলোক এক বোতল ব্র্যান্ডি চাইছেন। চাবিটা একটু দেবেন?'

তিনজনই চমকে তাকাল আমার দিকে।

'হ্যাঁ, এই ছোকরা তো আমাদের সাহায্য করতে পারে!' উত্তেজিত গলায় বলল রিয়াক। 'আমাদের পিস্তল এনে দিতে পারে!'

'ঠিক ঠিক,' বলল ক্যাপ্টেন। হঠাৎ করেই লোকটার গলা কোমল আর মধুমাখা হয়ে উঠল। 'তুমি খুব ভাল ছেলে, ডেভিড। আমি জানি তুমি আমাদের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই এর ভেতর বুঝে ফেলেছ, ওই লোকটা জ্যাকবাইট। আমাদের রাজা জর্জের শত্রু। তার মানে আমাদেরও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে সরিয়ে দিতে হবে জাহাজ থেকে।'

একটু থেমে আবার শুরু করল ক্যাপ্টেন, 'কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের সমস্ত বন্দুক পিস্তল রয়েছে রাউন্ড-হাউসে, লোকটার নাকের ডগায়।-এমন কি, গুলি-বারুদ পর্যন্ত। বলা নেই কওয়া নেই আমরা যদি গিয়ে, ওগুলো বের করতে শুরু করি নিশ্চয়ই ও সন্দেহ করবে। কিন্তু তোমার মত একটা ছেলে যদি এক চোঙা বারুদ আর গোটা দুই পিস্তল নিয়ে আসে কিছুই টের পাবে না ব্যাটা। কাজটা যদি তুমি করে দিতে পারো, আমেরিকায় পৌঁছে তোমাকে সাহায্য করব আমি। ওই লোকটার টাকার ভাগও দেব। কি, রাজি?

'জি, স্যার,' রুদ্ধশ্বাসে কোন মতে বললাম আমি।

মদের আলমারির চাবিটা দিল আমাকে ক্যাপ্টেন। ধীর পায়ে রওনা হলাম রাউন্ড-হাউসের দিকে।

কি করব আমি? হোসিসন আর তার চেলারা খুনে ডাকাত। ওরা চাইছে ওদের দুষ্কর্মের সাথী হই আমি। না! অসম্ভব! ওদের সাহায্য করতে পারি না আমি। আগন্তুক লোকটা খারাপ না ভাল, জানি না। জ্যাকবাইট হলেই একজন মানুষ খারাপ হয়ে যাবে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় আমার মন। তাহলে? হোসিসনকে যদি সাহায্য না করি তাহলেও এর শোধ নেবে। তাহলে কি

BanglaBook.org

আগন্তুককে সাহায্য করব? ওকে জানিয়ে দেব ওর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন আর তার মেটরা? সেক্ষেত্রেও বিপদ কম না। একটা ছেলে আর একজন মাত্র মানুষ, সিংহের মত সাহসীও যদি হয়, কি করতে পারবে হোসিসন, রিয়াক, শুহান আর ওই সব বদমাশ খালাসীদের বিরুদ্ধে?

রাউন্ড-হাউসে ঢুকলাম আমি। এখনও নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে লোকটা। একেবারে কাছে গিয়ে একটা হাত রাখলাম তার কাঁধে।

'আপনি কি খুন হতে চান?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল লোকটা।

'মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'ওরা আপনাকে খুন করার চক্রান্ত করছে। ওরা খুনী। জাহাজের সবাই। ক'দিন আগে খামোকা একটা ছেলেকে খুন করেছে। এবার আপনার পালা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! তবে কথা হলো গিয়ে, ওরা এখনও ধরতে পারেনি আমাকে। ধরাটা সহজও হবে না ওদের পক্ষে।' তারপর আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি দাঁড়াবে আমার পাশে?'

'নিশ্চয়ই। আমি চোর নই, খুনী তো নই-ই। নিশ্চয়ই আমি দাঁড়াব আপনার পাশে।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও আমার দিকে। 'আমার নাম স্টুয়ার্ট, সবাই ডাকে অ্যালান ব্রেক বলে। তোমার নাম কি?'

'ডেভিড ব্যালফোর, স্যার। শ বংশের ছেলে আমি।'

'শোনো আমাকে অত স্যার স্যার করবে না, আর আপনিও বলার দরকার নেই। তুমিই যথেষ্ট। এবার এসো, দেখি আত্মরক্ষার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি আমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেলাম রাউন্ড-হাউসটা পরীক্ষা করার কাজে। দেখলাম দুটো দরজা আর মাথার ওপরের ফোকরটা দিয়েই কেবল সম্ভব ওদের পক্ষে আক্রমণ চালানো। সময় নষ্ট না করে একটা দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিলাম। অন্য দরজাটাও বন্ধ করতে যাব, বাধা দিল অ্যালান ব্রেক।

'ওটা খোলাই থাক,' বলল ও। 'ওখান দিয়ে আসতে হবে ওদের। সেক্ষেত্রে আমার সামনাসামনি থাকবে ওরা। এবং সেটাই আমি চাই। শত্রু যখন মুখোমুখি থাকে তখন লড়াই করা অনেক সহজ।' দেয়াল থেকে ছোট একটা তলোয়ার খুলে নিয়ে আমার হাতে দিল। 'এটা রাখো তোমার কাছে, ডেভিড। এবার ঝটপট পিস্তলগুলোয় গুলিবারুদ ভরে ফেলো তো।'

তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে পিস্তলে গুলি ভরতে বসলাম আমি। এই অবসরে অ্যালান ব্রেক তার লম্বা তলোয়ারটা বের করে ধার পরীক্ষা করতে লাগল। সাঁ সাঁ করে চালিয়ে দু'একটা ছোটখাট জিনিস কেটে ফেলল।

'না, ঘরটা বড্ড ছোট,' অবশেষে বলল সে। 'ঠিক মত তলোয়ার চালাতে পারব না। যাকগে, কি আর করা! পিস্তলগুলোই এখন ভরসা। তাড়াতাড়ি গুলি ভরে ফেলো।'

BanglaBook.org

'এই তো হয়ে গেল বলে,' চটপটে ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেও গলার কাঁপুনিটা বোধহয় প্রকাশ হয়েই পড়ল। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে আমার। মুখ, গলা শুকিয়ে কাঠ। স্বীকার করছি, ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে, মৃত্যু একেবারে দোরগোড়ায়।

'ক'জন ওরা?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

ভেতরে ভেতরে এমন অস্থির হয়ে আছি, প্রথমে বুঝতেই পারলাম না প্রশ্নটার মর্ম। আবার করল প্রশ্নটা। তখন কোন রকমে মনে মনে গুনে জবাব দিলাম, 'জনা পনেরো হবে।'

'পনেরো!' অবাক হলো ও। তারপর একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না, আশা করি সামলাতে পারব। খোলা দরজাটার ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর। একটা কথা মনে-রেখো, আমি যেদিকে থাকি সেদিকে কিন্তু গুলি চালাবে না। যদি চালাও হয়তো আমিই মারা পড়ব।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার ওপর ভার থাকবে বন্ধ দরজাটার। ওরা হয়তো ভাঙার চেষ্টা করবে ওটা। ওপাশের জানালার কাছে ওই বাঙ্কটায় উঠে পড়ো। ওখান থেকে তুমি দেখতে পাবে ওরা আসছে কিনা। যদি দেখো দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, সোজা গুলি চালাবে!'

'আচ্ছা।'

'আর হ্যাঁ, আরও একটা দিকে চোখ রাখতে হবে তোমাকে।'

'কি?'

'ছাদের ওই ফোকরটা।'

'কিন্তু–কিন্তু, একই সঙ্গে আমি দু'দিকে চোখ রাখব কি করে? দরজার দিকে তাকালে ফোরকটার দিকে নজর রাখতে পারব না, ফোকরটার দিকে নজর দিলে দরজার দিকে তাকাতে পারব না।'

'কথাটা সত্যি। কিন্তু তোমার মাথায় কি কান নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বুঝেছি, ওরা যখন ফোকরের কাচ ভাঙবে তখন শুনতে পাব।'

'ঠিক! বেশ চালাক ছেলে তো তুমি!'

BanglaBook.org

এগারো

দ্রুত ফুরিয়ে গেল সময়। ক্যাপ্টেনের মুখ দেখা গেল দরজায়। ভীষণ রেগে গেছে লোকটা আমার ওপর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। যখন দেখেছে পিস্তল তো দূরের কথা আমারই পাত্তা নেই তখন রেগে মেগে উঠে এসেছে ওদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে।

এক টানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল অ্যালান। তলোয়ারের আগাটা হোসিসনের বুক বরাবর তাক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্যস, আর এক পা-ও এগোবে না!'

থমকে দাঁড়াল হোসিসন। বিস্মিত ভঙ্গি ফুটে উঠল মুখে, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র না।

'খোলা তলোয়ার!' বলল সে। 'বেশ বেশ, অতিথি সেবার চমৎকার প্রতিদান যাহোক!'

'হো! হো! হো!' হেসে উঠল অ্যালান। 'সুন্দর সুন্দর কথায় আর চিড়ে ভিজবে না, স্যার। এক পা-ও এগিয়েছ কি তোমার হৃৎপিণ্ড সোজা ঢুকে যাবে আমার তলোয়ার। না কি হয়ে যাবে এক হাত? তাহলে ডাকো তোমার লোকদের। শুরু করা যাক!'

অ্যালানকে আর কিছু বলল না ক্যাপ্টেন। মুখ কালো করে তাকাল আমার দিকে।

'কথাটা আমি ভুলব না, ডেভিড,' হিস হিসে কণ্ঠে উচ্চারণ করল সে।

সারা শরীরে কাঁপুনি তুলে কথা কটা মর্মে পৌঁছুল আমার।

পরমুহূর্তে চলে গেল হোসিসন।

'তৈরি হও, ডেভিড!' বলল অ্যালান।

বাঁ হাতে লম্বা একটা ছোরা তুলে নিল সে, ডান হাতে রইল তলোয়ারটা। তলোয়ার ব্যবহারে অসুবিধা হলে ছোরা ব্যবহার করবে। দু'হাতে যতগুলো সম্ভব গুলিভরা পিস্তল নিয়ে জানালার পাশে বাঙ্কের ওপর উঠলাম আমি। জানালা খুলে গুড়ি মেরে বসে রইলাম সেখানে।

ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে আমার হৃদয়। কেবলই মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণের ভেতর মরতে হবে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। মনকে শক্ত করলাম। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়ব। সবচেয়ে বড় কথা অন্যায়ভাবে লড়ছি না আমরা। লড়ছি একদল পশুর বিরুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

আচমকা ঘটতে শুরু করল ঘটনা। প্রথমে অনেক লোকের এক সঙ্গে ধুপধাপ করে হেঁটে আসার আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক চিৎকার; তারপর অ্যালানের গর্জন, সাঁ করে তলোয়ার চালানোর আওয়াজ, পরমুহূর্তে একটা আর্তচিৎকার, যেন আহত হয়েছে কেউ।

এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতর। যখন আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম খোলা দরজাটার দিকে, তখন মিস্টার শুহানের মোকাবিলা করছে অ্যালান।

'এই ব্যাটাই খুন করেছিল সেই ছেলেটাকে!' চিৎকার করলাম আমি।

'জানালার দিকে তাকাও!' আমার দিকে না তাকিয়ে উল্টো চিৎকার করল অ্যালান। সেই সাথে তলোয়ারটা গেঁথে দিল প্রথম মেটের শরীরে।

লোকটা কিভাবে লুটিয়ে পড়ল তা দেখার সৌভাগ্য, বা দুর্ভাগ্য হলো না

BanglaBook.org

আমার। তার আগেই চোখ ফিরিয়েছি জানালার দিকে। পাঁচজনকে দেখলাম ছুটে যাচ্ছে জানালার পাশ দিয়ে। তাদের হাতে মোটা, লম্বা একটা কাঠের গুঁড়ি। বন্ধ দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করবে বদমাশগুলো।

জীবনে কখনও পিস্তল চালাইনি। কিন্তু সেটা কোন সমস্যাই হলো না। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!' তীব্র এক গর্জন করে ঘোড়া টানলাম আমি।

পাঁচজনের একজন আর্তনাদ করে উঠল। অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। পর পর আরও দুটো গুলি ছুঁড়লাম। একটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। অন্যটা মাথার ওপর দিয়ে না গেলেও লাগল না কারও গায়ে। কিন্তু কাজ হলো। আতঙ্কিত হয়ে গুঁড়ি ফেলে ছুটে পালাল ওরা।

দ্রুত একবার রাউন্ড-হাউসের ভেতর চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি। পুরো ঘরটা পিস্তলের ধোঁয়ায় ভরে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালান। রক্ত ঝরছে ওর তরবারি থেকে। মিস্টার শুহান পড়ে আছে মেঝেতে। তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা ছুটছে। আমি তাকানোর এক মুহূর্ত পরেই কয়েকজন খালাসী মরিয়া হয়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে। ঝুঁকে কোনমতে ধরল শুহানের একটা পা। তারপর পড়িমরি করে ছুটল মৃতদেহটা টানতে টানতে।

'ক'টা ঘায়েল করেছ?' চিৎকার করল অ্যালান।

'একটাকে আহত করেছি। আমার মনে হয় ওটা ক্যাপ্টেনই ছিল।'

'আমি খতম করেছি দুটোকে। অবশ্য এতে ওদের শিক্ষা হবে মনে হয় না। শিগ্‌গিরই আবার আসবে ওরা। তার আগেই পিস্তলগুলোয় নতুন করে গুলি ভরে ফেলো, ডেভিড। জানালার দিকে চোখ রাখবে।'

দ্রুত হাতে খালি পিস্তলগুলোয় গুলি বারুদ ভরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমারও ধারণা, শিগ্‌গিরই আবার আসবে ওরা। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। ডেকের ওপর হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছি ওদের। চিৎকার করে কেউ কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

একটু পরে হঠাৎ করে থেমে গেল হৈ হট্টগোল। সাগর আর বাতাসের গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তারপরেই আমার কানে এল শব্দটা। বেশ কয়েকজন মানুষ নিঃশব্দে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ভয়েই হোক আর উত্তেজনায়-ই হোক, শব্দ না করে হাঁটতে পারছে না ওরা। একটু পরে মাথার ওপরে পেলাম শব্দ। রাউন্ড-হাউসের ছাদে। একই রকম পা টিপে টিপে হাঁটার চেষ্টা। তারপর আবার সব চুপচাপ।

হঠাৎ নিচু একটা শিসের শব্দ ভেসে এল আমার কানে–সঙ্কেত দিল কেউ। ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে ফোকরটার কাঁচ ভেঙে পড়ল ঝন ঝন শব্দে। ওপর থেকে লাফিয়ে নামল একজন লোক। লোকটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার পিঠে পিস্তল ঠেকালাম আমি। গুলি করতে যাব, হঠাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। যার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছি তরতাজা একটা মানুষ সে। কি অধিকার আছে আমার ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার? হতে পারে ও খারাপ লোক, তবু মানুষ তো। মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষকে কি করে খুন করব আমি?

BanglaBook.org

আমার দ্বিধা টের পেল খালাসীটা। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল আমাকে। এতক্ষণে আমি বোকামি বুঝতে পেরেছি। ঝট করে এক পা পিছিয়ে এসে গুলি করলাম লোকটার পেট বরাবর।

তীব্র এক আর্তচিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল লোকটা, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে পেট দিয়ে। এমন সময় একটা পা ঠেকল আমার মাথায়। আরেকজন নামছে মাথার ওপরের ফোকর গলে। হাত বাড়িয়ে বাঙ্কের ওপর থেকে আরেকটা পিস্তল তুলে নিলাম আমি। গুলি করলাম লোকটার পা লক্ষ্য করে। সঙ্গীর নিষ্প্রাণ দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। নিজের কীর্তি দেখে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম রক্তাক্ত লাশ দুটোর দিকে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম অমন করে বলতে পারব না। অ্যালানের চিৎকারে সংবিৎ ফিরল আমার। নাবিকদের একজন কি করে যেন ঢুকে পড়েছে ভেতরে এবং জড়িয়ে ধরেছে ওকে। বাঁ হাতের ছোরা দিয়ে সমানে আঘাত করে চলেছে অ্যালান। কিন্তু সরাতে পারছে না লোকটাকে গায়ের ওপর থেকে। এই অবসরে আরও দু'তিনজন খালাসী ঢুকে পড়েছে রাউন্ড হাউসে। সব ক'জন এক সাথে তলোয়ার তুলেছে। এক্ষুণি নামিয়ে আনবে অ্যালানের ঘাড় সোজা।

আমি আমার তরবারিটা তুলে নিয়ে ছুটলাম ওকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু আমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ল না। তার আগেই জড়িয়ে ধরা লোকটাকে হত্যা করল ও। এক ঝটকায় মৃতদেহটা ঠেলে দিয়ে পিছিয়ে এল দু'পা। তারপর মুখোমুখি হলো অন্য খালাসীদের। তিনজনের নেমে আসা তলোয়ার এক সাথে আঘাত করল পতনোন্মুখ নাবিকের দেহে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত ঝলকে উঠতে শুরু করেছে অ্যালানের তলোয়ার। প্রতিটা আঘাতেই চিৎকার করে উঠছে কেউ না কেউ। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর আক্রমণকারীরা বুঝল, গতিক সুবিধার নয়। রণেভঙ্গ দিয়ে পালাল তারা। ওদের পেছন পেছন ছুটল অ্যালান। ডেকের ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ফোরক্যাস্‌ল পর্যন্ত। লোকগুলোকে ফোরক্যাস্‌ল-এ নামিয়ে তবে ফিরে এল ও।

কসাইখানার মত চেহারা হয়েছে রাউন্ড-হাউসের। তিনটে মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে। চতুর্থ একজন দরজার কাছে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জিতেছি আমি আর অ্যালান, এবং সম্পূর্ণ অক্ষত আছি।

দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল অ্যালান আমার দিকে।

'ডেভিড!' চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল আমাকে। দুই গালে চুমু খেতে খেতে বলল, 'তুমি আমার ভাই! ওহ, দারুণ দেখিয়েছ! কেমন লড়ি আমি? ভাল না?'

মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে নিহত আর আহত লোকগুলোকে এক এক করে রাউন্ড-হাউসের বাইরে টেনে নিয়ে গেল অ্যালান। তারপর এসে বসল টেবিলের ওপর। তলোয়ারটা এখনও ধরা রয়েছে হাতে। নিজের বানানো একটা গান গাইছে গলা ছেড়ে।

ভীষণ দুর্বল বোধ করছি আমি। দুই দুইজন লোককে হত্যা করেছি! কথাটা

BanglaBook.org

কিছুতেই তাড়াতে পারছি না মন থেকে। ভার হয়ে চেপে বসে আছে বুকের ওপর। নিজের অজান্তেই ফুঁপিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

অ্যালান এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল।

'তুমি খুব সাহসী ছেলে, ডেভিড,' কোমল গলায় বলল সে। 'এখন একটু ঘুম দরকার তোমার। ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। চমৎকার লড়েছ তুমি। গোটা একটা রাজ্যের বিনিময়েও আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

মাটিতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম আমি। অ্যালান জেগে রইল। হাতে পিস্তল, হাঁটুর ওপর তলোয়ার। মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে ও ঘুমাবে।

তিন ঘণ্টা পর আমাকে জাগিয়ে দিল অ্যালান। তারপর শুয়ে পড়ল আমার বিছানায়। বসে বসে পাহারা দিতে লাগলাম আমি। অ্যালান যে ভঙ্গিতে বসেছিল ঠিক তেমন ভঙ্গিতে বসে আছি। হাতে পিস্তল, হাঁটুর ওপর তলোয়ার।

চারদিক নিস্তব্ধ। ডেকের ওপর কারও সাড়াশব্দ নেই। বাতাস পড়ে গেছে। কখন জানি বৃষ্টি নেমেছে। টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে ছাদের ওপর। ভাঙা ফোকর দিয়ে পানি আসছে ভেতরে। সাগর শান্ত, মৃদু গর্জন শুনতে পাচ্ছি। জাহাজের চারপাশে সী গালের কর্কশ চিৎকার। ডাঙা বোধহয় খুব দূরে নয়।

বারো

ভোর ছ'টার সময় নাশ্‌তা করতে বসলাম আমি আর অ্যালান। কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচ আর ছোপ ছোপ রক্তের দাগ খিদে কেড়ে নিয়েছে আমার। জাহাজের সেরা খাবারগুলো থাকে রাউন্ড-হাউসে। সেগুলোই সব টেবিলে সাজানো, আমি নিজ হাতে সাজিয়েছি, অথচ মুখে তুলতে পারছি না কিছু।

হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে একটা ছুরি তুলে নিল অ্যালান। ওর দামী কোট থেকে একটা রূপার বোতাম কেটে ধরিয়ে দিল আমার হাতে।

'আমার বাবা ডানকান স্টুয়ার্ট,' বলল ও, 'বোতামগুলো দিয়েছিল আমাকে। আমি গত রাতের স্মরণে এর একটা তোমাকে দিচ্ছি। রাখো। যেখানেই যাও দেখিও বোতামটা, অ্যালান ব্রেকের বন্ধুরা সাহায্য করবে তোমাকে।'

বোতামটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

খাওয়া শেষ হলো। গায়ের কাপড়গুলো এক এক করে খুলে ঝেড়ে মুছে পাট পাট করতে লাগল অ্যালান। কাজটা অত্যন্ত যত্নের সাথে করল ও। মেয়ে মানুষেরা যেমন করে নিজেদের পোশাকের যত্ন নেয় ঠিক তেমন। খুব সাবধানে ব্রিচেস থেকে ধুয়ে ফেলল রক্তের দাগ। কাটা বোতামের জায়গা থেকে একটু একটু করে খুলে আনল সবটুকু বেরিয়ে থাকা সুতো। তারপর আবার একে একে পরল কাপড়গুলো। ওর এই বাবুয়ানা ভঙ্গি দেখে হাসি এসে গেল আমার। কিন্তু হাসলাম না, পাছে আঁতে ঘা লাগে ওর। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি সহজেই

রেগে যায় অ্যালান।

হঠাৎ ডেকের ওপর গলা শোনা গেল মিস্টার রিয়াকের। আমাদের ডাকছে। ছাদের ওপরের ফোকর গলে উঠে গেলাম আমি, হাতে পিস্তল। ফোকরটার কিনারে বসলাম পা ঝুলিয়ে। রিয়াকের সাথে চোখাচোখি হলো। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম একে অপরের দিকে। কেমন যেন ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছে লোকটাকে। এ যেন সে নয় অন্য কোন রিয়াক। বোধহয় সারা রাত আহতদের সেবা করতে হয়েছে বেচারাকে।

'জঘন্য একটা কাজ!' অবশেষে মাথা নেড়ে সে বলল।

'দোষটা কার? নিশ্চয়ই আমাদের নয়!' দৃঢ় গলায় জবাব দিলাম আমি।

'ক্যাপ্টেন তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলতে চায়।'

'আচ্ছা! এবার আবার কি ফন্দি এঁটেছে বদমাশটা?'

'না না, সত্যিই বলছি, ডেভিড, কোন ফন্দি নয়। আর যদি করেও থাকে, ওর সাথী হবে না কেউ। খালাসীরা সব খেপে গেছে ওর ওপর।'

'আচ্ছা!'

'বিশ্বাস করো, ডেভিড, সত্যি বলছি আমি। শুধু খালাসীদের কথাই বা বলি কেন? আমি নিজেও মনে করি, যথেষ্ট হয়েছে,' কষ্ট করে একটু হাসল সে। 'অন্তত আমি আর নেই ওসব কাজের ভেতর। তোমার বন্ধুকে বলো, জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে ক্যাপ্টেন।'

ফোকরের কিনার থেকে নামলাম না আমি। পিস্তলের মুখও সরালাম না রিয়াকের দিক থেকে। শুধু মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অ্যালানকে জানালাম রিয়াকের বক্তব্য। রাজি হলো অ্যালান।

এরপর মিস্টার রিয়াক এক মগ ব্র্যান্ডি চাইল আমার কাছে। আমি দিলাম ওকে, অ্যালানের অনুমতি নেয়ার দরকার বোধ করলাম না। জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল রিয়াক। বাকি অর্ধেক সাথে নিয়ে চলে গেল ক্যাপ্টেনকে খবর দিতে।

একটু পরেই জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। একটা হাত কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে গলা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালান পিস্তল তাক করল তার বুকের দিকে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ভিজতে ভিজতেই আলাপ করল ক্যাপ্টেন।

'ওটা না হলেও চলবে,' বলল সে। আমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, শুধু একটু কথা বলব তোমার সাথে।'

'তোমার প্রতিশ্রুতি!' হাসল অ্যালান। 'আর লোক হাসিও না। কানা কড়িও যদি মূল্য থাকত তোমার কথার সত্যিই খুশি হতাম। আমি জাহাজে ওঠার পর একবার তো দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাসও করেছিলাম তোমাকে। তারপর কি হলো?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ও নিয়ে আর কিছু বলব না। আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি, হলো? এবার কাজের কথায় আসি: আমার জাহাজের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছ

BanglaBook.org

তুমি। খালাসীদের বেশির ভাগকেই অকেজো করে দিয়েছ। আমার প্রথম মেটকে হত্যা করেছ। জাহাজ চালিয়ে নেয়ার মত যথেষ্ট লোক নেই আমার। এখন কি করব আমি? কাছের কোন বন্দরে গিয়ে নোঙর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর তোমাকে জানিয়ে রাখছি, বন্দরে পৌঁছেই আমি খবর দেব লাল-কোর্তাদের।'

'হো-হো-হো!' প্রাণ খুলে হাসল অ্যালান। 'তারপর ওদের কাছে আমি প্রকাশ করব তোমার দুষ্কর্মের কথা। ছি-ছি-ছি! একটা বাচ্চা ছেলে আর একজন মাত্র লোকের বিরুদ্ধে পনেরোজন নাবিক! যাহোক, বহুদিন পর ওরা একটু হাসার সুযোগ পাবে।'

লাল হয়ে গেল হোসিসনের মুখ।

'না ওকাজ তুমি করবে না!' বলে চলল অ্যালান। 'প্রতিশ্রুতি মত লিনহে লক-এ নামিয়ে দেবে আমাকে!'

'সম্ভব নয়। এই মাত্র কি বললাম তোমাকে? আমার প্রথম মেট মারা গেছে, নাবিকদের বেশির ভাগই আহত। জাহাজ চালাবে কারা? বললেই তো আর লিনহে লক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় না! তাছাড়া এখানকার উপকূল সম্পর্কে আমাদের কারোই তেমন একটা ধারণা নেই। শুহানের ছিল, ও মরে গেছে। মানচিত্রও নেই আমাদের কাছে।'

'ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার কথা আমি পষ্টাপষ্টি বলেছি। লিনহে লক-এ না পারো অ্যাপিন-এ নামিয়ে দাও। তাও যদি না পারো আর্ভগউর-এ বা মরভেন-এ বা আরিস্যাইগ বা মোরার–মোট কথা আমার এলাকার ত্রিশ মাইলের ভেতর যেকোন জায়গায় নামিয়ে দিতে পারো আমাকে।'

'তা অবশ্য পারি।' চিন্তিত হওয়ার ভান করল হোসিসন। 'তবে পয়সা লাগবে সেজন্যে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আমার কথা তো আমি ভুলে নিইনি। কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিলে ত্রিশ গিনি আর লিনহে লক-এ দিলে ষাট গিনি।'

'কিন্তু এ অবস্থায় লিনহে লক পর্যন্ত যাওয়া...,' ইতস্তত করছে ক্যাপ্টেন, 'খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যায়।'

'টাকা চাইলে ঝুঁকি নিতেই হবে। না চাইলে অবশ্য কথা নেই।'

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'বোধহয় না। আমি ডাঙার মানুষ। সৈনিক। লড়াই যতটুকু বুঝি সাগরের কাণ্ড-কারখানা তার এক কণাও বুঝি না।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল হোসিসন। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে। তবে একটা কথা আগেই বলে নিচ্ছি, পথে যদি রাজার কোন জাহাজ আমাদের থামায়, আর তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'বেশ বেশ। আগে আসুকই তো রাজার জাহাজ।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে, 'ওহ্ হো! শুনলাম তোমাদের নাকি ব্র্যান্ডির খুব অভাব? নেবে নাকি এক বোতল দু'বালতি পানির বিনিময়ে?'

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ক্যাপ্টেন। আমরা ওকে ব্র্যান্ডি দিলাম। ও দিল পানি। রাউন্ড-হাউসটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললাম আমি আর অ্যালান।

তেরো

সাফ-সুতরো করার কাজ তখনও শেষ হয়নি। এমন সময় উত্তর পূর্বদিক থেকে লাফিয়ে এল এক দমক বাতাস। মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটু পরেই থেমে গেল বৃষ্টি। সূর্য উঠল। পুরোপুরি পালটে গেল সকালের চেহারা। আমাদের মনও খুশি খুশি হয়ে উঠল। রাউন্ড-হাউসে বসে গল্পে মেতে উঠলাম আমি আর অ্যালান।

দুটো দরজা-ই খুলে দিয়েছি। আর কোন ভয় নেই। খালাসীরা বেশির ভাগই আহত, ক্যাপ্টেন নিজেও। বাকিরা জাহাজ সামলাবে না আমাদের পেছনে লাগতে আসবে?

আমি আর অ্যালান পাশাপাশি বসেছি। ক্যাপ্টেনের দারুণ সুগন্ধি তামাক পাইপে ভরে ধূমপান করছে অ্যালান। দু'জনেরই কোলের ওপর তলোয়ার। পিস্তলগুলোও রয়েছে হাতের কাছে। মোট কথা আমরা গল্প করছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায়।

আমি আমার জীবন-কাহিনি শোনালাম অ্যালানকে। সত্যিকারের বন্ধুর মত ধৈর্য আর কৌতূহল নিয়ে শুনল ও। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী রাজ প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের নাম উল্লেখ করলাম, ভয়ানক ভাবে খেপে উঠল অ্যালান।

'এই ক্যাম্পবেলদের কথা বলো না আমার সামনে,' চিৎকার করল সে। 'দু'চোখে দেখতে পারি না ওদের। ওই নামের সবাইকে আমি ঘৃণা করি।'

'কেন, অ্যালান?' একই সঙ্গে উদ্বেগ এবং কৌতূহল আমার গলায়। 'বলো আমাকে, কেন তুমি দেখতে পারো না ক্যাম্পবেলদের?'

'তুমি জানো, ডেভিড, আমি একজন স্টুয়ার্ট, অ্যাপিনের স্টুয়ার্ট। ক্যাম্পবেলরা আমাদের জাতশত্রু। নানা রকম ফন্দি ফিকির করে আমাদের বেশির ভাগ জমি দখল করে নিয়েছে ওরা। কথাটা খেয়াল কোরো, ফন্দি ফিকির করে, লড়াই করে নয় কিন্তু।' এখানে এসে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু ওরা বলে বেড়ায়, ওরা নাকি আইন সঙ্গত উপায়ে নিয়েছে ওগুলো। মিথ্যেবাদীর দল!' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসাল সে। 'সত্যি বলছি, ডেভিড, ওরা মিথ্যেবাদী! অভিশাপ দাও ওদের!'

কথাটা বিশ্বাস হলো না আমার। যাহোক, এ প্রসঙ্গে কিছু বললাম না অ্যালানকে। কারণ এ মুহূর্তে বন্ধুকে চটাতে চাই না আমি। তবু একটু খোঁচা মারতে ছাড়লাম না। বললাম, 'বোতামের ব্যাপারে এত বেহিসেবি তুমি, জীবনে

BanglaBook.org

উন্নতি করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তা যা বলেছ।' একটু হাসল সে। 'আসলে বোতামগুলো যার কাছ থেকে পেয়েছি বেহিসেবি স্বভাবটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। আমার বাবার কথা বলছি। ডানকান স্টুয়ার্ট, ঈশ্বর তাঁকে শান্তি দিন! বংশের সবচেয়ে সুপুরুষ লোক ছিলেন। তলোয়ারেও হাত ছিল চমৎকার। সে তল্লাটে ওঁর মত তলোয়ারবাজ আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। বাপের চেহারা না পেলেও স্বভাব আর লড়ার ক্ষমতা পেয়েছি ষোলোআনা। বাবা নিজহাতে শিখিয়েছিলেন আমাকে লড়াইয়ের কায়দা কানুন।

'যা হোক, বাবার বেহিসেবিপনার কথা বলছিলাম–একবার লন্ডনে রাজদরবারে তলোয়ার খেলা দেখানোর ডাক পড়ল তাঁর এবং আশপাশের আরও দু'জন ডাকসাইটে তলোয়ারবাজের। দু'ঘণ্টা একটানা লড়লেন তিনি বিভিন্নজনের সঙ্গে। সে লড়াই দেখার জন্যে উপস্থিত ছিল রাজা জর্জ, রানী ক্যারোলিন, আর সেই কসাই কাম্বারল্যান্ড। এছাড়া আরও গণ্যমান্য লোকেরাও ছিল সেখানে। লড়াই শেষে তিনজনের ওপরই খুব খুশি হলো রাজা। তিনটে করে গিনি উপহার দিল একেক জনকে। গিনি তিনটে বাবা কি করেছিলেন জানো? প্রাসাদ থেকে বেরোনোর পথে ছিল এক মুটের বাসা। ওই বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুটেকে ডেকে গিনি তিনটে দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরেছিলেন খালি হাতে। এই হলো আমার বাবার স্বভাবের নমুনা। এখন বোঝো আমি কোত্থেকে পেয়েছি বেহিসেবি স্বভাব!'

'তার মানে তোমার জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি উনি?' বললাম আমি।

'ঠিক তাই। এক প্রস্থ কাপড় আর সামান্য টুকটাক জিনিস ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি ভদ্রলোক। তখন আর কি করি, পেট চালানোর জন্যে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালাম। আমার জীবনে কলঙ্ক হয়ে আছে ঘটনাটা। এখনও, লাল-কোর্তাদের একজন ছিলাম মনে হলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে আমার।'

'কি?' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'তুমি ইংরেজ বাহিনীতে ছিলে?'

'হ্যাঁ। তবে ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়েছি। তারপর যোগ দিয়েছি ঠিক দলে।

'তার মানে দুই দুটো অপরাধ করেছ তুমি! এক, সেনাবাহিনী থেকে পালিয়েছ; দুই, রাজার বিরোধিতা করছ! ওরা পেলে তো নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেবে তোমাকে!'

'হ্যাঁ, ওরা ধরতে পারলে অ্যালান ব্রেক বলে আর কেউ থাকবে না পৃথিবীতে। তবে ফ্রান্সের রাজার দেয়া একটা নিয়োগপত্র আছে আমার পকেটে সেজন্যে অতটা ঘাবড়াই না। ফরাসী সেনাবাহিনীর একজন সৈনিককে হত্যা করার আগেই দুই বার ভাববে ওরা।'

'ফরাশী সেনাবাহিনীর সৈনিক তুমি? তাহলে এখানে এসেছ কেন? ফ্রান্সে থাকলেই পারো, কেউ কিছু করতে পারবে না তোমাকে।'

BanglaBook.org

'সেই ছেচল্লিশ সাল থেকে বছরে একবার করে আসি দেশে।'

'কেন? সাহস দেখানোর জন্যে?'

'উঁহুঁ! দেশের লোকদের দেখতে। ফ্রান্স দেশটা চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার জন্মভূমির চেয়ে বেশি? অসম্ভব। অবশ্য শুধু এই কারণে যে আসি তা নয়, আরও কারণ আছে। ফরাসী সেনাবাহিনীর জন্যে দু'চারজন লোক সংগ্রহ করি, আর আমার ওস্তাদ আর্ডশিয়েলের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিয়ে যাই।'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার সর্দারের নাম অ্যাপিন।'

'হ্যাঁ, তবে আর্ডশিয়েল হলো গোত্রের প্রধান,' বলল অ্যালান। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার হলো না আমার কাছে। 'বুঝলে, ডেভিড,' বলে চলল সে, 'এমন মহৎ লোক জীবনে দেখিনি। বংশমর্যাদাও তেমন। এই লোককেই কিনা পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করতে হচ্ছে ছোট্ট এক ফরাসী শহরে সাধারণ একজন দরিদ্র মানুষের মত। কিন্তু ওঁর প্রজারা ওকে ভোলেনি। রাজা জর্জকে ওরা খাজনা দেয়। তারপরেও আর্ডশিয়েলকে ওরা খাজনা দেয় গোপনে। আমি বছরে একবার এসে নিয়ে যাই সে খাজনা।'

'মানে বলতে চাও, ওরা বছরে দু'বার খাজনা দেয়?'

'হ্যাঁ, ডেভিড, হ্যাঁ। আমাদের দেশের এই কৃষকরা, বুঝলে, এদের মত ভাল মানুষ আর হয় না!'

'সত্যিই, অ্যালান,' বললাম আমি, 'আমি জ্যাকবাইট নই, তবু ওদের এই মহত্ত্বের প্রশংসা না করে পারছি না।'

'জ্যাকবাইট না হলেও, ডেভিড, আমি মনে করি তুমি ভদ্রলোক। ক্যাম্পবেলরা যেমন হয় তুমি তেমন নও।' একটু থামল অ্যালান। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওদের সবচেয়ে জঘন্য লোকটার নাম কলিন ক্যাম্পবেল, গ্লেনিউর-এর কলিন রয় ক্যাম্পবেল। আমরা বলি "লাল-শেয়াল"। আমাদের জমাজমি সব জোচ্চুরি করে নেয়ার পেছনে ওরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। কি করে জানি জানতে পেরেছে কৃষকরা রাজার পাশাপাশি আর্ডশিয়েলকেও খাজনা দেয়। শুনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠেছে ও। খবর পেয়েছি বদমাশটা নাকি লাল-কোর্তাদের নিয়ে অ্যাপিন-এ আসছে। কৃষকদের ভিটেমাটি ছাড়া করবে। হ্যাঁ, ডেভিড, রীতিমত আতঙ্কের ভেতর দিন কাটাচ্ছে আমার দেশের নিরীহ চাষীরা। প্রতিদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে ওদের পেয়ে বসে একটা মাত্র চিন্তা, আজই বোধহয় এল লাল-শেয়াল লাল-কোর্তাদের নিয়ে। সত্যিই যদি আসে, আমি ওকে খুন করব, ডেভিড। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, খুন করবই।'

'ছি, অ্যালান, তুমি অমন কাজ করতে যাবে কেন? ঈশ্বরই ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।'

'ধুর! তুমিও দেখছি ক্যাম্পবেলদের মতই কথা বলছ।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না আমি। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের এলাকায় তো অসংখ্য লাল-কোর্তা নিয়মিত টহল দেয়, ওদের চোখ

BanglaBook.org

এড়িয়ে যাওয়া আসা করো কি করে?'

'লাল-কোর্তারা তো আর সব সময় সব জায়গায় থাকে না। ওরা রাস্তায় থাকলে আমি বনে ঢুকে পড়ি। ওরা বনে থাকলে আমি লুকিয়ে পড়ি পাহাড়ে। আমার গোত্রের কৃষকরা আমাকে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে ঘুমাই আমি। কখনও ঘুমাই খোলা আকাশের নিচে, মাঠে, ঝোপের ভেতর। মোট কথা, কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যখন যেমন অবস্থা তখন তেমন করে কাটে দিন।'

না, আমি জ্যাকবাইট নই। তবু অ্যালান ব্রেক মহান এক নায়ক হয়ে উঠল আমার কাছে!

চোদ্দ

সেদিনই। রাত নেমেছে প্রকৃতিতে। কিন্তু বিকেলের মত পরিষ্কার চারদিক। (বছরের এ সময়টায় এ অঞ্চলে গভীর রাতেও বেশ আলো থাকে)।

ক্যাপ্টেন হোসিসনকে দেখা গেল রাউন্ড-হাউসের দরজায়।

'একটু বাইরে আসবে?' অ্যালানের দিকে তাকিয়ে সে বলল। 'দেখো তো পথ চিনিয়ে নিতে পারো কিনা।'

'আবার কোন ফন্দি?' বলল অ্যালান।

'আমার চেহারা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? দেখো, বাজে কথা বলে নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। সামনে সমূহ বিপদ!'

'কি হলো আবার?'

'জাহাজ বাঁচানো সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না!'

ক্যাপ্টেনের উদ্বিগ্ন ভঙ্গিটা খাঁটি বলেই মনে হলো। গলার স্বরেও উৎকণ্ঠা স্পষ্ট। এই কণ্ঠস্বর যদি মেকি হয় তাহলে বলতে হবে ক্যাপ্টেন হোসিসন একজন পাকা অভিনেতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম ডেকে। আকাশ পরিষ্কার। এমনিতে অন্ধকার তত গাঢ় নয়, তার ওপর চাঁদ প্রায় গোল। আলোর কমতি নেই। দ্রুত এগিয়ে চলেছে কভেন্যান্ট।

'ওদিকে দেখো!' ডুবো পাহাড়ের দিকে ইশারা করল ক্যাপ্টেন। খুব দূরে নয়। তরঙ্গসঙ্কুল সাগর আছড়ে পড়েছে সেগুলোর গায়ে। 'ওর ওপাশে যদি আরেক সারি থাকে তাহলেই হয়েছে।'

বলতে না বলতেই একটু দক্ষিণে সত্যি সত্যিই আরেক সারি পাহাড় দেখা গেল।

'দেখো!' চিৎকার করে উঠল হোসিসন। 'নিজের চোখেই দেখো! এর ভেতর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে কিভাবে তীরে পৌঁছুব? সাথে যদি মানচিত্র থাকত, অসুবিধা ছিল না, নিদেনপক্ষে শুহান বেঁচে থাকলেও চলত। ষাট কেন, ছয়শো গিনি দিলেও

BanglaBook.org

আমি রাজি হতাম না এখানে আসতে। খালি…খালি…তুমি…। যাকগে, এখন বলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিনা?'

'ভাবছি,' বলল অ্যালান, 'এ পাহাড়গুলোর নাম…আঁ…সম্ভবত টোরান শৈলশ্রেণী। আর ওই যে ওদিকে, ওটা হলো মূল দ্বীপপুঞ্জ।

'এরকম পাহাড় কি অনেক আছে এ অঞ্চলে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক জানি না। তবে যতদূর মনে পড়ছে দশ মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ওই পাহাড়গুলো।'

রিয়াক আর ক্যাপ্টেন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল একবার।

'ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ আছে নিশ্চয়ই?'

'নিঃসন্দেহে,' বলল অ্যালান। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথায়? একবার যেন কার কাছে শুনেছিলাম, এ অঞ্চলে উপকূলের কাছ দিয়ে জাহাজ চালানোই নিরাপদ।'

মিস্টার রিয়াককে পাঠিয়ে দিল ক্যাপ্টেন মাস্তুলের মাথায় উঠে দেখার জন্যে, অ্যালানের কথা ঠিক কিনা।

তক্ষুণি মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করল রিয়াক। একটু পরেই ওপর থেকে তার চিৎকার শোনা গেল–

'হ্যাঁ, ডাঙার কাছ দিয়ে সাগর অনেক পরিষ্কার।'

'ঠিক আছে। তুমি থাক ওখানে,' চেঁচাল ক্যাপ্টেন। তারপর ঘুরিয়ে দিল হাল। মূল দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল লক্ষ্য করে জাহাজ চালাচ্ছে সে।

জাহাজ যত তীরের দিকে এগোচ্ছে ততই ডুবো পাহাড়ের সংখ্যা বেড়ে উঠছে। একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব খুব কম। জাহাজ যেতে পারবে না ও ফাঁকের ভেতর দিয়ে। হালের চাকা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন আর দুই খালাসী। পাংশু হয়ে উঠেছে তাদের চেহারা।

অ্যালানের দিকে তাকালাম আমি। ওর মুখটাও কেমন যেন ফ্যাকাসে।

'ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না আমার,' বলল সে।

ইতিমধ্যে আমার মনেও কেমন একটা ভয় সংক্রামিত হতে শুরু করেছে। অ্যালানের কথায় তার পরিমাণ বাড়ল একটু।

'ওহ্, অ্যালান,' রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি, 'নিশ্চয়ই তুমি ভয় পাওনি?'

'না! না!…কিন্তু…কিন্তু। ওই যে বললাম, ভাল লাগছে না আমার…এভাবে… এমন হিম শীতল মৃত্যু কে চায়?'

'ডুবো পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে তীরের বেশ কাছে এসে পড়েছি আমরা।

'সামনে পরিষ্কার সাগর!' মাথার ওপর থেকে চেঁচাল রিয়াক।

'মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছিলে তুমি,' অ্যালানের দিকে ফিরে বলল ক্যাপ্টেন। 'এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেল আমার কভেন্যান্ট।'

'ডান পাশে একটা ডুবো পাহাড়!' আবার রিয়াকের চিৎকার। 'সামান্য বাঁয়ে কাটো।'

'ঠিক সেই সময় জোয়ারের স্রোত ধরে ফেলল জাহাজটাকে। একই সঙ্গে,

BanglaBook.org

মাত্র মুহূর্তের ব্যবধানে, প্রথমে পড়ে গেল তারপর অন্য দিক থেকে বইতে শুরু করল বাতাস। সাঁ করে নিজের অক্ষের ওপর আধ পাক ঘুরল কভেন্যান্ট। পর মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ তুলে ধাক্কা খেলো ডুবো পাহাড়টার সাথে।

মড়মড় করে উঠল জাহাজের কাঠামো। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ডেকের ওপর। মিস্টার রিয়াক মাস্তুলের ওপর থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল কোনমতে।

ডেকের ওপর পড়ে ক'টা গড়ান খেয়েছি জানি না। সংবিৎ ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম তড়াক করে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সাগরের ঢেউ বারবার কভেন্যান্টকে ঠেলে দিচ্ছে ডুবো-পাহাড়টার দিকে! প্রতিবারই মচ-মচ করে উঠছে জাহাজের কাঠ। সাগর আর বাতাসের গর্জনে কান পাতা দায়। মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ করছে আমার। মনে হচ্ছে এই বুঝি ফেটে চারপাশে ছিটকে পড়বে ঘিলু।

ইতিমধ্যে নাবিকরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছুটে গেছে জাহাজের নৌকা রাখা হয় যেখানে সেদিকে। একটু পরেই দেখলাম নৌকাটাকে জাহাজের কিনারে নেয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে ওরা। সম্ভবত জলে নামতে চায়। ছুটলাম আমি ওদের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম কয়েকজন আহত নাবিক হামাগুড়ি দিয়ে চেষ্টা করছে নৌকার কাছে যাওয়ার। কি করে ওরা ফোরক্যাস্‌ল থেকে বেরিয়ে এল, ভেবে অবাক না হয়ে পারলাম না। যে খালাসীদের অবস্থা আরও করুণ, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, তাদের আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে ফোরক্যাস্‌ল থেকে। করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে তাদের যেন বাঁচানো হয়। হঠাৎ অদ্ভুত এক আর্দ্র অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার মন। পর মুহূর্তে সচেতন হলাম। ওদের এ অবস্থা না করলে ওরা আমাদের কি অবস্থা করত, মনে পড়ে গেল। ওদের আর্তনাদে কান না দিয়ে এগিয়ে গেলাম নৌকার দিকে।

ক্যাপ্টেন বেচারি শোকে পাথর হয়ে গেছে যেন। যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানেই বসে আছে স্থাণুর মত। তার জাহাজ ভেঙে পড়ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারছে না সে। ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে জাহাজটার বিভিন্ন অংশ যখন খুলে খুলে পড়তে লাগল তখন ডুকরে কেঁদে উঠল সে। জাহাজটাই ছিল এই পৃথিবীতে তার একমাত্র অবলম্বন—বাড়ি-ঘর, ব্যবসা, মা, স্ত্রী, সন্তান। শুহান যখন র‍্যানসমকে খুন করে ফেলে তখনও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি হোসিসনের ভেতর, কিন্তু আজ যখন নির্দয় সাগর তার জাহাজটাকে একটু একটু করে হত্যা করছে তখন আর সহ্য করতে পারছে না সে।

'ওটা কোন জায়গা?' তীরের দিকে ইশারা করে আমি অ্যালানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্যাম্পবেলদের দেশ—আমার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা,' জবাব দিল অ্যালান।

সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে নৌকাটাকে নিয়ে এসেছি জাহাজের কিনারে। আহত এক খালাসীকে নজর রাখতে বলা হয়েছিল সাগরের দিকে। হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠল সে:

BanglaBook.org

'ঈশ্বরের দোহাই! ধরো কিছু একটা!'

ওর কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। হাত বাড়িয়ে একটা রশি ধরতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই বজ্রপাতের মত গর্জন করে এসে পড়ল বিশাল ঢেউটা। অনেক উঁচুতে তুলে ফেলল নড়বড়ে হয়ে যাওয়া জাহাজটাকে। পর মুহূর্তে আমি পানির ভেতর আবিষ্কার করলাম নিজেকে।

ডুবে গেলাম আমি। তারপর ভেসে উঠলাম আবার। আবার ডুবলাম। কথায় বলে ডুবে মরার আগে মানুষ তিনবার পানির নিচে যায় আর ওঠে। আমার ক্ষেত্রে কথাটা খাটল না, বলতে পারব না, কতবার যে আমি ডুবলাম আর ভাসলাম। বুনো, খেয়ালী সাগর লোফালুফি করতে লাগল আমাকে নিয়ে। জাহাজের কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে। ভাগ্যক্রমে ভাসমান একটা কাঠের টুকরো পেয়ে গেলাম। আঁকড়ে ধরলাম ওটা। সাঁতার ভাল জানি না। কাঠের টুকরোটা না পেলে আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারত না। ঢেউ আর সমুদ্রস্রোত কাঠটার সাথে সাথে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল তীরের কাছাকাছি শান্ত পানিতে।

পেছন ফিরে তাকালাম। দেখতে পেলাম জাহাজটাকে। এখনও তেমনিভাবে একটু পর পর ধাক্কা খাচ্ছে ডুবো পাহাড়টার সাথে। চিৎকার করে ডাকলাম আমি অ্যালানের নাম ধরে; ক্যাপ্টেন হোসিসন, রিয়াকের নাম ধরে। ওরা কেউ শুনতে পেল না। ঢেউ অনেক দূরে নিয়ে এসেছে আমাকে।

উপকূলের সাদা পাহাড়গুলো চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে ওগুলোর দিকে এগোনোর চেষ্টা করলাম আমি। অবশেষে অগভীর পানিতে পৌঁছুতে পারলাম। কষ্টে সৃষ্টে আরেকটু এগোলাম। হাঁটু পানি। এবার হেঁটে রওনা হলাম পাড়ের দিকে। তীরে যখন পৌঁছুলাম তখন প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসতে চাইছে শরীর। তা আসুক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিরাপদে তীরে পৌঁছুতে পেরেছি, অ্যালানের সেই হিমশীতল মৃত্যুকে বরণ করতে হয়নি।

পনেরো

জনমানবহীন এক সৈকতে এসে উঠেছি। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সাগরের দিক থেকে। সারা শরীর ভেজা, তার ওপর এই বাতাস; হাত-পা জমে যাওয়ার দশা হলো আমার। ঠাণ্ডা যেন বসে না যায় সে জন্যে জুতো খুলে ফেললাম। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর তবু একটু বসার বা বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবতে পারলাম না। শরীর গরম রাখার জন্যে সৈকতের ওপর পায়চারি করতে লাগলাম। রাত যত গভীর হচ্ছে অন্ধকার তত গাঢ় হয়ে আসছে। চাঁদ হেলে পড়েছে একদিকে। মানুষ তো দূরের কথা, জন্তু এমন কি একটা মুরগির-ও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাস আর সাগরের একটানা ভয়ঙ্কর গর্জন শুধু। নির্জন সৈকতে একা আমি, কথাটা মনে হতেই গা ছম ছম করে উঠছে।

দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জুতো পরে নিলাম আমি–এতক্ষণে মোটামুটি শুকিয়েছে ওটা। কোথায়, কেমন জায়গায় এসে পড়েছি জানার জন্যে কাছেই একটা পাহাড় দেখে উঠতে শুরু করলাম সেটার ওপর। বড় বড় গ্রানাইটের চাঙড়ে পা বাধিয়ে একটু একটু করে উঠে গেলাম ওপরে। অবশেষে চূড়ায় পৌঁছুলাম। ইতিমধ্যে পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

প্রথমেই তাকালাম সেই ডুবো পাহাড়ের দিকে–যেটায় ধাক্কা খেয়েছিল কভেন্যান্ট। পাহাড়টা দেখতে পেলাম, কিন্তু জাহাজের কোন চিহ্ন নজরে পড়ল না। নির্ঘাত ডুবে গেছে। নৌকাটাও দেখতে পেলাম না কোথাও। জাহাজের ভাঙাচোরা কোন টুকরো পর্যন্ত চোখে পড়ল না। বিষণ্ন মনে চার পাশে তাকালাম এবার আমি। এখানেও সেই শূন্যতা। কোথাও কিছু নেই। মানুষ না, জন্তু না, ঘর না, কিছুই না।

একগাদা প্রশ্ন ভীড় করে এল আমার মনে। অ্যালান কোথায়? জাহাজটার কি হয়েছে ? ওটার ক্যাপ্টেন আর নাবিকদের অবস্থাই বা কি? অনেকক্ষণ ভেবেও কোন সমাধান পেলাম না। বুঝতে পারলাম না, ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

অবশ্য এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার অবকাশ পেলাম না। আমার নিজের দুরবস্থা ভাবনা চিন্তা সব দূর করে দিল। এ মুহূর্তে আমার যা অবস্থা তাকে দুরবস্থা বললে কম বলা হয়। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধা আর ঠাণ্ডা। সূর্য আর একটু উঠে এলে একটা সমস্যার হাত থেকে অন্তত বাঁচব–গায়ের কাপড়গুলো শুকাবে, ঠাণ্ডাও একটু কমবে। কিন্তু ক্ষুধা আর ক্লান্তি? এগুলোর হাত থেকে বাঁচব কি করে? যে করেই হোক এখন একটা আশ্রয়–জন বসতি খুঁজে বের করতে হবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমি।

সৈকতের ওপর দিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পর একটা খাঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো আমাকে। সাগরের সরু একটা বাহু ঢুকে গেছে ডাঙার ভেতর দিকে। খাঁড়ির তীর ধরে এগোলাম কিছুক্ষণ। যত এগোচ্ছি ততই ক্রমশ চওড়া হচ্ছে খাঁড়িটা। আর কিছুদূর হাঁটলাম। আরও চওড়া হয়েছে খাঁড়ি। অনেক দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে ওপার। অবশেষে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আসলে খাঁড়ি নয়, একটা দ্বীপের উপকূল ধরে হেঁটে চলেছি আমি। জনমানবহীন ছোট্ট একটা দ্বীপ। এ দ্বীপে তো আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই! তাহলে কি করব আমি এখন?

এমন সময় বুদ্ধিটা এল মাথায়: সাঁতরে পার হতে পারি না দুই দ্বীপের মাঝখানের সাগরটুকু? কতটা গভীর এখানে সাগর? যদি অল্প হয় তাহলে বোধহয় পারব। দেখি চেষ্টা করে। খাঁড়ি যেখানে সবচেয়ে সরু সেখানে ফিরে এলাম আবার। গভীরতা মাপার জন্যে নামলাম সাগরে। পা পিছলে গেল হঠাৎ। পরমুহূর্তে সোজা হতে গিয়ে খেয়াল করলাম, পা ঠেকছে না মাটিতে। আঁতকে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলাম। সামান্য এগোলাম ডাঙার দিকে। একটু পরে থই পেলাম মাটির। ও বাবা, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। সাঁতরে পার হওয়ার বুদ্ধিটা কাজে লাগবে না, বোঝা হয়ে গেছে!

এবার? হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল সেই কাঠের টুকরোটার কথা–যেটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলাম কাল রাতে! ছুটে গেলাম ওটা খোঁজার জন্যে। পেলাম না। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাগর।

একটু পরে মরার ওপর নেমে এল খাঁড়ার ঘা। রোদ ঢাকা পড়ে গেল মেঘের আড়ালে। বৃষ্টি শুরু হলো। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আবার তাকালাম চারপাশে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিছুই চোখে পড়ল না এবারও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

কান্না পেয়ে গেল আমার। জাহাজডুবির পর নির্জন দ্বীপে ওঠা মানুষের গল্প অনেক শুনেছি, পড়েছি। তাদের সবারই কাছে ছিল পকেট ভর্তি যন্ত্রপাতি নয়তো জোয়ারে ভেসে আসা সিন্দুক। কিন্তু আমার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু টাকা আর এলানের দেয়া সেই রূপার বোতামটা ছাড়া আর কিছু নেই আমার পকেটে।

সারাদিন চলল বৃষ্টি। ঠকঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিজলাম আমি সারাদিন। অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাত হলো। থামল না বৃষ্টি। পাহাড়ের ঢালে দুটো বড় পাথরের মাঝখানে আশ্রয় নিলাম আমি। তাতে মাথাটা বাঁচল বৃষ্টির হাত থেকে। কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ রইল পানির ভেতর। এই অবস্থায়ও কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পেলাম না।

পরদিন সকালে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভাঙল আমার। গলার ভেতর অসম্ভব ব্যথা। কি করব কিছু বুঝতে পারছি না। নতুন জন্ম নেয়া শিশুর মত অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। আশা করার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। সাগরের কাছাকাছি কোথাও যদি জন্ম হত, হয়তো এমন অসহায় লাগত না। কিন্তু আমি গ্রামের ছেলে; সাগর, দ্বীপ এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এ মুহূর্তে আমার যে কষ্ট তাকে সামান্য কমানোর মত জ্ঞানও আমার নেই।

দুই পাথরের মাঝখানে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। দুই রাত এক দিন কোন কিছু পেটে পড়েনি। খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু কি খাব? প্রচুর পাখি আছে দ্বীপে। পাহাড়ের চূড়ায় বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে। ধরতে বা মারতে পারলে খাওয়া যেত। ধরার চিন্তা প্রথমেই বাদ দিলাম। নিজেরই নড়ার শক্তি নেই, তো পাখি ধরব কি করে? মারার কথা ভাবলাম তারপর। বন্দুক নেই আমার কাছে। মারলে ঢিল ছুঁড়েই মারতে হবে। চেষ্টা করলাম। কিন্তু বার দুয়েক ঢিল ছুঁড়ে বুঝতে পারলাম কি অসম্ভব একটা আশা আমি করছি।

মাছ? সাগরে তো প্রচুর মাছ আছে। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা, মাছ ধরব কি করে খালি হাতে? তারপর ওগুলো রান্নার ব্যবস্থাই বা করব কি করে? অবশেষে সৈকতের ওপর এক জায়গায় কিছু ঝিনুক দেখতে পেলাম। পাথরের খাঁজে আটকে আছে। কয়েকটা ঝিনুক খোলা ছাড়িয়ে খেয়ে নিলাম কাঁচা। অনেক কষ্টে বমি ঠেকালাম। এমন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে যে, এখন কিছু না খেলে মরেই যাব। বহু লোকের কাছেই ঝিনুক খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু কাঁচা নিশ্চয়ই নয়? সত্যিই কাঁচা ঝিনুকের সে স্বাদ আর দুর্গন্ধ ভোলবার নয়।

যা হোক, যত খারাপই লাগুক খেতে, আপাতত খিদে মিটল। গায়ে জ্বর

নিয়েই আবার হাঁটতে লাগলাম দ্বীপের চারপাশ দেখার জন্যে। ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় চড়লাম। সামান্য দূরে দেখতে পেলাম মূল দ্বীপ। গ্রামের বাড়িগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এমনকি সেখানকার গির্জার চূড়াটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। নিরাপত্তা, আশ্রয়, লোকালয়ের এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধায় অসুস্থতায় মারা যাব আমি?

তিন দিন কেটে গেছে। ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছি আমি। পাহাড়ে ওঠার শক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। এর ভেতর আরও বার দুই কাঁচা ঝিনুক খাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। অবশেষে বসে পড়েছি সৈকতের ওপর। তাকিয়ে আছি সাগরের দিকে, কোন নৌকা বা জাহাজ যদি যায়, আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব।

এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। তবু বর্ষাকালের মত চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল একটানা বৃষ্টি পড়ছে। একটু পরে হঠাৎ, প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে কমে এল বৃষ্টি। তারপরই পরপর ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু একটা পাহাড়। বৃষ্টি একটু কমতেই মেঘের অবস্থা কেমন দেখার জন্যে তাকালাম আকাশের দিকে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখে খুশি হয়ে উঠল মন। এবার বোধহয় থামবে বৃষ্টি। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনার সময় দেখতে পেলাম পাহাড়টার চূড়া। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল আমার হৃৎপিণ্ড। লাল একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে চূড়ায় পিঠ ভর্তি সাদা সাদা ফোঁটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল হরিণও। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ধারণা করলাম প্রণালী সাঁতরে মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছে ওটা।

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। আবার হামলা চালিয়েছে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা। ঝিনুক খোঁজার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছি সৈকতে, হঠাৎ চোখ পড়ল গোল চকচকে একটা জিনিসের ওপর। ঝুঁকে কুড়িয়ে নিতেই দেখলাম একটা গিনি। আবার চমকে ওঠার মত অবস্থা আমার। গিনি এল কোত্থেকে এই নির্জন দ্বীপে? নিশ্চয়ই হরিণটার মত সাঁতরে নয়! তাহলে! পকেটে হাত দিলাম। এবার সত্যি সত্যিই চমকে উঠলাম। আমার থলেটা ক্যাপ্টেন নিয়ে নিয়েছিল তাই খালাসীরা যে গিনিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল সেগুলো পকেটে রেখেছিলাম। এখন দেখলাম অ্যালানের বোতামটা ছাড়া আর কিছু নেই পকেটে। সব পড়ে গেছে। পকেটের ভেতর বড়সড় একটা গর্ত। কি করে হয়েছে জানি না। ভাগ্য ভাল অ্যালানের বোতামটা পড়েনি। যাকগে এই নির্জন দ্বীপে টাকা দিয়ে কি হবে? ঈশ্বরের করুণাই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমার। হাঁটু গেড়ে বসলাম প্রার্থনা করার জন্যে।

প্রার্থনা শেষ করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের ভেতর আরও দুটো গিনি খুঁজে পেলাম সৈকতে। আরও দু'একটা পাওয়া যায় যদি, ভেবে হাঁটতে শুরু করব আবার হঠাৎ করেই চোখ গেল সাগরের দিকে। একটা পাল নজরে পড়ল। এই দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে। ছোট একটা জেলে নৌকা। দু'জন

লোক তাতে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কলজেটা। গলায় যতটা জোর আছে সবটুকু দিয়ে চেঁচালাম। ওরা শুনতে পেল আমার চিৎকার। তীরের আরও কাছে নিয়ে এল নৌকা। দেখল আমাকে। আমিও দেখলাম ওদের। ওদের চুলের রঙ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটু পরেই হো-হো করে হেসে উঠল দু'জন। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে!

চরম হতাশায় ছেয়ে গেল আমার মন। পাগলের মত চিৎকার করতে করতে দৌড়ালাম সৈকতের ওপর দিয়ে। কিন্তু ফিরল না নৌকা। ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে এক সময় হারিয়ে গেল একটা ডুবো পাহাড়ের আড়ালে। তখন যে আমার কি অনুভূতি হলো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। দর দর করে পানি নেমে এল দু'চোখ বেয়ে। কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না কান্না। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। নড়াচড়ার শক্তিও যেন নেই শরীরে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ওখানে, ওভাবেই পড়ে রইলাম।

পরদিন সকালে আবার এল নৌকাটা। আজ আরোহী তিন জন। কালকের সেই দু'জন ছাড়াও রয়েছে নতুন একজন। আজও কালকের মত চিৎকার শুরু করলাম আমি। 'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে নিয়ে যাও!' আজও তীরের একেবারে কাছে নিয়ে এল ওরা নৌকা। দৌড়াতে দৌড়াতে সাগরে নেমে গেলাম আমি। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলাম প্রাণপণে। নৌকার তিন আরোহী-ই উঠে দাঁড়াল। তিনজনই হাসল হো-হো করে, যেন খুব একটা মজার জিনিস দেখছে! একটু পরে কালকের মতই নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল ওরা। পানির ভেতর ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম আমি। তৃতীয় লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'জোয়ার! জোয়ার!' চিৎকার করল সে। 'জোয়ার নেমে গেলে হেঁটে চলে যেয়ো ওদিক দিয়ে!' হাত তুলে সেই খাঁড়িটার দিকে ইশারা করল লোকটা।

মুহূর্তের ভেতর আমি বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। নৌকা জাহান্নামে যাক! প্রাণপণ শক্তিতে ছুটলাম সেই খাঁড়ির (আসলে প্রণালী) দিকে। বসে রইলাম পাড়ে।

অনেকক্ষণ পর। জোয়ার শেষ হয়ে ভাটা লাগতে শুরু করেছে। একটু একটু করে পানি নেমে যাচ্ছে। আবার আমি নামলাম সাগরে। আগের দিন যেখানে ডুবতে বসেছিলাম সেখানে এখন হাঁটু পানি। ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম মূল দ্বীপের দিকে। নির্জন দ্বীপটা ভরা জোয়ারের সময়-ই শুধু আসল দ্বীপ হয়ে ওঠে। আমি গ্রামের ছেলে, এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না বলে এই দুর্গতিটা পোহাতে হলো।

কি বোকা আমি, ওহ! জেলেরা আমার সমস্যাটা বুঝতে পারেনি, হয়তো চেষ্টাও করেনি। ওরা বোধহয় ধরে নিয়েছিল আমি পাগল। তবু ভাগ্য ভাল, দ্বিতীয় দিন ওরা ফিরে এসেছিল আমার অবস্থা দেখার জন্যে।

ষোলো

মুল আর নির্জন দ্বীপটার মাঝে যে প্রণালী তার সবচেয়ে সরু অংশ দিয়ে পার হচ্ছি আমি। ফলে কয়েক মিনিট মাত্র লাগল মুল-এর তীরে পৌঁছুতে। প্রথমেই যে ব্যাপারটা আমার মনে দাগ কাটল, নির্জন দ্বীপটার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই এই দ্বীপের–অন্তত দ্বীপটার এ অংশের। কোন রাস্তা নেই, বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দূরে ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ওখানে আগুন জ্বলছে, মানে মানুষ আছে। আর মানুষ থাকলে আশ্রয়ও নিশ্চয়ই আছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম আমি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত হাঁটতে পারছি না। ভীষণ দুর্বল আর ক্ষুধার্ত লাগছে। তাছাড়া এলাকাটাও দুর্গম। উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো, পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

শেষ বিকেলে ছোট্ট একটা পাথরের বাড়ির কাছে পৌঁছুলাম। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক বসে আছেন বাড়িটার সামনে। বিকেলের নরম রোদ পোহাতে পোহাতে পাইপ টানছেন। গেলিক (স্কটল্যান্ডের জাতীয় ভাষা) ভদ্রলোকের মাতৃভাষা। ইংরেজি যেটুকু জানেন তাকে জানার চেয়ে না জানা বলাই ভাল। অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝাতে পারলাম আমি কি জানতে চাই। বৃদ্ধ যখন জবাব দিলেন তখন-ও একই রকম কষ্ট করে বুঝতে হলো, তিনি কি বলছেন। তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হলো: কভেন্যান্ট-এর নাবিকরা নিরাপদে এই দ্বীপে এসে উঠেছে।

'ওদের ভেতর কি ভদ্রলোকের মত পোশাক পরা কেউ ছিল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তিনি যা জবাব দিলেন তার অর্থ হলো, বেশিরভাগ লোকই কমদামী লম্বা কোট পরা ছিল। তবে প্রথম জন–যে একা এসেছিল, তার পরনে ছিল ব্রিচেস, ওয়েস্ট কোট, মোজা। অন্যদের গায়ে ছিল সাধারণ নাবিকদের পাৎলুন।

'ওই লোকটার–মানে যে একা এসেছিল তার মাথায় কি পালক লাগানো টুপি ছিল?'

'না, তোমার মতই খালি মাথায় ছিল সে-ও,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

ভাবলাম অ্যালান হয়তো হারিয়ে ফেলেছিল টুপিটা। তারপরই মনে পড়ল বৃষ্টির কথা। বৃষ্টির ভেতর নিশ্চয়ই ওই দামী টুপি মাথায় দেয়নি অ্যালান। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে এমনিতেই যা খুঁতখুঁতে ও! নিশ্চয়ই লম্বা কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল টুপিটা। হ্যাঁ, তা-ই সম্ভব। তার মানে বেঁচে আছে অ্যালান, এবং এ দ্বীপেই আছে।

'বুঝেছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'তুমি নিশ্চয়ই সেই রূপোর বোতামওয়ালা ছোকরা?'

BanglaBook.org

'কেন, হ্যাঁ!' বিস্মিত কণ্ঠে বললাম আমি। পকেট থেকে বের করে দেখালাম বোতামটা।

গম্ভীর ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

'তোমার জন্যে একটা খবর আছে,' বললেন তিনি। 'তোমার বন্ধু বলে গেছে, তুমি যেন তার দেশে চলে যাও। জায়গাটা টরোসে-এর কাছে।'

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কিভাবে এখানে পৌঁছুলাম। আমি খুলে বললাম আমার ঘটনা। অন্য কেউ হলে নির্ঘাত হেসে ফেলত। কিন্তু ভদ্রলোক হাসলেন না। গম্ভীর মুখে সব শুনে শেষে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ির ভেতর। অদ্ভুত এক প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে, যেন আমি এক ডিউক, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন মহামান্য রাণীর।

ভদ্রমহিলাও অত্যন্ত যত্নের সাথে গ্রহণ করলেন আমাকে। খাবার দিলেন, পানীয় দিলেন। আহ! কতদিন পরে এমন সুস্বাদু খাবার খেলাম! সাদাসিধে বাড়িটা ধোঁয়ায় ভর্তি, দেয়ালগুলোয় অসংখ্য গর্ত। কিন্তু আমার মনে হলো, রীতিমত রাজপ্রাসাদে আছি!

বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমার জীবনে যা যা ঘটেছে সব আমি শোনালাম বুড়ো-বুড়িকে। রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন ওঁরা। তারপর উষ্ণ একটা বিছানা দিলেন শোয়ার জন্যে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত মরার মত ঘুমোলাম।

বেশ ঝরঝরে, চাঙা শরীর নিয়ে ঘুম থেকে জাগলাম। গলার ব্যথা প্রায় ভাল হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু আছে তাতে খুব একটা কষ্ট বোধ করছি না। এই চমৎকার বুড়ো-বুড়ির সহৃদয় আতিথেয়তা আমার মনে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে। সবচেয়ে বড় কথা অ্যালান বেঁচে আছে। ওকে খুঁজে বের করার জন্যে এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাকে।

রওনা হওয়ার আগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলাম, থাকা আর খাওয়া বাবদ কত দিতে হবে। ভীষণ ভাবে আপত্তি জানালেন ওঁরা টাকা পয়সা নিতে। অগত্যা শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে হলো। ধন্যবাদটা অবশ্য জানালাম আন্তরিক ভাবেই।

টরোসে-এর পথে হেঁটে চলেছি একা আমি। পথ জানা নেই। বৃদ্ধ যে পথের কথা বলে দিয়েছেন সেই পথে হেঁটে চলেছে। এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। হাঁটতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। গরুভেড়ার পাল হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে রাখালরা। কিন্তু আশ্চর্য, একটা প্রাণীও স্বাস্থ্যবান নয়। না গরুগুলো, না ভেড়াগুলো, না তাদের রাখালরা। অন্যান্য পথচারীদেরও একই রকম চেহারা। রোগা, দুর্বল। সবাই যেন ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তাদের পোশাক পুরানো, ছেঁড়া খোঁড়া। দুঃখ আর ক্ষুধারই যেন রাজত্ব দেশটায়।

এখানকার মানুষদের একমাত্র ভাষা গেলিক। ফলে পথ চেনা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল আমার জন্যে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

BanglaBook.org

দু'একজন টরোসে শব্দটা বুঝতে পেরে ইশারায় দিক দেখিয়ে দিল। ফলে বেশ কয়েকবার পথ হারালাম।

অবশেষে রাত আটটা নাগাদ ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় এক কুটিরের সামনে পৌঁছুলাম। ডাকাডাকি করে বাইরে আনলাম কুটিরওয়ালাকে। রাতের মত আশ্রয় আর কিছু খাবার চাইলাম। হাতের ইশারায় সোজাসুজি লোকটা জানিয়ে দিল, হবে না। একটু অনুরোধ উপরোধ করার চেষ্টা করলাম। এবারও ইশারায় জানাল, সে ইংরেজি বোঝে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ভাবলাম। লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এই সময় হাত ধরে থামালাম আমি ওকে। পকেট থেকে একটা গিনি বের করে দেখালাম। ভোজবাজির মত কাজ হলো! এতক্ষণে ইশারায় জানাচ্ছিল ইংরেজি বোঝে না কিন্তু গিনিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে উঠল সে। রাতের মত আশ্রয় আর পরদিন পথ দেখিয়ে টরোসে-তে নিয়ে যেতে রাজি হলো, বিনিময়ে ওকে দিতে হবে পাঁচ শিলিং।

অস্বস্তিতে কাটল রাতটা। ভাল ঘুমাতে পারলাম না। বার বার মনে হয়েছে, গিনি ক'টা নেয়ার জন্যে আমার ওপর হামলা আসবে হয়তো। আসলে অত দুশ্চিন্তা না করলেও চলত। আমার আশ্রয়দাতা লোকটা ঠগবাজ, সম্ভবত দারিদ্র্যের কারণেই, তবে ডাকাত বা চোর নয়। ভোর বেলায় সে আমাকে নিয়ে গেল ওই গ্রামের এক ধনী লোকের বাসায় গিনিটা ভাঙানোর জন্যে। পাঁচ শিলিং নগদ না পেলে সে কিছুতেই যেতে রাজি নয় আমার সাথে।

ধনী লোকটার বাড়ি দেখে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। এই যদি ধনী লোকের বাড়ি হয় তাহলে গরীবের বাড়ি কোনটা? বাড়িটা অবশ্যই পাথরের তবে এমন জীর্ণ দশা যে মনেহয় এই বুঝি ভেঙে পড়ল ঘাড়ের ওপর। যা হোক, ধনী ভদ্রলোক সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজেও বিশটা রূপার শিলিং-এর বেশি যোগাড় করতে পারল না (এক গিনি-২১ শিলিং)। শেষে এক বুদ্ধি বের করল লোকটা। বলল, ভাঙতি দেয়ার মূল্য হিসেবে সে এক শিলিং কেটে রাখবে। এই শর্তে যদি আমি রাজি থাকি তাহলে সে ভাঙিয়ে দেবে না হলে দেবে না। কি আর করা, রাজি হতে হলো আমাকে।

এর পরই ধনী ভদ্রলোকের অতিথিপরায়ণতা চাগিয়ে উঠল (আর যা-ই হোক নগদ একটা শিলিং পেয়েছে মুফতে)। দুপুরে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তে রাজি হলো না আমাদের। অনেক বলে কয়ে আমি প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু গড়বড় করে দিল আমার পথ প্রদর্শক। ব্যাটা কিছুতেই যাবে না না খেয়ে।

খাওয়ার পর পরিবেশন করা হলো বড় এক চিনামাটির গামলা ভর্তি পাঞ্চ (গরম মসলা, লেবুর রস, চিনি, পানি আর সুরা মিশিয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়, যা পান করলে সহজেই মাতাল হয় মানুষ) আমার পথ প্রদর্শক মগ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল গামলার ওপর। গৃহস্বামী মিস্টার হেক্টর ম্যাকলিনও। তার পরিবারের দু'একজন সদস্যও যোগ দিল। অসহায় ভাবে দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমি। কিছুক্ষণের ভেতর বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল দু'জন। মিস্টার

BanglaBook.org

ম্যাকলিন ঘোষণা করে দিল, গামলা খালি না করে যদি ওঠে অতিথিরা তাহলে ভীষণ অপমানিত বোধ করবে সে। একটু পরে হেঁড়ে গলায় গান ধরল সবাই। কান ঝালাপালা অবস্থা আমার। কিন্তু উঠতে পারছি না জায়গা ছেড়ে, পাছে অপমান হয় গৃহস্বামীর আর বেঁধে রেখে দেয় আমাকে।

গভীর রাতে শেষ হলো তাদের পানোৎসব। এক এক করে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় অথবা গোলাঘরে। পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আমি ফিরে এলাম তার বাড়িতে।

পরদিন ভোরে, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী পাঁচটায়, উঠে পড়লাম আমরা। কিন্তু আমার অপদার্থ পথ প্রদর্শক তক্ষুণি বসে গেল মদের বোতল নিয়ে। তিন ঘণ্টার আগে আর তাকে ওঠানো গেল না সেখান থেকে। অবশেষে রওনা হলাম আমরা।

ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া এক উপত্যকা পর্যন্ত ভালই এগোলাম (এখনও মিস্টার ম্যাকলিনের বাড়ি পর্যন্ত যাইনি আমরা)। আমার পথ প্রদর্শক রার বার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকানো ছাড়া আর কিছু করেনি এতক্ষণ। একটু পরে, পাহাড়ের পেছন দিকটায় পৌঁছানো মাত্র থেমে দাঁড়াল সে। বলল, নাক বরাবর এগিয়ে গেলেই আমি পৌঁছে যাব টরোসেয়।

'তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না,' বললাম আমি। 'তুমি তো থাকছই সঙ্গে।'

গেলিক-এ জবাব দিল নির্লজ্জ লোকটা, বোঝাতে চাইল সে ইংরেজি জানে না।

'বাবা,' বললাম আমি, 'আমি জানি তোমার ইংরেজি এই আসে এই যায়। এখন বলো তো, কি হলে আবার আসবে? আরও কিছু টাকা?'

'পাঁচ শিলিং হলেই চলবে।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। 'দুই শিলিং। রাজি?'

লোভে চকচক করে উঠল তার চোখ। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল ভিক্ষুকের মত। দুটো শিলিং দিলাম আমি তাকে। তারপর রওনা হলাম আবার।

দু'মাইলও যেতে পারিনি, আবার দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। মাটিতে বসে জুতো খুলে ফেলল পা থেকে।

রাগে লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। 'কি, আবার শেষ হয়ে গেল তোমার ইংরেজি?'

'হ্যাঁ,' নির্লজ্জের মত হেসে জবাব দিল সে।

গা জ্বলে উঠল আমার। এক লাফে ছুটে গেলাম লোকটার টুঁটি চেপে ধরার জন্যে। তৈরিই ছিল যেন সে। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। ইতিমধ্যে ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর থেকে বের করে ফেলেছে একটা ছুরি। হিংস্র দাঁত বের করা হাসি মুখে।

আরও খেপে উঠলাম আমি। সাবধানে লোকটার চোখে চোখ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। বয়সের তুলনায় একটু বেশিই জোর আমার গায়ে। আরও অনাহার অর্ধাহারে দুর্বল, দেহের গড়নও ছোটখাট। কিছুই করতে পারল না

BanglaBook.org

লোকটা। এক ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল চিত হয়ে। হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা।

ছুরি আর ওর জুতো জোড়া তুলে নিয়ে রওনা হলাম আমি। উৎফুল্ল গলায় বললাম, 'আসি তাহলে, কেমন?' এই পাথুরে পথ ধরে খালি পায়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতে আক্কেল হয়ে যাবে ব্যাটার। কিছুদূর এসে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পথের পাশে।

আধ ঘণ্টা পর বিশাল দেহী, ছেঁড়া পোশাক পরা এক লোককে দেখলাম পথে। বেশ দ্রুত হাঁটছে। কাছে পৌঁছে দেখলাম লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ ঠাহর করছে সে। অন্ধ নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ হাঁটলাম তার পাশাপাশি। হঠাৎ দেখলাম তার কোটের পকেটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ইস্পাতের একটা পিস্তলের বাঁট। এমন একজন অন্ধ লোকের পিস্তল কি কাজে লাগে ভেবে পেলাম না।

এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম লোকটার সাথে। আমার পথ প্রদর্শক সম্পর্কে বললাম। বেশ গর্বের সাথেই বললাম, শেষ পর্যন্ত তার দশা আমি কি করেছি। তাকে পাঁচ শিলিং দিয়েছি শুনে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা যে আমি ঠিক করে ফেললাম, বাকি দুই শিলিং-এর কথা উচ্চারণও করব না। ভাগ্য ভাল লোকটা অন্ধ না হলে আমার লাল হয়ে যাওয়া গাল দেখে বেশ মজা পেত।

'খুব বেশি দিয়ে ফেলেছি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বেশি মানে! এক পাত্র ব্র্যান্ডি খাইও আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দেব টরোসে-তে।

'আপনি অন্ধ, কি করে আমাকে পথ দেখাবেন?'

'শোনো হে ছোকরা, আর কোন জায়গায় না হোক, অন্তত মুল দ্বীপের প্রতিটা পাথর, প্রতিটা ঝোপ আমার চেনা। চলো আমার সাথে, গেলেই বুঝতে পারবে।'

অন্ধ ভদ্রলোকের সাথে চলতে লাগলাম আমি।

BanglaBook.org

সতেরো

টরোসে থেকে মূল ভূখণ্ডের কিনলোচ্যালিন পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করে একটা খেয়া জাহাজ। দুই উপকূলেরই বেশির ভাগ লোক ম্যাকলিন গোত্রের। খেয়ায় যারা পারাপার হয় তাদেরও সবাই ওই গোত্রের মানুষ। খেয়া জাহাজটার ক্যাপ্টেনের নাম নিল রয় ম্যাকরব। অ্যালানদের গোত্রের একটা উপগোত্র হলো ম্যাকরব। কথাটা জানা ছিল আমার। তাই খেয়ায় ওঠার পর যখন শুনলাম ক্যাপ্টেনের নাম ম্যাকরব তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, একা একা ভদ্রলোকের সাথে একটু আলাপ করব। 'অ্যালান সম্পর্কে কিছু হয়তো বলতে পারবেন উনি,' ভাবলাম মনে মনে। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন তাঁকে একা পাই।

লোকে গিজ গিজ করছে খেয়া। এগোচ্ছে খুব ধীর গতিতে। বাতাস নেই তেমন ফলে পাল খুব একটা কাজে আসছে না। যাত্রীদের অনেকেই সাহায্য করছে

দাঁড় টানায়

সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। সাগরে তার রশ্মি পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। বাতাস একেবারে তাজা, নির্মল। আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এমন আবহাওয়ায়। কেউ কেউ গান ধরেছে। কিছুক্ষণের ভেতর বেশির ভাগ যাত্রীই গলা মেলাল তাদের সাথে।

প্রণালীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি আমরা। করুণ একটা দৃশ্য চোখে পড়ল এই সময়। বিরাট একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কিনলোচ্যালিন-এর দিক থেকে। মানুষের ভীড়ে কালো হয়ে আছে তার ডেকগুলো। দূর থেকেই শুনতে পেলাম মানুষের আহাজারি। নিকট আত্মীয় কেউ মরে গেলে লোকে যেমন করে বিলাপ করে ঠিক তেমন বিলাপ করছে জাহাজের যাত্রীরা। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না প্রথমে।

ধীরে ধীরে কাছাকাছি হলো খেয়া আর জাহাজ। এবার বুঝলাম আহাজারির কারণ। দেশান্তরীদের বহন করছে জাহাজটা। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ভাগ্যের সন্ধানে চলেছে আমেরিকায়। চোখে রঙিন স্বপ্ন। তাই বলে কি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার বেদনা ভোলা যায়?

জাহাজটার একেবারে কাছে নিয়ে গেলাম আমরা খেয়া। দেশত্যাগীদের অনেকে ঝুঁকে এল রেলিং-এর ওপর। খেয়ায় তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেষবারের মত হাত মিলানোর জন্যে বাড়িয়ে দিল হাত। করুণ একটা দৃশ্য। অনেকেরই চোখের কোনায় টলমল করছে জল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জাহাজটা। ক্রমে বাড়ছে খেয়ার সাথে দূরত্ব। হঠাৎ করুণ সুরে, একটা বিদায় সঙ্গীত গেয়ে উঠল আমাদের একজন। একসেকেন্ড পরেই তার সাথে গলা মিলাল আরেকজন। তারপর আরেকজন। একটু পরেই দেখলাম খেয়ার প্রায় সবাই গাইছে। জাহাজ থেকেও ভেসে আসছে একই গানের সুর। উপকূলে যারা ছিল তারা শুনতে পেল সম্মিলিত কণ্ঠের এই গান। তারা গলা মেলাল আমাদের সঙ্গে। সবাই কাঁদছে।

একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল জাহাজটা। কিন্তু গান থামল না।

অবশেষে কিনলোচ্যালিন-এ পৌঁছুল খেয়া। গান থেমে গেল। আরোহীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল নামার জন্যে। আমি এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে।

খেয়ার শেষ লোকটা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি অ্যালান ব্রেককে খুঁজছি, অ্যালান ব্রেক স্টুয়ার্ট। ওর কোন খবর দিতে পারবেন আপনি?' পকেট থেকে একটা শিলিং বের করে এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

শিলিংটা দেখে ভদ্রলোকের চেহারা যা হলো সে দেখার মত। কটমটিয়ে চাইলেন আমার চোখে চোখে।

'ভদ্রলোকের সাথে এমন ব্যবহার! কোথায় শিখেছ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি এবার রূপোর বোতামটা বের করলাম। ওটা

দেখে একটু যেন নরম হলো মিস্টার নিল রয়-এর চাউনি।

'প্রথমে কেন দেখাওনি ওটা, অ্যাঁ?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি। 'তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তুমিই সেই রুপোর বোতামওয়ালা ছোকরা, নাকি?'

'জি।'

'বেশ, তোমাকে সাহায্য করব আমি। সেরকমই নির্দেশ আছে আমার ওপর। কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিই, অ্যালান ব্রেকের নাম উচ্চারণ কোরো না কারও সামনে। আর তোমার এ নোংরা পয়সাও সেধো না কোন ভদ্রলোককে। আমরা এ এলাকার মানুষরা আর যা-ই হই ভিক্ষুক নই।'

অ্যালানের মত ক্যাপ্টেন নিল-ও গরীব কিন্তু খুবই আত্মসম্মানী।

ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবলাম ভদ্রলোকের কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হলো না আমার পক্ষে। যা-হোক আমার সঙ্গে খুব বেশিক্ষণ আলাপে উৎসাহী হলেন না উনি–হয়তো শুরুতেই চটিয়ে দিয়েছি বলে। পকেট থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'এই চিরকুটটা তোমাকে দিতে বলে গেছে অ্যালান,' গলা খাদে নামিয়ে বললেন তিনি।

আমি অবাক হলাম একটু। হাত বাড়িয়ে নিলাম কাগজটা। তাতে লেখা:

'কিনলোচ্যালিন-এর সরাইখানায় রাতটা কাটিয়ে সকালে রওনা হবে আমার বাড়ি অ্যাপিন-এর পথে। অ্যাপিন-এ পৌঁছে সোজা অচার্ন এ চলে যাবে। আমার চাচাতো ভাই জেমস স্টুয়ার্টকে পাবে সেখানে। ও তোমাকে সাহায্য করবে।'

এরপর আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

'সব সময় ক্যাম্পবেলদের থেকে দূরে থাকবে,' বললেন তিনি। 'লাল-কোর্তাদের কাছ থেকেও। হঠাৎ যদি কখনও ওদের সামনে পড়ে যাও পথ ছেড়ে ঝোপে লুকিয়ে পড়বে...' মোট কথা, একজন জ্যাকবাইটের ক্যাম্পবেল বা লাল-কোর্তাদের দেখে যেমন আচরণ করা উচিত আমাকেও তেমন করতে বিশেষ ভাবে শিখিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নিল রয়।

নিশ্চয়ই আমাকে জ্যাকবাইট ধরে নিয়েছেন ভদ্রলোক।

উপদেশে কান বোঝাই করে সরাইখানায় গেলাম আমি। জঘন্য একটা জায়গা। ধোঁয়ায় ভর্তি। বিছানায় ছারপোকার রাজত্ব। অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত আমি, শোয়ার সাথে সাথে তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। কয়েক মিনিটের ভেতর তৈরি হয়ে নেমে এলাম পথে।

কিছুক্ষণ পর ছোটখাট অথচ শক্তপোক্ত নিঃসঙ্গ এক লোকের কাছাকাছি পৌঁছুলাম আমি। সাদাসিধে অথচ সুন্দর পোশাক পরে আছেন। দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। গভীর মনোযোগের সাথে একটা বই পড়ছেন। একটু পর পরই বই থেকে চোখ তুলে পথ দেখে নিচ্ছেন। অবাক হলাম আমি। বাহ, ভাল লোক তো! পথ চলছে বই পড়তে পড়তে! পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় একটু

BanglaBook.org

ঝুঁকে দেখলাম, বইটা বাইবেল। কি মনে হতে এগিয়ে না গিয়ে ভদ্রলোকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমি।

একটু পরেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। এবার আর পথের দিকে নয়, আমার দিকে তাঁর চোখ।

'কি, হে, কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলেন, যেন কতদিন ধরে চেনেন আমাকে।

'অ্যাপিন-এ,' জবাব দিলাম আমি।

'আসছ কোত্থেকে?'

ভাবনায় পড়ে গেলাম। কি বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।

কোত্থেকে আসছ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আসলে রওনা হয়েছিলাম এসেনডিন থেকে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিলাম। 'আপাতত আসছি মুল থেকে।'

পরিষ্কার বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলাম লোকটার চোখে।

'এসেনডিন থেকে!'

'হ্যাঁ,' আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ তাঁকে দিলাম না; আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু, আপনি কে? বাইবেল পড়তে পড়তে চলছেন কোথায়?'

জবাবে ভদ্রলোক জানালেন তার নাম হেন্ডারল্যান্ড। এখানকার রাজপ্রতিনিধি, গির্জার পুরোহিত-ও। গ্রামের মানুষেদের ধর্মের কথা শোনানোর জন্যে বেরিয়েছেন এই সাত সকালে।

কিছুক্ষণ আলাপ করে বুঝলাম ভদ্রলোক বেশ জ্ঞানী, প্রচুর পড়াশোনা। পথচারীদের সবাই বিশেষ ভাবে সম্মান দেখাচ্ছে তাঁকে। কেন জানি না তাঁর বেশ পছন্দ হলো আমাকে। তাঁর কাজের ধারা সম্পর্কে জ্যাকবাইটদের সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন। কিছুক্ষণের ভেতর বুঝে ফেললাম তিনি জ্যাকবাইট নন কিন্তু তাঁদের বিরোধীও নন। এটা বুঝতে পারার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম অ্যাপিন-এর কৃষকদের সম্পর্কে। তাদের সঙ্গে লাল শেয়ালের বিরোধের বিষয়েও জানতে চাইলাম।

'ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্য তাই না?' বললেন তিনি। 'নিজেরাই খেতে পায় না, অথচ দ্বিতীয় একটা কর দেয় আর্ডশিয়েলকে। কেন? বলো, মিস্টার ব্যালফোর, (ইতিমধ্যে এক ফাঁকে আমার নাম জেনে নিয়েছেন মিস্টার হেন্ডারল্যান্ড)?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

এই আর্ডশিয়েল লোকটার ভীষণ প্রভাব প্রজাদের ভেতর। আর কিছু নয়, দেশে থাকতে প্রজাদের ভাল মন্দের খোঁজখবর রাখত, তাতেই এতটা অর্জন করেছে ও।' হঠাৎ চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। একটু পরে বললেন, 'যত যা-ই বলি, ব্যাপারটা আসলে দুঃখজনক। গোত্র প্রধানকে কর দিতে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকতে হচ্ছে প্রজাদের। অন্যদিকে লাল শেয়াল আসছে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে। অবশ্যই সরকার আছে ওর পেছনে। ওর কথা হলো, দেশের জন্যে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছে এমন লোককে কর দিয়ে নিশ্চয়ই অপরাধ

BanglaBook.org

করেছে কৃষকরা। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। আইনত ঠিক কথাই বলছে ও।' আবার থামলেন মিস্টার হেন্ডারল্যান্ড। তারপর, 'আমি জ্যাকবাইট নই,' গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে তাঁর। 'তবু এইসব চাষীদের প্রশংসা না করে পারি না। আর্ডশিয়েলকে সত্যিই ভালবাসে ওরা। আত্মত্যাগের একটা ব্যাপার আছে এর ভেতর।'

'লাল শেয়াল কি সত্যি সত্যিই ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করবে চাষীদের?' আমার প্রশ্ন।

'কাল আসার কথা ওর। সঙ্গে থাকবে লাল-কোর্তা বাহিনী। আমার ধারণা ঝামেলা হবে। বুঝলে হে, ঝামেলা হবে, মস্ত ঝামেলা। অ্যাপিনের স্টুয়ার্টরা ভীষণ হিংস্র। ওরা খুন করবে ওকে। কোন সন্দেহ নেই আমার।'

কথা বলতে বলতে লিনহে লক-এ পৌঁছুলাম আমরা। মিস্টার হেন্ডারল্যান্ডের অনুরোধে তাঁর বাড়িতেই কাটালাম রাতটা। পরদিন সকালে এক জেলের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন তিনি, নৌকায় করে হ্রদের ওপারে অ্যাপিন-এ পৌঁছে দেবে আমাকে।

আঠারো

দুপুরের একটু আগে রওনা হলাম আমরা অ্যাপিন-এর পথে। আকাশ মেঘলা। তবে একটু পরপরই মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সূর্য। সে সময়টায় ঝিকমিকিয়ে উঠছে হ্রদের পানি। দুপাশে উঁচু পাহাড়ের সারি। নির্জন। যখন সূর্য থাকছে না তখন কেমন বিষণ্ন আর অন্ধকার। আর সূর্য উঠলেই হয়ে উঠছে রূপালী উজ্জ্বল।

রওনা হওয়ার একটু পরেই উত্তর দিকে জলের ঠিক কিনারে লাল কিছুর ওপর পড়ল সূর্যকিরণ। লালের মাঝে দু'এক জায়গায় ঝিক করে উঠল রূপালী আলো। একবার দেখেই বুঝতে পারলাম, কি ওগুলো। রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। লাল পোশাক পরা লাল-কোর্তা! সূর্যের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠছে তাদের চকচকে রূপালী শিরোস্ত্রাণ, তরবারি।

আমার মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ওগুলো। মাঝিও বলল, ওগুলো লাল-কোর্তাই হবে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে অ্যাপিন-এর দিকে যাচ্ছে, সম্ভবত হতভাগ্য কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্যে।

দৃশ্যটা দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলল আমাকে। আমি জ্যাকবাইট নই, তবু কখন যে এই দরিদ্র কৃষকদের আপন ভাবতে শুরু করেছি নিজেও টের পাইনি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল নৌকা অ্যাপিন-এর দিকে। মাঝি ব্যালা-চুলিশ নামক এক ঘাটে নামিয়ে দিতে চাইল আমাকে। কিন্তু আমি চাইলাম আর একটু এপাশে নামতে। ব্যালাচুলিশ-এ নামলে আমার গোপন গন্তব্যে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য হবে।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত আমার পীড়া-পীড়িতে অ্যাপিন-এর লেটারমোর (বা লেটারভোর, দুভাবেই নামটা উচ্চারণ করতে শুনেছি আমি) নামক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিল মাঝি।

জায়গাটা জংলা। খাড়া একটা পাহাড়ের ঢালে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর বার্চগাছ। তার মাঝখান দিয়ে অচার্ন-এর দিকে চলে গেছে পাহাড়ী একটা পথ। পথের পাশের কিছু দূরে একটা ঝর্ণা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আমি ঝর্ণাটার কাছে। বসলাম। মিস্টার হেন্ডারল্যান্ডের দেয়া ওটের রুটি বের করলাম পুঁটুলি থেকে।

খাওয়া শুরু করতেই একরাশ চিন্তা এসে হানা দিল মাথায়। অ্যালানের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? আইনের বাইরের লোক ও। হয়তো খুনোখুনিতেও জড়িয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ওর কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকাই আমার জন্যে মঙ্গলজনক নয় কি? কি করব আমি? যাব অ্যালানের কাছে? না ফিরে যাব দক্ষিণে নিজের দেশে? মিস্টার হেন্ডারল্যান্ডের কথা মনে পড়ল, 'অ্যাপিনের স্টুয়ার্টরা ভীষণ হিংস্র,' তাঁর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখিনি আমি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করলাম। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। মানুষের চেঁচামেচির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। ঝট করে মুখ তুলে তাকালাম রাস্তার দিকে। চারজন মানুষকে দেখলাম। এদিকেই আসছে। পথ দুর্গম আর সরু বলে একজনের পর একজন লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে আনছে।

একেবারে সামনের লোকটা বিশালদেহী। চুলগুলো লাল। দ্বিতীয় জনের পরনে কালো পোশাক, মাথায় সাদা পরচুলা। চেহারাই বলে দিচ্ছে লোকটা আইনজীবী। তৃতীয় জনের পোশাক ভৃত্যের মত। আর চতুর্থজন শেরিফ।

বিশালদেহী লালচুলো লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'অচার্ন-এ যাওয়ার পথ কোন্‌টা দয়া করে বলবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

লোকটার উদ্ধত লাল মুখটা খেয়াল করলাম এতক্ষণে। ধূর্ত চাউনি চোখে। লাল চুল তো আগেই দেখেছি। এই কি সেই বিখ্যাত লাল শেয়াল? প্রশ্নটা জাগল মনে, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলাম না।

'অচার্ন?' উল্টো প্রশ্ন করল লোকটা। 'অচার্ন-এ কেন যাচ্ছ তুমি?'

আইনজীবী এসে দাঁড়াল তার পাশে। অন্য দু'জন রইল একটু দূরে। পাথরের মূর্তির মত অনড়। জবাব দেয়ার জন্যে সবে মুখ খুলেছি, এমন সময় একটা গুলির শব্দ। তীব্র একটা আর্তনাদ বেরোল লাল চুলওয়ালা বিশালদেহীর গলা চিরে। পরমুহূর্তে হাত-পা ছড়িয়ে কাটা গাছের মত চিত হয়ে পড়ে গেল সে।

'গ্লেনিউর!' চেঁচিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল আইনজীবী। ঝুঁকে পড়ে বিশালদেহীর মাথাটা তুলে নিল কোলের ওপর।

'গ্লেনিউর!' আবার চিৎকার করল সে। 'কি হলো, গ্লেনিউর!'

'গ্লেনিউর! গ্লেনিউর-এর কলিন রয় ক্যাম্পবেল। তার মানে সত্যিই লোকটা

লাল-শেয়াল! অবাক চোখে তাকালাম আমি তার দিকে।

'ওহ! ওরা আমাকে খুন করল, মুঙ্গো!' কোনরকমে উচ্চারণ করল লাল-শেয়াল। মাথাটা তার হেলে পড়ল পেছন দিকে। চমকে ওঠার মত করে কেঁপে উঠল শরীর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

আস্তে কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আইনজীবী। নির্বাক। মুখটা সাদা হয়ে গেছে ছাই-এর মত। চোখ দুটো এখনও স্থির লাল-শেয়ালের মুখের ওপর। শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠল ভৃত্য। আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম শুধু।

শেরিফ দৌড়ে গেছে তার সৈনিকদের ডেকে আনার জন্যে। এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা। পাহাড়ের দিকে তাকালাম আমি। দূরে একটা লোককে দেখতে পেলাম। এ-ও বিশালদেহী। কালো কোট পরনে। ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের আড়ালে আড়ালে ছুটে যাচ্ছে। হাতে বন্দুক। নিঃসন্দেহে ও-ই খুন করেছে লাল-শেয়ালকে। এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। চিৎকার করে বললাম, 'ওই তো খুনী! ওই তো পালাচ্ছে।' তারপরই ছুটলাম আমি লোকটাকে ধরার জন্যে।

'থামো!' বজ্রকঠিন গলায় রাস্তা থেকে ভেসে এল একটা আদেশ। 'থামো এক্ষুণি!'

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আইনজীবী হাতের ইশারায় ডাকছে আমাকে। শেরিফ কয়েকজন সৈনিক নিয়ে ফিরে এসেছে। সে-ও হাত তুলেছে আমাকে থামতে বলার জন্যে।

ওরা আমাকে ফিরে যেতে বলছে, খুনীর পেছনে ছুটতে বারণ করছে। কেন?

'আপনারা এদিকে আসুন,' পাল্টা চিৎকার করলাম আমি। 'ওই তো ওখানে খুনী। আমি দেখেছি। আর দেরি করলে, পালাবে।'

আমার কথা গ্রাহ্য করল না কেউ। আইনজীবীর চিৎকার শুনতে পেলাম, 'যে ওই ছোকরাকে ধরে দিতে পারবে দশ পাউন্ড দেব তাকে। ও-ও আছে ষড়যন্ত্রে। আমাদের এখানে থামানোর জন্যেই ওকে পাঠিয়েছে বদমাশগুলো!'

সর্বনাশ! ওরা ভেবেছে খুনীকে সাহায্য করার জন্যে আমি এসেছি! ভয়ানক এক ভয়ের স্রোত নেমে এল আমার শরীর বেয়ে। নড়তে পারলাম না আমি। হাত-পা জমে গেছে যেন। ভাবতে পর্যন্ত পারছি না কিছু। দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে, অসহায়ের মত।

দশ পাউন্ড পুরস্কারের কথা শোনামাত্র নড়ে উঠেছে সৈনিকরা। দ্রুত পাথর টপকে টপকে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে চারদিক থেকে। কিন্তু আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মত। কি করব কিছু বুঝতে পারছি না।

'জলদি!' হঠাৎ একটা গলা ভেসে এল ওপাশের একটা ঝোপের পেছন থেকে। 'এই যে, এদিকে। ছুটে এসো।'

মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল আমার মস্তিষ্ক। কি করতে হবে বুঝে ফেলেছি। কে

BanglaBook.org

ডেকেছে তা-ও বুঝতে পেরেছি। সৈনিকদের দিকে তাকালাম একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওরা আমাকে। বাকি আছে একটা দিক সেদিক থেকেই এসেছে আহ্বান। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটলাম ঝোপটার দিকে।

এক নিঃশ্বাসে পৌঁছুলাম ঝোপের পেছনে। অ্যালান ব্রেক দাঁড়িয়ে সেখানে। হাতে একটা মাছ ধরা ছিপ।

'আমার সঙ্গে এসো!' ব্যস্ত কণ্ঠে বলেই ছুটল ও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

আমিও পাহাড়ী ভেড়ার মত লাফাতে লাফাতে চললাম ওর পেছন পেছন।

উহ! কি দৌড়ানোটাই না দৌড়ালাম। কখনও গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে, কখনও ছোট ছোট পাথরের চাঁই-এর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, কখনও ঝোপের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে ছুটে চললাম আমরা। এত জোরে যে মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে এক্ষুণি।

কুঁজো হয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একেকবার সোজা হয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে অ্যালান। সাথে সাথে পেছন থেকে ভেসে আসছে সৈনিকদের সম্মিলিত চিৎকার, 'ওই যে ওখানে।'

প্রায় সিকি ঘণ্টা পর একটা ঝোপের আড়ালে থামল অ্যালান। সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর ফিরল আমার দিকে।

'এবার,' ফিসফিস করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও, 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ডেভিড, প্রাণে বাঁচতে চাইলে আমি যা করি তাই করো।'

বলেই উঠে দাঁড়াল অ্যালান। ঝট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পেছনে শত্রুর দিকে, তারপর ছুটল আবার। তবে এবার অনেক সাবধানে, মাথা নিচু করে, যেন পেছন থেকে দেখতে না পায় ওরা। আমিও ছুটলাম পেছন পেছন।

আগের মতই প্রাণপণে, পাহাড়ের পাশে পাশে দৌড়ে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম প্রায় সেখানে ফিরে এলাম আমরা। এবার একটু উপরে উঠে এসেছি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, না হলে বলা যেত, ঠিক সেখানেই ফিরে এসেছি। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল অ্যালান। কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সে। আমিও। গলার কাছটা শুকিয়ে কাঠ। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বুক জুড়ে। মনে হচ্ছে জিভ বের হয়ে আসবে। অ্যালানের পাশে শুয়ে পড়লাম আমিও।

BanglaBook.org

উনিশ

অ্যালানই প্রথমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। একদম হাঁপাচ্ছে না। আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল বনের প্রান্তে। সাবধানে ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর ফিরে এল।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ, ডেভিড!'

কিছু বললাম না আমি। মুখও তুললাম না মাটি থেকে। আমার সামনেই খুন

হয়েছে লোকটা। প্রাণবান বিশাল একটা মানুষ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতা এখনও বিহ্বল করে রেখেছে আমাকে। এমন একটা মানুষ খুন হয়েছে যাকে ঘৃণা করে অ্যালান। এবং খুনটা হওয়ার পরই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে ও। কেন? ও কি জড়িত এই খুনের সাথে? যদি হয়, কিভাবে? আমি দেখেছি বন্দুক হাতে অন্য একজনকে দৌড়ে পালাতে। তাহলে কি করে অ্যালান জড়িত হয় এই খুনের সঙ্গে? ওর নির্দেশেই হয়েছে খুনটা? না, কিছু ভাবতে পারছি না আমি। অ্যালান যদি খুনী হয়, নিদেনপক্ষে খুনীর সহযোগী, আজই শেষ ওর সাথে আমার সম্পর্ক।

'এখনও হাঁপাচ্ছ নাকি তুমি, ডেভিড?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'না,' মাথা না তুলে জবাব দিলাম আমি। 'হাঁপাচ্ছি না··· এবার আমাকে যেতে হবে, অ্যালান। তোমাকে সত্যিই খুব পছন্দ হয়েছিল আমার। কিন্তু–কিন্তু···'

'মানে!? তুমি চলে যাচ্ছ নাকি, ডেভিড? কোথায়? কেন?'

'হ্যাঁ, অ্যালান। তোমার আর আমার পথ এক নয়, ঈশ্বরেরও নয়। আমাদের এবার আলাদা হতেই হবে।'

'কেন? তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ এ তো ভাবতেই পারছি না! কারণটা অন্তত বলো। কেন হঠাৎ করে আমার সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠল তোমার কাছে? বলো, ডেভিড।'

'অ্যালান,' বললাম আমি, 'তুমি জানো কলিন ক্যাম্পবেল, তোমার ভাষায় লাল-শেয়াল মরে পড়ে আছে সামনের রাস্তায়, আমাদের ঠিক নিচেই।'

'হ্যাঁ, জানি। এবং তোমার ধারণা কীর্তিটা আমার, তাই না, মিস্টার ব্যালফোর শ? তাহলে শোনো, লোকটাকে যদি আমি খুনই করতে চাইতাম তাহলে কখনও নিজের এলাকায় করতাম না। এখানে অমন কিছু করলে আমার নিজের লোকদের ওপরই কেবল বিপদ নেমে আসবে। তাছাড়া–তাছাড়া আমার কাছে কোন অস্ত্র আছে? বন্দুক? তলোয়ার? দেখতেই পাচ্ছ, মাছ ধরার একটা ছিপ ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে। তাহলে বলো কি করে আমি খুন করলাম লোকটাকে?'

'হুঁ। তা বটে!'

কাপড়ের নিচ থেকে লম্বা একটা ছোরা বের করল অ্যালান। ফলাটা হাতের মুঠোয় ধরে গাঢ় স্বরে বলল, 'এই আমি পবিত্র ইস্পাত ছুঁয়ে শপথ করছি, ডেভিড, আমি খুন করিনি লাল-শেয়ালকে। কোনভাবেই আমি জড়িত নই ব্যাপারটায়। আমার নির্দেশে ঘটেনি এ কাজ, আমার সমর্থনও ছিল না ওতে।'

'ওহ্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি ওর দিকে। 'আমাকে বাঁচালে তুমি, অ্যালান।'

হাতটা ধরল না অ্যালান, যেন দেখতেই পায়নি।

'এই হলো ক্যাম্পবেলদের নিয়ে যন্ত্রণা,' বলল ও।

ওর কথায় কান দিলাম না আমি। বললাম, 'জাহাজে যে কথা বলেছিলে

BanglaBook.org

তারপর আমাকে দোষ দিতে পারো না, অ্যালান। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যা বলেছিলে সেই মত কাজ করোনি তুমি। উহ! ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোকের প্রাণ নিয়ে নেয়া! আমি ভাবতেই পারি না!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম আমি। তারপর আবার বললাম, 'তুমি জানো কে করেছে কাজটা? কালো কোট পরা ওই লোকটাকে তুমি চেনো?'

'ভাল করে মনে নেই আমার লোকটার চেহারা,' ধূর্ত একটু হেসে বলল অ্যালান। 'পলকের জন্যে মাত্র দেখেছিলাম। আচ্ছা, কোটটার রঙ তুমি কি বলছ? কালো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি নীল দেখেছি।'

'কালো হোক আর নীলই হোক, তুমি চেনো না ওকে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। ও যখন আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে যায় আমি তখন জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম।'

'শপথ করে বলতে পারো, তুমি চেনো না ওকে?'

'না, তা বলতে পারি না। তবে একটা কথা কি জানো, ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, বুঝলে, ডেভিড?'

'দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ হঠাৎ সোজা হয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলে কেন? লাল-কোর্তারা যেন তোমাকে দেখতে পায়, তাই না? ওরা তোমার পেছনে ছুটুক এই ফাঁকে পালিয়ে যাক আসল খুনী, এই তো তুমি চেয়েছিলে ঠিক কি না, অ্যালান?'

'অ্যাঁ, তোমার ধারণা ভুল তা আমি বলব না, ডেভিড। লোকটা বুঝে হোক, না বুঝে হোক ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে গেছে। আমারই গোত্রের মানুষ, এখন ওকে সাহায্য করব না? এর ভেতর খারাপটা কি দেখছ তুমি?'

'না, খারাপ কিছু নেই।' আবার আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

দুহাতে ধরল ও আমার হাতটা। বলল, 'এখনও তুমি কোন অপরাধ করোনি, ডেভিড। যদি করতে তবু হয়তো তোমাকে ক্ষমা করতাম। সত্যিই বলছি, তোমাকে ভীষণ ভাল লেগেছে আমার।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ। 'ডেভিড, এক্ষুণি এখান থেকে ভেগে পড়তে হবে আমাদের। সারা অ্যাপিনে এখন তল্লাশি চালাবে লাল-কোর্তারা। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায় যেমন, ঠিক তেমন করে।'

'তাতে আমার ভয়ের কি?' বললাম আমি। 'আমি কোন অপরাধ করিনি। আমার দেশের আইন তো অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে।'

'যেন এটা তোমার দেশ!'

'নয়তো কি? এটা স্কটল্যান্ড নয়?'

'স্কটল্যান্ড, তবে ইংল্যান্ড নয়। শোনো, ডেভিড, তুমি বুঝতে পারছ না একজন ক্যাম্পবেল খুন হয়েছে! খুনী অথবা খুনীর সহযোগী সন্দেহে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে একজন বিচারকের সামনে যে একজন ক্যাম্পবেল। বিচার সভায় যারা জুরি থাকবে তারাও ক্যাম্পবেল। এই পরিস্থিতিতে কি বিচার তুমি আশা করো? লাল-শেয়ালের ভাগ্যে যে বিচার জুটেছে তোমার কপালেও তাই জুটবে।'

স্বীকার করছি, অ্যালানের এই ব্যাখ্যা শুনে আমি একটু শঙ্কিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাব আমরা, অ্যালান?'

'তুমি কোথায় যাবে সেটা তুমি ঠিক করবে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাব দক্ষিণে নিচু এলাকার দিকে।'

দক্ষিণে, নিচু এলাকার দিকে! দক্ষিণের নিচু এলাকায়ই তো আমার বাড়ি। শ বাড়ি, আমার উত্তরাধিকার রয়েছে সেখানে। ফিরে গিয়ে ওসব দাবি করতে হবে আমাকে। পাষণ্ড এবেনের চাচাকেও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। মুহূর্তে ভাবনাগুলো চক্কোর দিয়ে গেল আমার মাথায়।

'তোমার সঙ্গে যাব আমি, অ্যালান,' অবশেষে আমি বললাম।

'ভাল করে ভেবে দেখো, ডেভিড। যত সহজ ভাবছ তত সহজ হবে না ব্যাপারটা। ওরা হন্যে কুকুরের মত তাড়া করবে আমাদের। প্রচণ্ড কষ্ট করতে হবে। শীত আর ক্ষুধা সহ্য করতে হবে। অনেক রাতে হয়তো ঘাস হবে বিছানা আর আকাশ হবে ছাদ। আমি অভ্যস্ত এ জীবনে, কিন্তু তুমি কি পারবে ওসব সহ্য করতে? অবশ্য এ ছাড়া কোন পথও দেখছি না সামনে। হয় পালাতে হবে, এবং এমন কষ্ট করেই, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।'

'আমি যাচ্ছি, অ্যালান, তোমার সাথে। অবশ্য তুমি যদি না নিতে চাও তাহলে ফাঁসিতে ঝুলব, আর কি করা যাবে!'

'বেশ, বেশ।'

হাত বাড়িয়ে দিল ও আমার দিকে। দুই ভাইয়ের মত হাত মেলালাম আমরা।

'লাল-কোর্তারা এখনও আছে না চলে গেছে আগে দেখে আসি চলো,' বলল অ্যালান। তারপর আমার হাত ধরে এগোল বনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের দিকে।

মোটা একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল ও। চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখার পর ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

'এখনও আছে ওরা। হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওরা স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি, আমরা এখানে ফিরে এসেছি। যাক, ভালই হয়েছে, ওরা খুঁজতে থাকুক, এই ফাঁকে এসো কিছু মুখে দিয়ে নি, তারপর আগে যাব অচার্ন-এ আমার চাচাত ভাইয়ের বাসায়। ওখান থেকে কাপড় চোপড় পাল্টে রওনা হয়ে যাব দক্ষিণের পথে।'

আবার বসলাম আমরা। পকেট থেকে খাবার বের করল অ্যালান, আমার সঙ্গেও কিছু ছিল। দু'জনেরটাই ভাগাভাগি করে খেলাম দু'জনে।

'আচ্ছা, ডেভিড, তুমি অ্যাপিন-এ পৌঁছুলে কি করে?' খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'সে লম্বা গল্প, পরে এক সময় বলব। তার চেয়ে তুমি বলো, তোমরা কভেন্যান্ট থেকে তীরে এলে কি করে।'

'সে-ও লম্বা গল্প। আমি আগে জানতে চেয়েছি, সুতরাং তুমি আগে বলবে। তারপর আমি শোনাব আমার কাহিনি।'

BanglaBook.org

অগত্যা বলতে হলো অ্যালানকে। সাগরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে এখানে ওর সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত কি কি ঘটেছে আমার জীবনে সব খুলে বললাম।

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ আমাদের। অ্যালান উঠে উঁকি দিল আবার। নেই লাল কোর্তারা। অচার্ন-এর পথে রওনা হলাম দু'জন পাহাড় আর বনের ভেতর দিয়ে।

'এবার তোমার কাহিনি, অ্যালান,' কিছু দূর হাঁটার পর বললাম আমি।

শুরু করল অ্যালান।

'বিশাল ঢেউটাকে আসতে দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। চিৎকার করে তোমাকে সাবধান করতে যাব, তার আগেই দেখি ভেসে গেছ তুমি। মুহূর্তের জন্যে একবার দেখলাম তোমাকে ঢেউটার মাথায় তারপর হাজার খুঁজেও আর তোমার পাত্তা পেলাম না। এর ভেতরে আগেরটার চেয়ে বড় আরেকটা ঢেউ এসে পড়েছে। নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি, অন্যরাও। ঝটপট নৌকায় উঠে পড়লাম সবাই। প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের সামনেটা উঠে গিয়েছিল, পেছনটা চলে গিয়েছিল পানির নিচে; এবারের ঢেউ ডুবিয়ে দিল সামনেটা, পেছনটা রইল উপরেই। ওহ, ফোরক্যাস্‌লের ভেতর কিভাবে বন্যার তোড়ের মত পানি ঢুকছিল তা যদি দেখতে!' সে দৃশ্য স্মরণ করে এখনও একবার শিউরে উঠল অ্যালান। 'আহত নাবিক যারা ভেতরে ছিল তাদের মরণ আর্তনাদ মুহূর্তের জন্যে শুনতে পেয়েছিলাম আমরা। তারপরই খেয়াল করলাম ঢেউয়ের মাথায় নাচছে আমাদের নৌকা। নাবিকদের চিৎকার আর শুনতে পাইনি। বেচারাদের জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমাদের।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এসে গেল আরেকটা ঢেউ। পুরো জাহাজটাই এবার আছড়ে পড়ল ডুবো পাহাড়ের ওপর। সামান্য সময়ের জন্যে বাতাস লেগে ফুলে উঠল পালগুলো। সাঁ করে কাত হয়ে গেল কভেন্যান্ট। তারপরই মনে হলো অদৃশ্য কোন হাত যেন পাতালের দিকে টানছে জাহাজটাকে। একটু পরে হারিয়ে গেল সেটা সাগরের তলে।

'প্রাণপণে দাঁড় টানছে নাবিকরা। ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক সহজ হয়ে গেল ওদের কাজ। কিছুক্ষণের ভেতর তীরে পৌঁছে গেলাম আমরা। ক্যাপ্টেন হোসিসন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবার। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। কোনরকমে নেমে দাঁড়াল সৈকতের ওপর। পরক্ষণে এক লাফে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। চিৎকার করে তার নাবিকদের উদ্দেশ্যে বলল, তাদের যত দুর্গতি সবকিছুর মূলে নাকি আমি। আমাকে এবার একা পাওয়া গেছে। ওরা লাঠি সোটা নিয়ে আসুক, পিটিয়ে লাশ বানাবে আমাকে।

'কিন্তু কোন খালাসী এগোনোর আগেই সেই ছোটখাট মানুষটা···কি যেন নাম? ওই যে, লাল চুলওয়ালা···?'

'রিয়াক,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, রিয়াক, ও ছুটে গিয়ে একটা দাঁড় তুলে নিল। নাবিকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: "খবরদার, এর গায়ে কেউ হাত দিয়েছ কি মরেছ!" আমার ধারণা

লোকটা আসলে তত খারাপ নয়। ওই হোসিসনের কুবুদ্ধিতেই বোধহয় হামলা চালিয়েছিল আমাদের ওপর।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললাম আমি। 'আমার সঙ্গেও প্রথম দিকে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল লোকটা।'

'নাবিকরা একবার রিয়াকের দিকে একবার হোসিসনের দিকে তাকাতে লাগল,' বলে চলল অ্যালান। 'কয়েক সেকেন্ড পরেই একজন একজন করে এসে দাঁড়াতে লাগল রিয়াকের পেছনে। একজন তো হোসিসনকে বলেই বসল, "তুমিই যত নষ্টের গোড়া, বদমাশ কোথাকার। কি দরকার ছিল লোকটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর?"

' "তোমার পথে তুমি যাও, ভাই। আমরাও চলে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন থাক এখানে," আমার দিকে তাকিয়ে রিয়াক বলল। তারপর সত্যিই খালাসীদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে সৈকতের ওপর দিয়ে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হোসিসন। ওরা চলে যাওয়ার পর আমার দিকে ফিরল। ওর চোখে তখনও সেই অসহায় দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম, তারপর হাঁটতে শুরু করলাম আমিও।'

বিশ

সন্ধ্যা ঘুরে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। বন বাদাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চলেছি আমরা। অন্ধকারে চলতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না অ্যালানের। এ অঞ্চলের পথ ঘাট সব ভাল করে চেনা ওর। আমি কেবল অন্ধের মত ওকে অনুসরণ করে চলেছি।

অবশেষে রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছুলাম আমরা। বিরাট একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি নিচে। জানালাগুলো আলোকিত। উঠানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা আলো। সম্ভবত বাতি হাতে আসা যাওয়া করছে মানুষজন।

'ওই যে, জেমস স্টুয়ার্টের বাড়ি,' বলল অ্যালান। তারপর হঠাৎই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু, হচ্ছে কি ওখানে? এত মানুষ আসা যাওয়া করছে! সৈন্যরা কি আগেই পৌঁছে গেছে আমরা আসতে পারি সন্দেহ করে? মনে হয় না,' শেষের কথাটা বিড় বিড় করে, যেন নিজেকে শোনানোর জন্যেই বলল ও।

এক মুহূর্ত বিরতি নিল অ্যালান। তারপর উঁচুগ্রামে তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজাল তিনবার।

প্রথম শিস বাজার সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল চলমান আলোগুলো। দ্বিতীয়টার সময়ও স্থির রইল। তৃতীয় শিসটা যখন বাজাল অ্যালান তখন আবার নড়াচড়া শুরু হলো। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল আলোর মালিকরা।

BanglaBook.org

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম শিসের মাহাত্ম্য। সঙ্কেত দিল অ্যালান, ও এসেছে।

নেমে গেলাম আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। বাড়িটার চারপাশে কাঠের বেড়া। উঠানের সামনাসামনি একটা ফটক। ফটকের সামনে পৌঁছে দেখলাম দীর্ঘদেহী পৌরুষদীপ্ত চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে। অ্যালানকে দেখেই গেলিক ভাষায় কথা বলে উঠল সে।

বাধা দিয়ে অ্যালান বলল, 'স্কচ ভাষায় বলো, জেমস। আমার সাথে এক তরুণ ভদ্রলোক আছে বাড়ির দক্ষিণে। আমাদের ভাষা বুঝবে না ও।' আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার জেমস স্টুয়ার্টের দিকে ফিরল অ্যালান। 'দারুণ ছেলে। ওর নিরাপত্তার খাতিরে আপাতত নামটা প্রকাশ করছি না।'

সহৃদয় ভঙ্গিতে আমাকে সম্ভাষণ জানাল জেমস স্টুয়ার্ট। তারপর আবার তাকাল অ্যালানের দিকে।

'ভয়ানক ঘটনাটা ঘটল শেষ পর্যন্ত!' বলল সে। 'এবার কি বিপদ যে আসবে দেশের ওপর জানি না।'

'বিপদ আসুক আর যা-ই আসুক, লোকটার মৃত্যু চাইতাম আমরা এতে তো কোন সন্দেহ নেই?'

'তা চাইতাম। কিন্তু এখানে, আমাদের এই অ্যাপিনে এমন কিছু ঘটুক কক্ষনো চাইনি! এর দায় কে ঘাড়ে নেবে, অ্যালান? অ্যাপিনে ঘটেছে ঘটনা, অ্যাপিন-এর মানুষকেই মূল্য দিতে হবে এর জন্যে। আমার কথাটা একবার ভাবো। আমার স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে। ওরা নির্দোষ। তাই বলে কি ওরা মাফ পাবে লাল-কোর্তাদের কাছে?'

জেমস স্টুয়ার্ট আর অ্যালান যখন এসব আলাপ করছে তখন আমি মুখ ঘুরিয়ে ভাল করে দেখছি বাড়িটা। সব জায়গায় মানুষ যাচ্ছে, আসছে। মই বেয়ে চালের ওপর উঠছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ লোকেরই হাতে বন্দুক, পিস্তল, তলোয়ার এবং আরও নানা ধরনের অস্ত্র। বাড়ির ভেতর থেকে, চাল থেকে, গোলাঘর থেকে বের করে লুকিয়ে রাখার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে, পাহাড়ে বা বনে। লাল-কোর্তারা এসে যেন কোন অস্ত্র না পায় বাড়িতে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ সময় অল্পবয়েসী এক কাজের মেয়ে কাঁধে একটা বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

'কি নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক মত গুছিয়ে রাখছি আমরা,' জবাব দিল জেমস স্টুয়ার্ট। 'লাল-কোর্তারা এলে সন্দেহ করার মত কিছু যেন না পায়। অস্ত্রশস্ত্র সব সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় তোমার ফরাশি পোশাকগুলো নিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রের সঙ্গে ওগুলোও মাটিতে পুঁতে রেখে আসবে।'

'আমার ফরাশি পোশাক মাটিতে পুঁতে রেখে আসবে!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যালান। 'মাথা খারাপ নাকি? ওগুলো পরার জন্যেই তো এলাম এতদূর!' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার কাছ থেকে বোঁচকাটা নিয়ে নিল ও। তারপর ঢুকল

BanglaBook.org

বাড়ির ভেতর।

আমি আর জেমস স্টুয়ার্ট অনুসরণ করলাম ওকে। পোশাক বদলানোর জন্যে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল অ্যালান। জেমস স্টুয়ার্ট রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল আমাকে। নিজেও বসল একটা চেয়ারে। দুশ্চিন্তার রেখা তার কপালে। বাড়ির সবাই যেন তটস্থ হয়ে আছে। জেমস-এর স্ত্রীকে দেখলাম আগুনের সামনে বসে কাঁদছে অসহায়ভাবে। তার বড় ছেলে মাটিতে বসে এক বোঝা কাগজপত্র পরীক্ষা করছে। একটা বা দুটো কাগজ আগুনে ফেলে দিচ্ছে সে। অন্যগুলো গুছিয়ে রাখছে যত্নের সাথে। চাকর-বাকরেরা ছোটাছুটি করছে; একবার বাইরে যাচ্ছে আবার ভেতরে আসছে। একটু পরপরই অধীনস্থ কোন্ কৃষক আসছে। কিছু জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেয়ে চলে যাচ্ছে আবার ত্রস্ত পায়ে।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না জেমস। উঠে পায়চারি শুরু করল। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে একবার তাকাল আমার দিকে।

'ভীষণ অস্থির হয়ে আছে মনটা,' বলল সে। 'তোমার সঙ্গে যে একটু স্বস্তিতে কথা বলব তা-ও পারছি না। কিছু মনে করছ না তো তুমি? আসলে ভয়ানক বিপদ আমাদের সামনে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে লাল-কোর্তারা। আর ওরা যদি আসে স্রেফ বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়বে।'

একটু পরেই বুঝলাম সত্যি কেমন অস্থির হয়ে আছে সে। বেখেয়ালে একটা দরকারী কাগজ আগুনে ফেলে দিল ছেলেটা, হঠাৎ করেই নজরে এল জেমস-এর। এক লাফে ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে সমানে থাপ্পড় মেরে চলল। আমি, একজন বাইরের মানুষ যে সেখানে রয়েছি তাতে কোন বিকারই হলো না তার।

একটু পরে যখন অ্যালান ফিরল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমি। ফরাশি পোশাক পরে এসেছে ও। চমৎকার দেখাচ্ছে। আসলে যে কোন পোশাকেই দারুণ লাগে ওকে।

এরপর পোশাক বদলানোর পালা আমার। জেমস-এর এক ছেলে আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর। নতুন এক প্রস্থ পোশাক দিল। আমারগুলো খুলে ঝটপট পরে নিলাম সেগুলো। তারপর ফিরে এলাম রান্নাঘরে। রওনা হওয়ার জন্য তৈরি আমরা এখন। কিন্তু সমস্যা হলো টাকা পয়সা নিয়ে। আমার কাছে আছে দুটো গিনি। আর অ্যালানের কাছে মাত্র সতেরো পেন্স। জাহাজে থাকতে ওর কাছে যে গিনিগুলো দেখেছিলাম সেগুলো আর্ডশিয়েলকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ফ্রান্সে যাচ্ছে এমন এক বিশ্বস্ত জ্যাকবাইট-এর হাতে দিয়ে দিয়েছে ও। এখন ওর পকেটে আছে ওই সতেরো পেন্সই। জেমস স্টুয়ার্টও বিশেষ কিছু দিতে পারল না।

'মাত্র এই ক'টাকা নিয়ে এত দূরের পথ যাব কি করে?' বলল অ্যালান।

'অ্যালান,' বলল জেমস, 'এক্ষুণি রওনা হতে হবে তোমাকে! আপাতত কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকো। পরে আমাকে জানিও কোথায় আছ, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। এখন টাকার জন্য দেরি করলে তুমিও মরবে আমিও মরব। ওরা খুঁজছে তোমাকে। আমার বাড়িতে যদি পায় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, পারছি। ঠিক আছে আমরা তাহলে যাই। দরকার পড়লে টাকার জন্যে লোক পাঠাব, নয়তো আমি নিজেই আসব। তুমি ভেবো না।' আমার দিকে ফিরল অ্যালান। 'চলো ডেভিড, আমরা রওনা হই। দুই গিনি সতেরো পেন্সই ভরসা।'

বেরিয়ে এলাম আমরা জেমস স্টুয়ার্টের বাড়ি থেকে। রাতের আঁধারের সাথে মিশে এগিয়ে চললাম পুব দিকে।

একুশ

রাতের আঁধারের সাথে মিশে এগিয়ে চলেছি আমরা। কখনও হাঁটছি, কখনও দৌড়াচ্ছি। ভোর যত কাছিয়ে আসছে হাঁটার চেয়ে দৌড়ানোর পরিমাণ তত বাড়ছে। উপরে উপরে দেশটাকে জনশূন্য মনে হলেও ঘরবাড়ি আছে এখানে–যদিও অনেক ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের খাঁজে নির্জন জায়গায়। সে সব বাড়িতে আছে মানুষজন। ইতিমধ্যে অমন গোটা বিশেক বাড়ি পেরিয়ে এসেছি আমরা। প্রতিটার সামনে থেমেছে অ্যালান। দরজা ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে গৃহস্বামীকে জাগিয়েছে। তারপর জানিয়েছে কলিন রয় ক্যাম্পবেলের মৃত্যু সংবাদ।

বারবার থেমে এমন সময় নষ্ট করছে কেন জিজ্ঞেস করলাম অ্যালানকে। জবাবে ও বলল, এদেশের রীতিই নাকি ওরকম। কারও বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর থাকলে গৃহস্বামীকে তা জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের ফল হলো ভোর হয়ে যাওয়ার পরও নিরাপদ কোন আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারলাম না আমরা।

ফাঁকা একটা উপত্যকায় এসে পড়েছি। চারদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু একটা খরস্রোতা নদী। আশপাশে বাড়িঘর তো দূরের কথা লুকানোর মত গাছপালাও নেই। কেবল পাহাড় আর পাথর।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অ্যালানের মুখের চেহারা যা হলো সে দেখবার মত। জোর করে কেউ যেন নিম পাতার শরবত গিলিয়ে দিয়েছে।

'এ জায়গার ওপর নজর রাখতে বাধ্য ওরা,' সন্ত্রস্ত গলায় বলল ও।

তারপর আর কিছু না বলে প্রাণপণে ছুটল নদীর দিকে। তিন পাথরের মাঝে যেখানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে নদীর ধারা সেখানে পৌঁছে ডানে বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা দীর্ঘ এক লাফ দিয়ে নদী পেরিয়ে উঠে পড়ল মাঝখানের পথটার ওপর। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল তাল সামলানোর জন্যে। অ্যালানের এই আচরণ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি। এক সেকেন্ড পরে আমিও ছুটলাম নদীর দিকে। অ্যালানের ভঙ্গি অনুকরণ করে লাফিয়ে নদী পেরিয়ে উঠে পড়লাম পাথরটার ওপর।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি আমরা ছোট্ট পাহাড়ের মত পাথরটার ওপর। খরস্রোতা নদীর জল পাথরে বাধা পেয়ে ছিটকে উঠছে। আমাদের চোখ মুখে এসে

BanglaBook.org

লাগছে পানি।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসতেই পকেট থেকে একটা ব্র্যান্ডির বোতল বের করে আমার মুখের সামনে ধরল অ্যালান। প্রায় জোর করে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি খাইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে আসতে চাইল আমার। এক সেকেন্ড পর অ্যালান তার মুখটা আমার কানের কাছে এনে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'লাফ দাও, নয়তো মরো!' এবং তক্ষুণি আমার দিকে পেছন ফিরে আগের মত দীর্ঘ এক লাফে ও চলে গেল নদীর ওপারে।

পাথরটার ওপর একা আমি এখন। অ্যালানের দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখ ওর। ইশারায় লাফিয়ে চলে যেতে বলছে ওপারে। পাথর থেকে নদীর ওপারের দূরত্ব বেশ খানিকটা। অন্য সময় হলে সাহসই পেতাম না লাফ দেয়ার। কিন্তু এখন, প্রাণের ভয়ে না ব্র্যান্ডির প্রভাবে জানি না, নির্ভয়ে লাফ দিলাম। ওপরে পৌঁছুলামও। কিন্তু কপাল খারাপ আমার, পা হড়কে গেল। হাত দুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম পাথরের পাড়। হাত-ও পিছলে গেল। সময় মত অ্যালান এসে ধরায় বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। নয়তো পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোতের মুখে ভেসে যেতাম নির্ঘাত।

টেনে হেঁচড়ে পাড়ের ওপর ওঠাল আমাকে অ্যালান। দম নেয়ার জন্যে সময় দিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর, 'এসো!' বলেই ছুটল আবার, প্রাণ ভয়ে ভীত খরগোশের মত। অগত্যা আমিও ছুটলাম ওর পেছন পেছন। বেশ দূরে বিরাট একটা পাথরের চাঁইয়ের কাছে পৌঁছে থামল ও।

বলেছি বিরাট একটা পাথর, আসলে দুটো পাথর। মাথার দিকে হেলান দিয়ে আছে একটার সাথে অন্যটা। উচ্চতা আনুমানিক বিশ ফুট। প্রায় খাড়া উঠে গেছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, কিছুতেই ওঠা যাবে না ওপরে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ওটার ওপরেই ওঠার চেষ্টা করছে অ্যালান। প্রথম দু'বার ব্যর্থ হলো। তৃতীয় বারের বার উঠে পড়তে পারল ওপরে।

উঠেই কোমর থেকে লম্বা চামড়ার বেল্টটা খুলে ঝুলিয়ে দিল অ্যালান। বলল, 'শক্ত করে ধরো! আমি টেনে তুলছি তোমাকে!'

স্বয়ংক্রিয়ের মত হাত দুটো উঠে গেল আমার। বেল্টটা ধরলাম। টানতে লাগল অ্যালান। আমিও পাহাড়ে পা বাধিয়ে চেষ্টা করলাম ওঠার। একটু পরে পৌঁছে গেলাম উপরে।

পাথর দুটোর চূড়া এক জায়গায় মিলে একটা গর্ত মত তৈরি করেছে। তশরী বা থালা যেমন হয় অনেকটা তেমন। অনায়াসে তিন চারজন মানুষ শুয়ে থাকতে পারবে সেখানে, বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন এখানে এসেছি আমরা। স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে অ্যালানের চোখে মুখে।

'যাক, বাবা,' বলল ও, 'অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'উহ, কি মারাত্মক ভুলটাই না করেছি! না না, তোমার দোষ নেই, আমিই দায়ী।'

'মানে! কি ভুল আবার করলে তুমি?'

BanglaBook.org

'কি ভুল শুনবে? আমি অ্যালান ব্রেক স্টুয়ার্ট পথ ভুল করেছি, তাও আবার আমার নিজের দেশ অ্যাপিন-এ। যাহোক, আগামীতে আর এমন ভুল হবে না আশা করি। এবার তুমি শুয়ে পড়ো। একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি পাহারায় থাকছি।'

বিনাবাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লাম আমি দুই পাথরের চূড়ার মাঝখানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারব না, হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মত একটা অনুভূতি হওয়ায় জেগে গেলাম। দেখলাম, আমার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছে অ্যালান।

'শ্ শ্ শ্,' ফিসফিস করে বলল ও, 'তুমি দেখি নাক ডাকছ!'

'তাই নাকি? যা ক্লান্ত হয়েছি ডাকবে না-ই বা কেন?'

পাথরের কিনার থেকে সামান্য মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিল অ্যালান। একটু পরে আমাকেও ডাকল দেখার জন্যে।

সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আকাশ মেঘশূন্য পরিষ্কার। পাথরের চূড়া থেকে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। প্রায় আধমাইল মত দূরে নদীর তীরে একটা শিবির, লাল-কোর্তাদের। বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে তার মাঝখানে। সৈনিকদের কয়েকজন রান্না করছে। বাকিরা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বা বসে রয়েছে। কাছেই উঁচু একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী। তার চকচকে শিরোস্ত্রাণ আর অস্ত্রগুলো রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। নদীর তীরেও বেশ কয়েকজন প্রহরী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে চারপাশে। কিছু ঘোড়সওয়ার সৈনিককেও দেখলাম। টহল দেয়ার ভঙ্গিতে একবার চলে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে।

একপলক তাকিয়েই দেখে নিলাম এতগুলো জিনিস। আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়। শুয়ে পড়লাম।

'দেখেছ, ডেভি,' বলল অ্যালান, 'যা ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক তাই বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ। আর একটু দেরি হলেই ওদের চোখ এড়াতে পারতাম না। এখনও যে আমরা খুব একটা নিরাপদ তা নয়, ওই উঁচু পাহাড়গুলোয় উঠে দূরবীন চোখে তাকালেই দেখে ফেলবে আমাদের। সান্ত্বনা একটাই, আপাতত ওরা কেউ পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে না! দিনটা কোনরকমে কেটে গেলে হয়। রাতে হয়তো পালানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'রাতের তো বহু দেরি। ততক্ষণ কি করবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শুয়ে থাকব এখানে।'

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। এখনও আমরা শুয়ে আছি সেই পাথরের ওপর। কিছুক্ষণ পরপরই অ্যালান কিনারে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ফিরে এসে জানাচ্ছে, লাল-কোর্তাদের বর্তমান অবস্থা। টহল দিতে দিতে এদিকে চলে এসছে ওরা। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আঁতিপাঁতি করে কিছু একটা খুঁজছে উপত্যকায়। আমাদেরকেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশেষে আরও নেমে গেল সূর্য। পাহাড় আর পাথরের দীর্ঘ ছায়া পড়ল উপত্যকার পুব দিকে। সৈন্যরাও এসে পড়েছে আমাদের পশ্চিম পাশে।

BanglaBook.org

'এসো!' ফিসফিস করে বলল অ্যালান। তারপর নিঃশব্দে গড়িয়ে নেমে গেল যেদিকে ছায়া পড়েছে সেদিকে।

ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতর। সৈন্যরা এত কাছে এসে গেছে তবু অ্যালান নেমে পড়ল কেন বুঝতে পারছি না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমিও নামলাম। দেখলাম, পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়েছে অ্যালান। আমাকেও ইশারায় শুয়ে পড়তে বলল।

এক ঘণ্টারও বেশি সেখানে শুয়ে রইলাম আমরা। প্রতি মুহূর্তেই ভয়, এই বুঝি পাথরের এপাশে এসে পড়ল লাল-কোর্তরা! ওদের হৈ চৈ, চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। ঘোড়ার খুরের শব্দও। শ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছি আমি। ঈশ্বরের নাম জপছি। এবার আর রক্ষা নেই। পাথরটার এপাশে না আসার কোন কারণ নেই লাল-কোর্তাদের!

কিন্তু ভাগ্য ভাল আমাদের, এল না ওরা। পাথরটার পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গেল বীর বিক্রমে। ঘোড়ার শব্দ, হৈ চৈ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

'এই সুযোগ!' বলল অ্যালান। চলো তো দেখি, ছায়ায় ছায়ায় কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারি কিনা!'

ছুটল অ্যালান। পেছন পেছন আমি। এক পাথর থেকে অন্য পাথরের আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছি! অ্যালান উঁকি দিয়ে দেখছে সৈনিকদের অবস্থা। তারপর দিক ঠিক করে মাথা নুইয়ে আবার ছুটছি অন্য একটা পাথরের দিকে।

সন্ধ্যা নাগাদ বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলাম আমরা। পাথরের আড়ালে আড়ালে থামতে হচ্ছে বার বার, ফলে খুব দ্রুত ছুটতে পারছি না। তবু যেটুকু এগোলাম, আমার ধারণা, কম নয়। এখন আর তত ভয় লাগছে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে ওঠে আমাদের এখন সে অবস্থা।

অবশেষে এমন একটা জায়গায় এলাম, ভয়, শঙ্কা, মরিয়া ভাব সব লুপ্ত হয়ে গেল সামনে চমৎকার ছোট্ট একটা ঝরনা। টলটলে ঠাণ্ডা পানি বয়ে যাচ্ছে কুল কুল করে। সব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। উপুড় হয়ে মুখ ডুবিয়ে দিলাম পানিতে। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঠাণ্ডা পানির এই পরশটুকু যে কি ভাল লাগল তা যদি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম! বুভুক্ষের মত চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিলাম পানি। আহ! কি স্বাদ সে পানির!

আমরা শুয়ে রইলাম সেখানে। ঝরনার উঁচু পাড় সৈনিকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করছে আমাদের। সুতরাং চিন্তা নেই। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পানি খেলাম। একটু পরে আবার। গায়ের কাপড় খুলে ফেলে সারা শরীর ধুয়ে নিলাম। যতক্ষণ না শীত লাগতে শুরু করল ততক্ষণ এমন চালিয়ে গেলাম।

গা, হাত, পা মুছে কাপড় চোপড় পরলাম অবশেষে। খাবারের পুটুলি থেকে লোহার একটা পাত্র আর খানিকটা যবের ছাতু বের করল অ্যালান। ছাতুটুকু পাত্রে নিয়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাখল। সারা দিনের অনাহারের পর যথেষ্ট ভাল লাগল এ সামান্য খাবার! ইতিমধ্যে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। আবার রওনা হলাম আমরা।

বাইশ

ভোর হওয়ার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা বিশাল এক পাহাড়শ্রেণীর মাথায় একটা চূড়া। নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। চূড়ার এক পাশে নিচু একটা পাথুরে গুহা। বার্চ গাছের সারি মাথা তুলেছে পাহাড়ের ঢালে। কিছু দূরে অন্য এক পাহাড়ের ঢালে পাইনের বন। দূরে তাকালে দেখা যায় সাগরের সরু একটা বাহু অ্যাপিন থেকে আলাদা করে রেখেছে দেশটাকে।

চূড়ার নাম হিউগ অভ করিনাকিয়েগ। সাগরের খুব কাছে হলেও উচ্চতার কারণে প্রায়ই মেঘে ঢেকে থাকে ওটা সে সময় গুহার বাইরে এলে ভিজে যেতে হয়। তা সত্ত্বেও পাঁচটা দিন খুব আনন্দের সাথেই কাটিয়ে দিলাম এই চূড়ায়।

গুহায় ঘুমালাম। পাহাড়ের ঢাল থেকে কেটে আনা ঘাস দিয়ে বিছানা করলাম। শীত নিবারণ করলাম অ্যালানের বিরাট ঝুল কোট দিয়ে। দিন কাটল নদী থেকে মাছ ধরে আর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। মাঝে মাঝে আমাকে তলোয়ার চালানোর নানা কৌশল শেখাল অ্যালান।

'আমরা যে করিনাকিয়েগ-এর চূড়ায় আশ্রয় নিতে পারি তা ওদের মাথায় আসতেই অনেক দিন লাগবে,' প্রথম দিন ভোরে বলল অ্যালান। 'এবার আমরা জেমস-এর কাছে খবর পাঠাতে পারি।'

'খবর পাঠাবে! কি করে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আশপাশে মানুষজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'দেখোই না, কি করে পাঠাই।'

খোঁজাখুঁজি করে একটা জায়গা বের করল ও যেখানে কখনও কেউ আগুন জ্বেলেছিল। কাঠ কয়লা পাওয়া গেল সেখানে। এক টুকরো কাঠ যোগাড় করে সেটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ক্রসের চেহারা দিল। তারপর কয়লা ঘষে কালো করে ফেলল ক্রসের চার প্রান্ত।

'আমার বোতামটা দিতে পারবে?' সংকুচিত ভাবে বলল সে, ভাবখানা উপহার দেয়া জিনিস ফেরত চাইতে লজ্জা লাগছে।

দিলাম আমি। ঝুল কোটের কোনা থেকে সরু এক চিলতে কাপড় কেটে নিয়ে তা দিয়ে ক্রসের সাথে বোতামটা বেঁধে দিল অ্যালান। তারপর সেটার সাথে বাঁধল সরু একটা বার্চের ডালের টুকরো আর একটা পাইন-এর টুকরো। সন্তুষ্ট ভঙ্গি ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

'হ্যাঁ, হয়েছে,' বলল অ্যালান। 'এটা বানালাম কেন জানো?'

'কেন?'

'কাছেই একটা গ্রাম আছে। খুব ছোট যদিও, তবু গ্রাম। ওখানকার অনেকেই আমার বন্ধু—খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের সম্পর্কে আমি ঠিক

BanglaBook.org

নিশ্চিত নই। বন্ধু হতেও পারে না-ও হতে পারে। এর ভেতর নিঃসন্দেহে ক্যাম্পবেলরা ঘোষণা করে দিয়েছে, আমাদের ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেয়া হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ ওই মুহূর্তে এ গ্রামে যাওয়া পুরোপুরি নিরাপদ নয় আমার জন্যে। আবার ওখানে না যেতে পারলে জেমসের কাছে খবর পাঠানোও সম্ভব নয়।' একটু থামল অ্যালান। তারপর আবার বলতে লাগল, 'তাই ভেবে চিন্তে এই বুদ্ধিটা বের করেছি। গভীর রাতে গ্রামের সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে জন ব্রেক ম্যাককল নামের এক বন্ধুর বাড়ির জানালায় এটা রেখে আসব।'

'তাতে কি লাভ হবে? গ্রাম পর্যন্ত যখন যাবেই তাকে জাগিয়েই তো খবরটা দিয়ে আসতে পারো?'

'তা পারি, কিন্তু দেব না। ওকে জাগাতে গেলে ওর বউ ছেলে মেয়েও জেগে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওরা সবাই জেনে যাবে, গভীর রাতে অ্যালান ব্রেক এসেছিল বাড়িতে। তারপর যদি মুখ ফস্কেও ওরা শত্রুভাবাপন্ন কারও কাছে প্রকাশ করে দেয় কথাটা তখন অবস্থা কি হবে কল্পনা করতে পারো?'

'হুঁ, পারছি,' বললাম আমি। 'কিন্তু তোমার এই বিদঘুটে জিনিস রেখে আসলে কি লাভ হবে?'

'হবে হবে। শোনো বলছি: এই ক্রসটা দেখেছ তো, অনেকটা আগুনে ক্রস-এর (Fiery cross) মত করে তৈরি করেছি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের গোত্রের একটা সঙ্কেত হলো আগুনে ক্রস। এর অর্থ, সমবেত হও তবে এক্ষুণি কিছু ঘটিয়ে বোসো না। লোকটা যখন সকালে উঠে দেখবে জানালায় একটা আগুনে ক্রস রেখে গেছে কে যেন, অথচ কিছু লেখা নেই তাতে, তখন তার মাথায় যে কথাটা আসবে তা হলো: ব্যাপার কি, পুরো গোত্রকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে কে? তাও আবার গোপনে! এরপর আমার বোতামটা চোখে পড়বে তার–আসলে ওটার মালিক ডানকান স্টুয়ার্ট। তখন সে মনে মনে বলবে: ডানকানের ছেলে, নিশ্চয়ই আমার সাহায্য চায়। তার মানে কাছাকাছি কোথাও আছে সে।'

'বেশ,' বললাম আমি, 'ও বুঝল কাছাকাছি কোথাও আছ তুমি। তাতে কি হলো? ঠিক কোথায় আছ তা তো আর বুঝতে পারবে না!'

'পারবে। বার্চ আর পাইন-এর ছোট টুকরো দুটো দেখে ওর মনে আসবে: বার্চ আর পাইন গাছ আছে এমন কোন বনে লুকিয়ে আছে অ্যালান। তখন ও চিন্তা করবে, কোথায় আছে এমন বন। এবং ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে একবার আসবে করিনাকিয়েগ-এ। আমি বলছি, ডেভিড, যদি ও না আসে আমার নাম বদলে রাখব।'

'বুঝলাম, কিন্তু এত সব অনিশ্চয়তার ভেতর না গিয়ে ওর জানালায় একটা চিঠি রেখে আসলে হত না?'

'হত না। সাকুল্যে দুই বছর পাঠশালায় গেছে ম্যাককল। চিঠি রেখে আসলে ওটা পড়ানোর জন্যে হয়তো শত্রুপক্ষের কারও কাছেই যেতে হবে ওকে।'

BanglaBook.org

সে রাতেই চলে গেল অ্যালান। অদ্ভুতদর্শন আগুনে ক্রসটা জন ব্রেক ম্যাককলের জানালায় রেখে ঘণ্টা কয়েকের ভেতরই ফিরে এল। বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমালাম।

পরদিন সকাল থেকে চারদিকে নজর রাখতে লাগল অ্যালান, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কেউ উঠে আসে কিনা। দুপুরের দিকে আশা পূর্ণ হলো ওর। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে ডাকল আমাকে, দেখে যাও, ডেভিড! আমার কথা ঠিক কি না!'

জোরে একবার শিস বাজাল ও। ঘুরে দাঁড়াল ঢাল বেয়ে উঠে আসা লোকটা। কয়েক পা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আবার শিস দিল অ্যালান। আরও এগিয়ে এল লোকটা।

বছর চল্লিশেক বয়েস হবে তার। মুখভর্তি দাড়ি, দেখে বুনো বুনো মনে হয়। গুটি বসন্তে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। শতছিন্ন একটা পোশাক পরনে। জঘন্য ইংরেজি বলে, তবু তাকে গেলিক-এ কথা বলতে দিল না অ্যালান। জেমস স্টুয়ার্টের কাছে একটা খবর নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাল ও। এক কথায় রাজি হলো ম্যাককল। খবরটা লিখে দিতে বলল অ্যালানকে। কারণ মুখে মুখে বলে দিলে নির্ঘাত ও ভুলে যাবে কি বলতে হবে।

কিন্তু বললেই তো আর লিখে দেয়া যায় না! এই বিজন-বিভুঁই জায়গায় কাগজ কলম কালি পাওয়া যাবে কোথায়? অ্যালানই সমাধান করল সমস্যাটার। খুঁজে খুঁজে কলম বানানোর মত একটা ঘুঘুর পালক জোগাড় করল বন থেকে। ছুরি দিয়ে চেঁছে কলম বানাল সেটা দিয়ে। নদী থেকে পানি এনে তাতে বারুদ গুলে এক ধরনের কালি বানাল। তারপর ফরাসী সেনাবাহিনীর নিয়োগপত্রটার এক কোনা ছিঁড়ে লিখল:

'প্রিয় ভাই,

'দয়া করে পত্রবাহকের কাছে টাকা দিয়ে দেবে। ও জানে আমি কোথায় আছি।

'তোমার স্নেহের
'এ.এস'

চিঠি নিয়ে চলে গেল জন ব্রেক ম্যাককল।

তিন দিনের ভেতর কোন খবর পেলাম না তার। তৃতীয় দিন বিকেল পাঁচটার দিকে বনের ভেতর থেকে একটা শিসের আওয়াজ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অ্যালান। ওপরে উঠে এল ম্যাককল। অ্যাপিনের খবরাখবর দিল অ্যালানকে। সে জানাল, এর ভেতরে সারা অ্যাপিন তোলপাড় করে ছেড়েছে লাল-কোর্তারা। বহু কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে। এমন কি কয়েকজন চাকরসহ জেমস স্টুয়ার্টকেও বন্দী করা হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম-এ। ও টাকা নিয়ে আসার পর ধরেছে জেমসকে, ওখানে শত্রু মিত্র সবার ধারণা অ্যালান ব্রেকই হত্যা করেছে কলিন ক্যাম্পবেলকে। অ্যালান ব্রেক আর নাম না জানা এক সতেরো বছর বয়েসী

BanglaBook.org

ছেলেকে ধরে দেয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে একশো পাউন্ড। খবরগুলো দেয়ার পর সবুজ রঙের ছোট্ট একটা থলে বের করে দিল ম্যাককল।

থলেটা খুলল অ্যালান। চারটে সোনার গিনি আর কিছু খুচরো পাওয়া গেল তার ভেতর।

'মন্দের ভাল,' বলল ও। 'কিছু না-র চেয়ে চার গিনি অনেক ভাল, কি বলো, ডেভিড?' তারপর ম্যাককলের দিকে ফিরে বলল, 'আমার বোতামটা কই?'

'হারিয়ে ফেলেছি,' ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল ম্যাককল।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যালান। 'ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি? জানো ওটা আমার বাবার দেয়া জিনিস? দেখো, জন ব্রেক, আমাকে বোকা ভেব না। ও জিনিস যে তুমি হারাবে না তা আমার ভালই জানা আছে। ভাল চাও তো দিয়ে দাও, নইলে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে তোমাকে।'

ধমকে কাজ হলো। পোশাকের নিচ থেকে বোতামটা বের করে দিল ম্যাককল। কেন যে ও এই মিথ্যাচারটুকু করল তা আজও রহস্যময় হয়ে আছে আমার কাছে। হয়তো ভেবেছিল এ মুহূর্তে বেকায়দায় আছে অ্যালান, কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ভুগতে হবে বলে শাসানোয় ভয় পেয়ে দিয়ে দিয়েছে।

একটু পরে চলে গেল লোকটা। আবার পথে নামার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম আমরা।

তেইশ

একটানা এগারো ঘণ্টা হেঁটে পাহাড়শ্রেণীর শেষ প্রান্তে পৌঁছুলাম। তখন কাক ডাকা ভোর। সামনে নিচু, এবড়োখেবড়ো, জনহীন প্রান্তর। ওটা পেরোতে হবে আমাদের। সূর্য খুব একটা ওপরে ওঠেনি, আমাদের চোখ সোজা জ্বল জ্বল করছে। হালকা কুয়াশার স্তর জমে আছে প্রান্তরের ওপর। ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে। বেশি দূর দৃষ্টি যায় না তার ভেতর দিয়ে। ওই কুয়াশার আড়ালে যদি বিশ দল অশ্বারোহী সৈনিক থাকে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সুতরাং সত্যি সত্যি সৈনিক আছে কিনা না জেনে আপাতত আর এগোনোর ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। একটা নিচু পাহাড়ের পাশে বসলাম দু'জন। খাবারের পুটুলিতে যে সামান্য খাবার অবশিষ্ট ছিল, খেয়ে নিলাম। তারপর বসলাম রণ কৌশল ঠিক করতে।

'ডেভিড,' বলল অ্যালান, 'এবার সিদ্ধান্ত নাও, রাত পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে, না এগিয়ে যাবে?'

'আঁ, আমি ক্লান্ত সন্দেহ নেই কিন্তু এখনও, যদি প্রয়োজন হয়, যতটা হেঁটেছি আরও ততটা হাঁটতে পারব।'

'হাঁটতে পারবে কি পারবে না সেটা জিজ্ঞেস করিনি, আমি জানতে চাইছি

এখন থামব না এগিয়ে যাব? আমাদের এখনকার পরিস্থিতি হলো: অ্যাপিনে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। দক্ষিণে ক্যাম্পবেলদের এলাকা, ওদিকে যাওয়ার কথা ভাবাও যাবে না। উত্তরে কোন দরকার নেই আমাদের। না তোমার, না আমার। তুমি চাও কুইন্সফেরিতে পৌঁছুতে, আমি চাই ফ্রান্সে। একমাত্র যেতে পারি পুবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কিন্তু পুব দিকের রাস্তা তো দেখছ, মরুভূমির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তার ওপরে আছে লাল-কোর্তাদের ভয়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, চারদিকে উঁচু পাহাড়; কোন একটার চূড়ায় উঠে তাকালেই দেখতে পাবে দু'জন মানুষ হেঁটে চলেছে। রাতেও একই অবস্থা। আকাশে চাঁদ থাকে।'

'দেখা যাচ্ছে রাত দিন দুটোই সমান,' বললাম আমি। 'তাহলে আর রাতের জন্যে বসে থেকে লাভ কি? চলো রওনা হই।'

অ্যালান খুশি হলো আমার সিদ্ধান্ত শুনে। মুখ তুলে তাকাল সামনে। আমিও তাকালাম। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে সূর্য। কুয়াশা মিলিয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় ধু-ধু মরুভূমির মত বিছিয়ে আছে প্রান্তরটা। জন মানুষের চিহ্নও নেই। উঁচু নিচু পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপ। অনেক দূরে কয়েকটা মরা পাইন গাছ কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। সব মিলিয়ে হতাশাজনক একটা দৃশ্য। তবে সবচেয়ে স্বস্তির কথা, লাল-কোর্তা নেই ওখানে।

রওনা হলাম আমরা পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। দূরে হলেও চারদিকে উঁচু পাহাড়। ওসব পাহাড়ের ওপর থেকে যেন দেখা না যায় সেজন্যে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে থেকে অথবা বেশি উঁচু নিচু এলাকা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। ফলে পরিশ্রম করতে হচ্ছে প্রচণ্ড। কখনও নিচু হয়ে, কখনও হাঁটু গেড়ে কখনও বা পুরো দস্তুর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে। সোজা হয়ে চলার কথা ভাবতেও ভয় লাগছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ক্লান্তিতে হাত-পা আর চলতে চাইছে না।

অবশেষে দুপুর নাগাদ বড়সড় একটা ঝোপের কাছে পৌঁছুলাম। কুকুরের মত হাঁপাচ্ছি দু'জন।

'এবার একটু জিরিয়ে নি,' বলল অ্যালান। 'তুমি শুয়ে পড়ো, আমি পাহারায় থাকছি। পরে তোমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমি শোব।'

বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘণ্টাদুয়েক পরে অ্যালান যখন জাগাল তখন মনে হলো, ঠিক মত ঘুম আসার আগেই আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমাদের কাছে কোন ঘড়ি নেই। মাটিতে একটা কাঠি পুঁতল অ্যালান। একটু দূরে একটা দাগ টেনে বলল, 'কাঠির ছায়া যখন এ পর্যন্ত আসবে তখন জাগিয়ে দিও আমাকে।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলাম। শুয়ে পড়ল অ্যালান, তক্ষুণি ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে। কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমি মাটিতে পোঁতা কাঠি আর তার ছায়ার দিকে চেয়ে। তারপর কখন যে ঝিমুনি এসেছে, আর কখন যে অ্যালানের পাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়েছি টেরও পাইনি।

BanglaBook.org

যখন ঘুম ভাঙল ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমাকে কি দায়িত্ব দিয়েছিল অ্যালান। ঝট করে চোখ ফেরালাম কাঠি আর ছায়ার দিকে। সর্বনাশ, কোথায় ছায়া? সূর্য দেখার চেষ্টা করলাম। প্রথমে সারা আকাশের কোথাও তার দেখা পেলাম না। পশ্চিম দিগন্তের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, লাল থালার মত চেহারা নিয়ে ডুবে যাচ্ছে সেটা। ভয়ে লজ্জায় মাথা ঘুরে ওঠার দশা হলো আমার। অ্যালানকে মুখ দেখাব কি করে? প্রান্তরের চারপাশে একবার চোখ বুলালাম। দক্ষিণ পূর্ব কোনায় দৃষ্টি পড়তেই ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ডের ভেতর। ঘোড়-সওয়ার সৈনিকদের একটা দল এগিয়ে আসছে। এখনও বেশ দূরে, তবে বড় ঝোপঝাড়গুলো পরীক্ষা করতে করতে আমাদের দিকেই আসছে।

আস্তে ঠেলা দিয়ে অ্যালানকে জাগালাম। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল ঘোড়-সওয়ারদের ওপর। তারপর কাঠি, আর দাগের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ ফুটে উঠল অ্যালানের চেহারায়।

'এখন কি হবে?' শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি।

'কি আর? লুকোচুরি খেলব,' বলল অ্যালান, আমি যে মারাত্মক এক অপরাধ করে ফেলেছি তা ওর মনেও পড়ল না। 'ওই পাহাড়টা দেখছ?' উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে ইশারা করল ও।

'হ্যাঁ।'

'ওটার নাম বেন অ্যালভার। ওখানে পৌঁছুতে হবে আমাদের। অনেক গুহা আছে ওই পাহাড়ে, কোনমতে একবার পৌঁছুতে পারলে লুকানোর জায়গার অভাব হবে না।'

'কিন্তু, অ্যালান, ওই ঘোড়-সওয়ারদের সামনে দিয়েই তো যেতে হবে, ওরা দেখে ফেলবে না?'

'জানি, ডেভিড। কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতে হবে। ওরা হয়তো খেয়াল করবে না। তাছাড়া এখনও অনেক দূরে ওরা। খেয়াল করলেও ওরা পৌঁছুনোর আগেই আমরা পৌঁছে যাব ওখানে। চলো!'

বলেই হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ছুটতে শুরু করল ও। আমাকেও ছুটতে হলো ওর অনুকরণে। ভঙ্গিটা যত অদ্ভুতই হোক না কেন, বেশ দ্রুত ছুটছে অ্যালান। ওর গতির সাথে তাল রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। এঁকে বেঁকে নিচু জায়গা দিয়ে ছোটার চেষ্টা করছে ও। তাতে আরও সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতর হাতের তালু আর হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণের ভেতর ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু থামলাম না আমরা। থামলে এমনিতে মরব, তার চেয়ে এভাবে যদি মরি ক্ষতি নেই। নাকে, চোখে, গলায় ধুলো ঢুকে খুস খুস করছে, পানি বেরিয়ে আসছে, হাঁচি আসছে। কোন কিছুর তোয়াক্কা করছি না। জানি সময় মত ওই পাহাড়ে পৌঁছুতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত, তাই দুনিয়ার আর কোনদিকে মন না দিয়ে একাগ্রচিত্তে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে চলেছি।

দেখতে দেখতে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় লাল হয়ে গেল চারদিক। একটু

BanglaBook.org

একটু করে কমতে কমতে এক সময় মিলিয়েও গেল সে আলো। অন্ধকার নেমে এল প্রকৃতিতে। প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা পাহাড়টার কাছে।

এই সময় কানের কাছে অ্যালানের ফিসফিস আওয়াজ শুনলাম, 'থামো!'

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে এমন বিকল হয়ে গেছে মন যে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না শব্দটা কিসের? এর অর্থ কি।

'থামো! হয়েছে, আর ছুটতে হবে না,' আবার বলল অ্যালান। এবার কথাটার অর্থ ধরতে পারল মস্তিষ্ক। থেমে পড়লাম আমি।

ঠিক তক্ষুণি শুনতে পেলাম ট্রাম্পেটের শব্দ। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম পেছন দিকে। না, আমাদের দেখেনি ঘোড়-সওয়াররা। নিজেদের প্রয়োজনেই ট্রাম্পেট বাজিয়েছে। দেখলাম, এক জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেছে সৈনিকরা। একটু পরেই আগুন জ্বালল তারা প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায়। রাতের মত আস্তানা গাড়ল সেখানে।

সুযোগ পেয়ে অ্যালানকে বললাম, 'এবার তো আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি!'

'উঁহুঁ,' বলল অ্যালান, 'আজ রাতে কোন ঘুম নেই। ঘোড়-সওয়াররা বিশ্রাম নিতে থাকুক, এই ফাঁকে বেন-অ্যালডার-এর যতখানি সম্ভব ভেতরে চলে যেতে হবে আমাদের। রাত শেষ হওয়ার আগেই ভাল একটা লুকোনোর জায়গাও খুঁজে বের করতে হবে।'

'অ্যালান,' হতাশ গলায় বললাম আমি, 'সত্যি বলছি, আমার ইচ্ছার কোন অভাব নেই, অভাব শক্তির। আর এক পা-ও এগোতে পারব না আমি!'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

ওর মুখের দিকে তাকালাম, ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু না, মুখ দেখে তা মনে হলো না। একটু ভাবলাম আমি। অসম্ভব, প্রাণ থাকতে ওর কাঁধে চড়ে যাব না। বললাম–

'ঠিক আছে, এগোও! আমি যাচ্ছি।'

প্রশংসার একটা হাসি উপহার দিল অ্যালান। যেন বলতে চাইল, 'এই তো চাই, ডেভিড!' তারপর আর সময় নষ্ট না করে ছুটতে শুরু করল।

আমার তখনকার অনুভূতির কথা লিখে প্রকাশ করার সামর্থ্য আমার নেই। ভাল মনেও নেই, আসলে কেমন অনুভব করছিলাম। শুধু মনে আছে কেমন একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে অনুসরণ করছি অ্যালান নামের একটা লোককে। প্রতিবার পা ফেলার সময় মনে হচ্ছে, এবারই শেষ, পরের পদক্ষেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। কিন্তু আশ্চর্য! পড়ে তো গেলামই না, উপরন্তু এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে হেঁটে গেলাম সারা রাত।

অবশেষে রাত শেষ হলো। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। বেন অ্যালডার পাহাড়শ্রেণীর অনেক ভেতরে চলে এসেছি আমরা। বিপদ কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনাতীত। থুথুরে দুই বুড়ো বা সবে হাঁটতে শিখছে এমন দুই বাচ্চার মত টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে

BanglaBook.org

চলেছি। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দুটো আগুনের মত লাল। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এ-সম্পর্কে কোন বোধ নেই। আমি, অ্যালান–দু'জনেরই এক অবস্থা।

ঝোপঝাড়ে ছাওয়া এক উপত্যকার ওপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। অ্যালান আগে। এক কি দু'পা পেছনে আমি। হঠাৎ একটা ঝোপ নড়ে উঠল প্রবল ভাবে। সেটার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তিন চারজন ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা মানুষ। পরমুহূর্তে চিত হয়ে পড়ে গেলাম আমরা। দু'জনেরই গলায় চেপে বসেছে একটা করে দীর্ঘ ছোরা।

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না আমার ভেতর। কোন ধস্তাধস্তি করলাম না। কোন ব্যথা অনুভব করলাম না। গলায় ছুরি চেপে বসা কিছু না, আর হাঁটতে হচ্ছে না, এতেই আমি খুশি। আমাকে চেপে ধরেছে যে লোকটা তার দিকে তাকালাম। রোদে পোড়া কালো একটা মুখ। চোখ কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু একটুও ভয় পেলাম না আমি। শুনলাম অ্যালান আর একজন হামলাকারী ফিসফিসিয়ে আলাপ করছে গেলিক ভাষায়।

একটু পরেই ছোরা সরে গেল আমাদের গলা থেকে। আমাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নেয়া হলো। মুখোমুখি বসলাম আমি আর অ্যালান। হামলাকারীদের একজন উঠে হাঁটতে শুরু করল। বাকিরা বসে রইল আমাদের ঘিরে।

'ক্লানির লোক এরা,' বলল অ্যালান। 'মন্দের ভাল। আপাতত এখানে বসে থাকতে হবে আমাদের। একজন গিয়ে ক্লানিকে জানাবে আমার আসার খবর।'

ক্লানি ম্যাকফারসন ভোরিচ গোত্রের প্রধান। ছ'বছর আগে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাকে। জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল অনেকদিন আগেই ও ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। এখন অ্যালানের মুখে এ কথা শুনে শত ক্লান্তির মাঝেও বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ক্লানি এখনও দেশে আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যালান, 'এখনও দেশে আছে, এবং নিজের এলাকায়ই আছে। রাজা জর্জের সাধ্যও নেই ওর কিছু করে।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করব, ভাবলাম আমি। কিন্তু তার আগেই অ্যালান বলল, 'উহ, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, একটু ঘুমিয়ে নিই।' ব্যস আর কোন কথা নেই, ঘুমিয়ে গেল ও।

কিন্তু আমার ঘুম এল না। মাটিতে শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম, আর নোংরা লোকগুলোর গেলিক ভাষায় আলাপ শুনতে লাগলাম।

দুপুর নাগাদ ফিরে এল সেই লোকটা ক্লানির কাছ থেকে খবর নিয়ে। জানাল, তার গোত্রপতি খুব খুশি হবে অ্যালানের মত লোককে স্বাগত জানাতে পারলে। সঙ্গে করে আমাদের জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লানি। খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

BanglaBook.org

চব্বিশ

অবশেষে ক্লানির আস্তানায় পৌঁছুলাম। পাহাড়ের পাদদেশে অদ্ভুত চেহারার একটা বাড়ি। চারপাশে ঘন বন, মাঝখানে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় বাড়িটা। পাহাড়ের খাড়া গা একটা দেয়ালের কাজ করছে। অন্য দেয়ালগুলো তৈরি কাঠের বাতা দিয়ে। ওপরে মসের আচ্ছাদন। অনেকটা ডিমের মত চেহারা। ক্লানির অনেকগুলো গোপন আস্তানার একটা এটা। এ এলাকায় বাড়িটা পরিচিত ক্লানির খাঁচা নামে।

'স্বাগতম, মিস্টার স্টুয়ার্ট,' দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল ক্লানি। 'এসো, ভেতরে এসো। তোমার বন্ধুকেও নিয়ে এসো। কি যেন নাম ওর?'

'ডেভিড ব্যালফোর, শ বাড়ির ছেলে,' বলল অ্যালান। 'কেমন আছ তুমি, ক্লানি?'

'ভাল, ভাল। এসো, ভেতরে এসো, তারপর কথা হবে।'

ভেতরে ঢুকে তিনটে গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল ক্লানি। অ্যালান আর আমার দিকে দুটো গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিজে নিল অন্যটা। তারপর বলল, 'এসো তোমার ফিরে আসা উপলক্ষে পান করি।'

তিনটে গ্লাস এক জায়গায় হলো। ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিলাম আমরা। ব্র্যান্ডিটুকু খাওয়ার প্রায় সাথে সাথে আমি চাঙা হয়ে উঠলাম। ভাল করে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। বাইরে থেকে যেমন দেখতে ভেতরেও তেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাজানো আসবাবপত্র।

একটু পরে খেতে ডাকল আমাদের ক্লানি। ঝলসানো মাংসের ওপর লেবুর রস ছিটিয়ে পরিবেশন করা হলো। কেন জানি না বেশ খিদে থাকা সত্ত্বেও খুব একটা খেতে পারলাম না আমি।

খাওয়ার পর বহু ব্যবহারে জীর্ণ তাস বের করল ক্লানি। আমার দিকে তাকাল।

'এসো খেলা যাক,' বলল সে।

ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি তাস খেলা খারাপ। ভদ্রলোকের করণীয় অকরণীয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে বাবা একদিন বলেছিলেন, 'জীবনে কখনও তাস খেলবে না, ডেভিড।'*

সুতরাং ক্লানির প্রস্তাব শোনা মাত্র ক্লান্তির অজুহাত দেখালাম আমি। বললাম, 'কিছুতেই এখন খেলতে পারব না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

খুব অবাক হলো ক্লানি। একটু ক্ষুব্ধও। তাস খেলার প্রস্তাব, বিশেষ করে তার দেয়া প্রস্তাব কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

অ্যালান বুঝল আমার সমস্যাটা। ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'সত্যিই

---

* এখানে বলা দরকার, সে যুগে তাস খেলা মানেই ছিল জুয়া খেলা।

BanglaBook.org

ও ক্লান্ত, ক্লানি। ও খেলতে পারবে না। কিন্তু আমি খেলব। তুমি তাস বাঁটো।'

অ্যালানের কথায় সন্তুষ্ট হলো না ক্লানি। বলল, 'আমার গরীবখানায় যা খুশি করার অধিকার আছে অতিথিদের। তোমার বন্ধু ইচ্ছে করলে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আমি কিছু বলব না।'

বুঝলাম রেগে গেছে লোকটা। আমার জন্যে এই দুই বন্ধুর ভেতর মনোমালিন্য হোক তা চাই না। তাই আবার মুখ খুলতে হলো আমাকে। বললাম, 'স্যার, সত্যিই বলছি, আমি ক্লান্ত। আর বেশি কি বলব, আপনার নিশ্চয়ই ছেলে আছে, আপনি বুঝবেন আশাকরি, আমার বাবাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম...'

'ব্যস, ব্যস হয়েছে, আর বলতে হবে না।' ঘরের কোনায় একটা বিছানার দিকে ইশারা করল ক্লানি। 'যাও, শুয়ে পড়ো।'

লোকটা এখনও খেপে আছে কিনা মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না। যা হোক কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। অ্যালান আর ক্লানি বসে গেল তাস নিয়ে। প্রায় সারা রাত খেলল ওরা। প্রথম থেকেই জিতছে অ্যালান। শেষ রাতের দিকে একবার ঘুম ভাঙতে দেখলাম ওর সামনে গিনির একটা স্তূপ হয়ে উঠেছে। কম পক্ষে একশোটা হবে।

দ্বিতীয় দিন ভাগ্য বদলে গেল। হারতে শুরু করল অ্যালান। দুপুরের কিছু পরে আমার কাছে ধার চাইল ও।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কেন আবার কি? ধার হিসেবে দেবে।'

'কিন্তু কেন?' আবার জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি তো কোন...'

'ডেভিড! তুমি দেবে না আমাকে ধার?'

আর কথা না বাড়িয়ে একটু রুষ্ট মনেই আমি আমার গিনি দুটো দিয়ে দিলাম ওকে।

তৃতীয় দিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। গায়ের ব্যথা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আজ খিদেও লেগেছে বেশ ভাল ভাবে।

খেয়ে দেয়ে ক্লানির খাঁচার বাইরে এলাম। চমৎকার রোদ ঝলমলে সকাল। চারদিক শান্ত। মাঝে মাঝে ক্লানির চর আর ভৃত্যরা আসছে খবরাখবর, খাবারদাবার নিয়ে। কিছুক্ষণ মুক্ত হাওয়া খেয়ে আবার ঢুকলাম খাঁচায়। এতক্ষণে খেলা শেষ হয়েছে অ্যালান আর ক্লানির। কারণ অ্যালানের কাছে আর পয়সা নেই। সব হেরে গেছে সে। আমাকে দেখেই গেলিক-এ কি যেন বলল ক্লানি।

'আমি গেলিক বুঝি না, স্যার।'

আমি যে তার সঙ্গে তাস খেলিনি সে কথা বোধহয় এখনও ভুলতে পারেনি ক্লানি। তাই আমার প্রতিটা কথায় আপত্তি করার মত কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে সে। ঝামটে উঠল, 'গেলিক জানো না! তাহলে জানোটা কি, অ্যাঁ? তোমার নামটাই তো চমৎকার গেলিক। যাকগে, যা বলছিলাম, আমার চররা খবর এনেছে, দক্ষিণের পথ পরিষ্কার। এখন বলো, যাওয়ার মত শক্তি ফিরে এসেছে তোমার গায়ে?'

BanglaBook.org

'বোধহয় এসেছে,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু যাব কি করে? আমাদের কাছে কোন টাকা নেই এখন।'

'দূর, টাকার কথা ভেবো না, তোমার বন্ধু যা হেরেছে সব ফেরত দিয়ে দেব। যত যা-ই হোক তোমরা আমার অতিথি।'

অ্যালান কিছু বলল না। অপরাধী ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে রইল। নিজেরগুলোর সাথে সাথে আমার টাকাগুলোও খুইয়েছে ও।

'আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসবেন, স্যার?' ক্লানিকে বললাম। অ্যালানের ওপর প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছি আমি ভেতরে ভেতরে।

এল ক্লানি। আমি আবার বললাম, 'প্রথমেই আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি...'

'দূর দূর, সহৃদয়তা আবার কোথায় দেখলে! আমি শুধু কর্তব্য করেছি। যাক, আসল কথাটা কি, বলে ফেলো দেখি তাড়াতাড়ি।'

'হ্যাঁ, টাকাটা আপনি ফেরত দিতে পারবেন না। আমরা হারলে আপনি টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন, আর আমরা জিতলে সুন্দর থলে ভরে নিয়ে যাব আপনার টাকা, তা কি করে হয়?'

চুপ করে রইল ক্লানি। একটু লালচে আভা ধরেছে তার মুখ।

'আমার বয়েস কম,' আবার বললাম আমি, 'আপনার পরামর্শ চাইছি। আপনার ছেলেকে যে পরামর্শ দিতেন আমাকেও তাই দেবেন। আমার বন্ধু আপনার অনেকগুণ বেশি টাকা জিতেছিল প্রথমে, পরে সব হেরে গেছে। এর ভেতরে কোন ছলচাতুরী ছিল না। এখন আমি কি ফেরত নেব সেই টাকা? আমার আত্মসম্মানে বাধবে না?'

এবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্লানি। তারপর বলল, 'ঠিকই বলেছ, মিস্টার ব্যালফোর। আমি হলেও নিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'এখানে একটা কথা বলতে চাই, স্যার,' সুযোগ পেয়ে বললাম আমি, 'যা-ই বলেন না কেন, জুয়া খেলা এত জঘন্য একটা ব্যাপার, কোন ভদ্রলোকের উচিত না এতে যোগ দেয়া।'

'ঠিকই বলেছ।' আবার চুপ করে গেল ক্লানি। অবশেষে বলল, 'সত্যিই, মিস্টার ব্যালফোর, তোমার মত ছেলেদের ভেতর আজকাল আর এমন দৃঢ় আত্মসম্মানবোধ দেখা যায় না। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার আচরণে পুত্র ভেবে টাকাগুলো তোমাকে দিচ্ছি। এর সঙ্গে আমার আশীর্বাদও থাকবে। নেয়া না নেয়া তোমার ইচ্ছা।'

পঁচিশ

রাতের অন্ধকারে ক্লানির খাঁচা ছেড়ে বেরোলাম আমরা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

BanglaBook.org

এক ভৃত্য।

নিঃশব্দে হাঁটছি আমি আর অ্যালান। পাশাপাশি নয়। অ্যালান সামনে, আমি পেছনে। দু'জনেই রেগে আছি। আমার রাগের সাথে মিশে আছে অহঙ্কার, আর অ্যালানের রাগের সাথে লজ্জা। আমার অহঙ্কার: শেষ পর্যন্ত আমার ধারণাকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছে ক্লানি। অ্যালানের লজ্জা: আমার টাকা হেরে গেছে ও।

ক্লানির খাঁচা ছাড়ার পরই চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মনে: এবার বোধহয় যার যার পথ দেখা উচিত। আমার মনের একটা অংশ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে চিন্তাটাকে। কিন্তু অন্য একটা অংশ কিছুতেই মানতে পারছে না এ অভিমত। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে বাঁচানোর জন্যে, আমার নিরাপত্তার জন্যে কম করেনি অ্যালান। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হোসিসনের খপ্পর থেকে বাঁচার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অবদান তো ওরই। এখন একটু চটেছি বলেই ওকে ফেলে চলে যাব তা কি করে হয়! অন্য দিকে মনের ক্ষুব্ধ অংশের যুক্তিও কম প্রবল নয়। কেন এমন চোরের মত পালাতে হচ্ছে আমাদের? লাল-কোর্তারা মূলত কাকে খুঁজছে? কেন খুঁজছে? কার বিপদ বেশি? দেখা যাচ্ছে সবগুলো প্রশ্নের জবাবের সাথেই অ্যালান জড়িত। অ্যালানের জন্যেই এমন চোরের মত পালাতে হচ্ছে। লাল-কোর্তারা মূলত অ্যালানকেই খুঁজছে। কারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন একজনের বিশ্বস্ত অনুচর ও। সুতরাং অ্যালানের কাছ থেকে আলাদা হলেই আমার বিপদের পরিমাণ কমে চলে আসবে প্রায় শূন্যের কোঠায়।

ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কি করব।

'ডেভিড,' এমন সময় বলল অ্যালান, 'ছোট্ট একটা ঘটনা নিয়ে বন্ধুর সাথে এমন আচরণ করা উচিত নয়। যা ঘটে গেছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। এবং সেকথা বলেছি তোমাকে। এখন তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলো।'

'আমার কিছু বলার নেই!'

শুনে একটু যেন মিইয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সব কিছুর জন্যে আমাকে দোষী করছ কেন?'

'তাহলে আর কাকে ভাবব? তোমার জন্যেই আমাকে ভিক্ষুকের মত হাত পাততে হলো এক অপরিচিত লোকের কাছে।'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যালান। 'তাহলে কি এবার আমরা আলাদা হব? দেখো, ডেভিড, এখানে প্রচুর পাহাড় আর ঝোপ জঙ্গল আছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমার দেশে না গেলেও চলবে আমার।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ল যেন। আমার মনে যে আলাদা হওয়ার চিন্তা চলছে তা কি টের পেয়ে গেছে ও?

'অ্যালান ব্রেক!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'ভেবো না আমি দুঃসময়ে বন্ধুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিই।'

'আমিও দিই না। নিশ্চয়ই তার প্রমাণও দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তবু এমন কিছু কাজ তুমি করেছ যা কেউ অন্তত বন্ধুর সাথে করে না। সে-সব আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।'

BanglaBook.org

'তুমি ভুলতে পারো আর না-ই পারো, ডেভিড,' শান্ত গলায় বলল অ্যালান, 'একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার প্রাণের জন্যে তোমার কাছে ঋণী আমি। আর এবার ঋণী হলাম টাকা নিয়ে। আমার এই ঋণের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।'

রেগে গেলে মানুষ প্রতিপক্ষের প্রতিটা কথারই ভুল অর্থ করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

'তুমি আমাকে বলতে বলেছিলে,' শুরু করলাম আমি, 'তাহলে শোনো, তুমি অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছ আমার সাথে। তোমার কারণে, হ্যাঁ, অ্যালান, তোমার কারণে মানুষের কাছে হাত পাতার মত অপমানজনক কাজ করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে কখনও দোষারোপ করিনি। আর তুমি আমাকেই এখন দোষ দিচ্ছ! কারণ আমি অপমানিত হয়েও মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে পারি না। এর পর নিশ্চয়ই তুমি আশা করবে হাঁটু গেড়ে বসে ধন্যবাদ জানাব তোমাকে!'

'হয়েছে, থাক,' বলল অ্যালান। একটু যেন রুক্ষ ওর কণ্ঠস্বর। 'আর বোলো না। যথেষ্ট হয়েছে।'

আবার আগের মত নীরবে পথ চলছি আমরা। এমনি নীরবেই পৌঁছুলাম গন্তব্যে। খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। একটা কথা বললাম না কেউ কারও সাথে।

ক্লানির ভৃত্য, আমাদের পথ প্রদর্শক পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ লক র‍্যানক-এ পৌঁছে দিল আমাদের। এখান থেকে বিদায় নিল সে। লোকটা বিদায় নেয়ার পরপরই আবহাওয়া খারাপ হতে লাগল। মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। বৃষ্টি শুরু হলো একটু পরে। বৃষ্টির ভেতরই এগিয়ে চললাম আমি আর অ্যালান।

দু'দিন একটানা হাঁটলাম। মাঝখানে কয়েকবার কিছুক্ষণের জন্যে থেমে বিশ্রাম নিয়ে নিয়েছি। এই পুরো সময়টায় অস্বাভাবিক ভাল ব্যবহার করেছে অ্যালান আমার সাথে। যদিও কথা বলেনি তবে সব সময় সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। আর আমি অত্যন্ত যত্নের সাথে রাগ পুষেছি মনে। পুরোপুরি উপেক্ষা করেছি ওকে। যতবারই কিছু সাহায্য করতে চেয়েছে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। এমনভাবে তাকিয়েছি যেন ও নিছক একটা ঝোপ বা পাথর।

দ্বিতীয় দিন শেষরাতে খোলামেলা একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছুলাম আমরা। বৃষ্টি এখনও চলছে। দিনের বেলায় এই পাহাড়ী এলাকা দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে যাওয়ার আশা বৃথা। সামনের দিনটা কাটানোর জন্যে একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগলাম।

আশ্রয়ের সন্ধান পেতে পেতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃষ্টি কমে গেছে, যদিও একদম থামেনি। উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল অ্যালান।

'তোমার পুঁটুলিটা আমার কাছে দিতে পারো ইচ্ছে করলে।' ক্লানির ভৃত্য বিদায় নেয়ার পর এই নিয়ে নয় বার বলল ও কথাটা।

'ধন্যবাদ, আমি নিজেই পারছি,' আমি জবাব দিলাম।

BanglaBook.org

মুহূর্তের জন্যে একবার জ্বলে উঠল অ্যালানের চোখ দুটো। 'এই শেষবারের মত বললাম। আমি খুব ধৈর্যশীল লোক নই, ডেভিড!'

'ছি-ছি! তুমি ধৈর্যশীল অমন কথা কখনও আমি বলেছি?' বিদ্রূপ আমার কণ্ঠস্বরে।

কোন জবাব দিল না অ্যালান। কিন্তু ওর আচরণই জবাব দিয়ে দিল ওর হয়ে। মাথার হ্যাটটা একটু উঁচু করে দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে এমন ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মাঝে টিটকারির হাসি হেসে আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সেই হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমার।

তৃতীয় রাতে ব্যালকহিডার অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা। তখন ভোর হচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বাতাসে হিমের গন্ধ। ক্লান্তির শেষ দশায় পৌঁছে গেছি আমি। সারা শরীরে ব্যথা। ঠাণ্ডায় কাঁপছি ঠকঠক করে। এমন কি কানেও ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি না। এদিকে এখনও আমাকে টিটকারি মেরে চলেছে অ্যালান। এখনও সেই একই হাড় পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসছে আর উল্টাপাল্টা বলছে। সবচেয়ে বেশি খেপাচ্ছে যে শব্দটা বলে তাহলো 'হুইগ,' যেন হুইগ হওয়াটা কি এক জঘন্য ব্যাপার। হয়তো বলছে, 'ওই পাথরটার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে, হুইগি? পারবে না! আমার ধারণা ছিল চমৎকার লাফাতে পারো তুমি।' এমন আরও অনেক কথার হুল ফোটানো চলছে সমানে।

মনে মনে রাগ হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলছি না। আসলে বলতে পারছি না। অতি কষ্টে সংযত রেখেছি নিজেকে। জানি এখন কিছু বলতে গেলেই ফেটে পড়ব আমি। হয়তো হাতাহাতি হয়ে যাবে অ্যালানের সঙ্গে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য অমন অপমান সহ্য করে নির্বিকার থাকতে পারলাম না। আর একবার হুইগ বলতেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'মিস্টার স্টুয়ার্ট,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, 'আমার চেয়ে বয়েস বেশি তোমার। ভদ্রতা বলে কিছু শেখোনি নাকি?'

থেমে দাঁড়াল অ্যালানও। মাথার হ্যাটটা একটু উঁচু করল। আস্তে আস্তে হাত দুটো ঢোকাল ব্রিচেসের পকেটে। মাথাটা সামান্য কাত হলো এক দিকে, চোখ দুটো ছোট ছোট। পাতলা একটা হাসি খেলে গেল দুই ঠোঁটের ওপর দিয়ে। তারপর শিস দিয়ে উঠল একটা জাকবাইট গানের সুরে। প্রেসটোনপ্যানস-এ জেনারেল কোপ-এর পরাজয় নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল গানটা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, সেই যুদ্ধে রাজকীয় পক্ষে লড়েছিল অ্যালানও।

'এই সুরে শিস দিলে কেন, মিস্টার স্টুয়ার্ট?' বিদ্রূপের স্বরে বললাম আমি। 'দু'পক্ষেই তুমি মার খেয়েছিলে তা আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল শিস।

'ডেভিড!' গর্জে উঠল অ্যালান।

ওকে গ্রাহ্য না করে আমি বলে চললাম, 'শোনো, অ্যালান ব্রেক, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এরপর আমার রাজা বা আমার বন্ধু ক্যাম্পবেলদের সম্পর্কে কিছু বলার সময় ভদ্র ভাবে বলবে।'

BanglaBook.org

'আমি একজন স্টুয়ার্ট–' শুরু করল অ্যালান।

'জানি জানি, তুমি একজন স্টুয়ার্ট, আর তা নিয়ে বেশ অহঙ্কারও আছে তোমার। কিন্তু জেনে রাখো, আমাদের দক্ষিণে তোমার ওই পদবিওয়ালা লোক বহু আছে, বলতে দ্বিধা নেই, তাদের চেয়ে খারাপ লোক আমি খুব কমই দেখেছি।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ?' ঠাণ্ডা হিসহিসে গলায় বলল অ্যালান।

'এতে যদি তোমার অপমান হয় আমি দুঃখিত। কিন্তু যা সত্যি তা আমি বলবই।'

অনড় দাঁড়িয়ে আছে অ্যালান। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, এ ধরনের কথা বের হতে পারে আমার মুখ দিয়ে। বাতাসে উড়ছে ওর লম্বা কোটের পেছনটা। চোখ দুটো স্থির আমার চোখের ওপর।

'দুঃখিত,' অবশেষে বলল ও। 'এবার তোমাকে একটু শিক্ষা দিতেই হচ্ছে!'

'তৈরি আমি, অ্যালান।'

'তৈরি?'

'হ্যাঁ, তৈরি। তোমার মত ফালতু কথা আমি বলি না। যা বলি ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর বলি।' এক টানে তলোয়ার বের করলাম আমি। ক্লানির ওখান থেকে রওনা হওয়ার সময় ও দিয়েছিল তলোয়ারটা। অ্যালানেরই শেখানো কৌশলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম ওটা উঁচু করে।

একটু যেন ঘাবড়ে গেল অ্যালান। 'তুমি কি পাগল হলে, ডেভিড?' বলল ও। 'আমি তোমার সাথে লড়ব! তা কি করে হয়? এ তো ঠাণ্ডা মাথায় খুন!'

'সেটা তোমার ব্যাপার। আমাকে অপমান করছ, অপমানের শোধ নেয়ার চেষ্টা আমি করব। বাঁচি মরি কিছু এসে যায় না।'

'হুঁ!' চুপ করে গেল অ্যালান। ধীরে ধীরে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল। লড়াইয়ের ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলো। তারপরই তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও। বলল, 'না, না, ডেভিড,' একটু যেন ফুঁপিয়ে ওঠার মত ওর কণ্ঠস্বর। 'আমি পারব না, পারব না, ডেভিড, আমি পারব না তোমাকে খুন করতে।'

মুহূর্তে আমার রাগ যে কোথায় গেল আমি জানি না। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অনুতাপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল আমাকে। মনে হলো পায়ের নিচে মাটি দু'ভাগ হয়ে গেলে ভেতরে প্রবেশ করতাম! উহ! এই অ্যালানকেই কি বিশ্রী অপমানজনক সব কথা বলেছি!

পা টলতে শুরু করেছে। তবু এখন একটাই মাত্র চিন্তা আমার মাথায়, কি করে অ্যালানকে একটু খুশি করব। যে সব কথা বলেছি তাতে আমার মুখ দেখা উচিত নয় ওর। সুতরাং মাফ চাইলে যে লাভ হবে না বেশ বুঝতে পারছি।

'অ্যালান!' সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে অবশেষে আমি বললাম, 'তুমি যদি সাহায্য না করো এখানেই মরব আমি।'

চমকে উঠে বসল ও। আমার দিকে তাকাল। আমি দেখলাম ওর দু'চোখের

BanglaBook.org

কোনায় পানি চিক চিক করছে।

'সত্যিই বলছি,' কান্নার মত শোনাল আমার গলা, 'দয়া করে কোন বাসায় নিয়ে চলো আমাকে। একটু শান্তিতে মরতে পারব।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যালান। তারপর বলল, 'হাঁটতে পারবে?'

'না। সাহায্য ছাড়া কিছুতেই পারব না। শেষ কয়েকটা ঘণ্টা যে কিভাবে হেঁটেছি তা আমিই জানি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে মরে যাব। অ্যালান, মরে গেলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

'দূর, দূর!' চিৎকার করল অ্যালান। 'ওসব কথা রাখো তো! ডেভিড, তুমি জানো–' ফুঁপিয়ে উঠে থেমে গেল ও। উঠে দাঁড়াল। দেখি তোমার হাতটা দাও তো আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, এবার আমার ওপর ভর দাও। অ্যাঁ, এই তো, চলো এবার।'

কয়েক পা এগোলাম আমরা এভাবে।

আবার ফুঁপিয়ে উঠল অ্যালান। 'ডেভিড, সত্যিই খুব বাজে লোক আমি। না আছে কাণ্ডজ্ঞান না আছে মমতা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি, এসব এলাকায় হেঁটে অভ্যস্ত নও তা-ও খেয়াল ছিল না। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, ডেভিড!'

'ওহ্, অ্যালান, খামোকা কেন লজ্জা দিচ্ছ আমাকে!...উহ! কাছাকাছি কোন বাড়ি ঘর নেই?'

'জানি না। তবে আমি খুঁজে বের করব, ডেভিড। আর একটু কষ্ট করো। ওই তো ওখানে একটা ঝর্ণা দেখছি। ওর আশপাশে নিশ্চয়ই বাড়ি ঘর আছে।'

দু'পা এগোলাম আমরা নিঃশব্দে। তারপর আবার অ্যালান বলল, 'তার চেয়ে তোমাকে কাঁধে তুলে নিই আমি। উঠতে পারবে না?'

'কি করে তুমি আমাকে কাঁধে নেবে অ্যালান? আমি তোমার চেয়ে বারো ইঞ্চি লম্বা।'

'দূর, ওসব লম্বা কিছু হবে না, দেখো কি করে নেই।' বলতে বলতে অবলীলাক্রমে আমাকে কাঁধে তুলে নিল অ্যালান। এবার হু-হু করে কেঁদে ফেললাম আমি।

'ওহ্! অ্যালান, কেন আমার সাথে এত ভাল ব্যবহার করছ? আমি তো এর যোগ্য নই!'

'জানি না,' বলল অ্যালান। 'হয়তো তোমাকে ভালবাসি বলে।'

প্রথম যে বাড়িটা চোখে পড়ল সেটার কাছে নিয়ে গেল আমাকে অ্যালান। দরজায় ধাক্কা দিল। এই এলাকায় খুব একটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয় ব্যাপারটা। কারণ এখানকার লোকরা বেশ স্বেচ্ছাচারী। স্থানীয় কোন শাসনকর্তা নেই। ফলে আইন-শৃঙ্খলার বালাইও বলতে গেলে নেই।

আমাদের ভাগ্য ভাল বাড়িটার মালিক একজন ম্যাকলারেন। অ্যালানের নাম আগে থেকেই জানে সে। এবং শুনে শুনেই ওর জন্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ গড়ে

BanglaBook.org

উঠেছে তার মনে। ফলে সে বেশ সমাদরের সাথেই গ্রহণ করল আমাদের। বাড়ির দরজায় পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মাথায় উষ্ণ বিছানায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। ডাক্তার ডেকে আনা হলো। গম্ভীর মুখে আমাকে দেখলেন ডাক্তার।

ডাক্তারের ডাক্তারীর গুণে নাকি আমি একটু অস্বাভাবিক রকম শক্ত বলে জানি না, এক সপ্তার বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো না আমাকে এবং এক মাস পর সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় পথে নামতে পারলাম আমি।

এই পুরো মাসটা দিনের বেলায় কাছের ছোট্ট একটা বনে লুকিয়ে থেকেছে অ্যালান। রাতে ম্যাকলারেনের বাসায় ফিরেছে আমাকে দেখার জন্যে। এবং তারপর থেকে ভোর পর্যন্ত আমার কাছে কাছে থেকেছে। অনেক বলেও বিছানার পাশ থেকে সরাতে পারিনি ওকে। লাল-কোর্তাদের চেহারা দু'চারদিন দেখেছি জানালা দিয়ে। একবারও ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেনি ওরা। সম্ভবত টেরই পায়নি, আমি আছি ম্যাকলারেনের ঘরে। ম্যাকলারেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন রেখেছে আমাদের উপস্থিতি।

একমাস পর, আগস্টের একুশ তারিখ রাতে আবার রওনা হলাম আমরা। ঠিক করেছি, আগে কুইনস ফেরিতে যাব। ওখানে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করে আমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হব। যদি আমিই শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক হই তাহলে তো আর চিন্তা নেই। যদি না হই তাহলে একটা কিছু উপায় করব অ্যালানকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়ার। কি উপায় এখনও জানি না। সময় মত কিছু একটা ভেবে বের করব।

প্রথম রাতটা হেঁটে ভোরের আগে স্ট্রাথায়া-এ পৌঁছুলাম আমরা। অ্যালানের বাবার বন্ধু জনৈক ম্যাকলারেনের বাড়িতে কাটালাম বাইশ তারিখটা। রাত নামার সাথে সাথে আবার রওনা হলাম। সারা রাত হেঁটে ভোরে পৌঁছুলাম উয়াম ভ্যার-এর পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এক ঝোপের ভেতর আরামে কাটিয়ে দিলাম দিনটা। সন্ধ্যায় আবার হাঁটা।

আগস্টের চব্বিশ তারিখ ভোরে পৌঁছুলাম কুইনসফেরির ঠিক বাইরে ছোট্ট এক বনে। তখনও সূর্য ওঠেনি।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

ঠিক হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে লুকিয়ে থাকবে অ্যালান। সূর্য ডোবার পর নিউহলস-এর রাস্তার পাশে চলে আসবে। আমি গিয়ে শিস না বাজানো পর্যন্ত ওখানেই শুয়ে থাকবে। সঙ্কেত হিসেবে আমি প্রস্তাব করলাম আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা গানের সুর। আপত্তি করল অ্যালান। ও বলল গানটা বহুল প্রচলিত, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কোন কৃষক হয়তো শিস দিয়ে উঠবে ওই সুরে, তখন বিপদে পড়ে যাবে ও। অবশেষে অন্য একটা সুর ঠিক করে বিদায় নিলাম আমি। সূর্য উঠতে উঠতে

কুইনসফেরির প্রশস্ত সড়কে পৌঁছে গেলাম।

সাজানো গোছানো শহর কুইনসফেরি। বাড়িগুলো মজবুত পাথরে তৈরি। ছিমছাম সুন্দর। এত সুন্দর যে, গায়ের জীর্ণ পোশাকের জন্যে লজ্জা হতে লাগল আমার। কেবলই মনে হচ্ছে এমন সুন্দর শহরে আমার মত ছেঁড়া, নোংরা পোশাক পরা মানুষ মানায় না।

বেলা একটু একটু করে বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে রাস্তায় লোক চলাচল। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে বেশিরভাগ পথচারী। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কারণটা। একটু পরেই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার পোশাক যে শুধু নোংরা, ছেঁড়া-খোঁড়া তা নয়, দীর্ঘ পথশ্রমে চেহারাও মলিন হয়ে গেছে। ওরা সবাই ভিক্ষুক ভাবছে আমাকে! ভাবুক, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান করি কি করে? মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়ি আমি চিনি না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হয়তো চেনা যায়, কিন্তু পথচারীদের চাউনি দেখে জিজ্ঞেস করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর কুইনসফেরির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, নামী লোকগুলোর একজন। ভিক্ষুকের মত চেহারার এক ছেলে যদি তাঁর বাড়ির খোঁজ করে, তাকে পাগল ভাববে না তারা?

ভেবে ভেবেও কোন কূল কিনারা পেলাম না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সুন্দর একটা বাড়ির দোরগোড়ায় বসলাম বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। আমি বসার পর কয়েক মিনিটও পেরোয়নি, খুলে গেল দরজা। দামী পরচুলা লাগানো প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ তাঁর চেহারায়, মুখে সদয় ভঙ্গি। দেখে একটু সাহস পেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন, স্যার?'

'কেন!' বললেন তিনি, 'এটাই তো তাঁর বাড়ি। আর আমিই র‍্যাঙ্কেইলর।'

'আপনিই মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর! আমি, স্যার, একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'আমার সাথে কথা বলবে! কিন্তু কে তুমি?'

'আমার নাম ডেভিড ব্যালফোর।'

'ডেভিড ব্যালফোর!' অবাক গলায় উচ্চারণ করলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। 'কোথা থেকে আসছ তুমি, ডেভিড ব্যালফোর?'

'ওহ্, অনেক জায়গা থেকে, স্যার। সে এক লম্বা কাহিনি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলব...?'

'না, ভেতরে এসো।'

আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরটার চারদিকে ছাদ সমান উঁচু আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই। ভদ্রলোকের পড়ার ঘর এটা। আমাকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে আরেকটা চেয়ারে বসলেন।

'হ্যাঁ, এবার ঝটপট বলে ফেলো যা বলার। নষ্ট করার মত অঢেল সময়

BanglaBook.org

আমার নেই।'

'স্যার,' আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস, শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক আমি।'

আর কিছু বলতে পারলাম না। অনুভব করছি, রক্ত উঠে আসছে আমার মুখে। কান গরম হয়ে উঠছে।

একটা দেরাজ থেকে বাঁধানো একটা খাতা বের করলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। 'তারপর?'

কিন্তু কুলুপ এঁটে গেছে যেন আমার মুখে। চেষ্টা করেও আর একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না।

'বলো বলো, মিস্টার ব্যালফোর। জন্ম কোথায় তোমার?'

'এসেনডিন-এ, স্যার। ১২ মার্চ ১৭৩৩।'

খাতাটা খুলে একটা পৃষ্ঠা ওল্টালেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পৃষ্ঠার দিকে। তারপর আবার আমার মুখের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি।

'হ্যাঁ, বলে যাও। তোমার বাবা মা-র নাম কি?'

'আমার বাবার নাম আলেকজান্ডার ব্যালফোর, এসেনডিনের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আর মা-র নাম গ্রেস পিটারো।'

'পরিচয় প্রমাণ করার মত কোন কাগজপত্র আছে তোমার কাছে?'

'না, স্যার, আমার সাথে নেই। এসেনডিনে রাজ-প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের কাছে রয়েছে ওগুলো। উনি আমার সম্পর্কে জানেন ভাল করে। আমার চাচাও আশা করি অস্বীকার করবে না, আমাকে চেনে।'

'এবেনের ব্যালফোর-এর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন থেকেছিও ওর বাড়িতে।'

'হোসিসন নামের কোন লোককে চেনো?'

'নিশ্চয়ই, স্যার! আমার চাচার প্ররোচনায় ও-ই তো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। আমার চাচা সেজন্যে টাকাও দিয়েছিল ওকে। দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্যে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছিল হোসিসন। পথে জাহাজডুবি হওয়ায় কোনমতে বেঁচে গেছি এযাত্রা।'

'কোথায় জাহাজডুবি হয়েছিল?'

'মুল-এর উপকূলে, স্যার। অনেক কষ্টে ছোট্ট একটা দ্বীপে উঠতে পেরেছিলাম।'

'কবে ঘটেছিল এ ঘটনা?'

'জুনের সাতাশ তারিখে।'

বাঁধানো খাতাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলালেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। মুখ দেখে মনে হলো আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

'জাহাজটা ডুবেছিল জুনের সাতাশ তারিখে,' চিন্তিত গলায় বললেন মিস্টার

BanglaBook.org

র‍্যাঙ্কেইলর, 'আর আজ হচ্ছে আগস্টের চব্বিশ। প্রায় দুই মাস! এই সময়টায় কি করেছ তুমি?'

'বলব, স্যার, সব বলব। কিন্তু আগে আমাকে জানতে হবে, যাঁর সাথে কথা বলছি তিনি বন্ধু তো?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, ডেভিড,' স্নেহের সুরে বললেন আইনজীবী। 'তোমার বন্ধু হতে রাজি আমি। রাজ-প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের কাছে তোমার কথা শুনেছি। তোমার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তাঁর। তোমার খোঁজ নেয়ার জন্যে গত দু'মাসে বেশ কয়েকবার উনি আমার কাছে এসেছেন। তুমি কোন চিঠিপত্র লেখোনি বলে দুশ্চিন্তায় আছেন ভদ্রলোক। তোমার চাচা এবেনেরও এসেছিল আমার কাছে। ও বলছিল, তোমাকে নাকি টাকা-পয়সা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে লেখাপড়া করার জন্যে। অবশ্য ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর এল ক্যাপ্টেন হোসিসন। ওর কাছে জানতে পারলাম, তুমি নাকি মুলের কাছাকাছি কোথায় সাগরে ডুবে মারা গেছ। তোমার চাচা যে আমার কাছে এসে একরাশ মিথ্যে কথা বলে গেছে তখন আর তাতে কোন সন্দেহ রইল না আমার।'

আমার মনে হচ্ছে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে বিশ্বাস করা যায়। তাঁকে বললাম সেকথা। শেষে যোগ করলাম, 'কিন্তু আমার কাহিনী যদি শোনাই, আমার অত্যন্ত প্রিয় এক বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, ও নিরাপদে থাকবে তাহলে বলতে পারি।'

'কে সে?'

'অ্যালান ব্রেক, স্যার।'

শোনার সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে উঠল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের। সন্দেহ নেই অ্যালান ব্রেক আর সতেরো বছর বয়েসী এক ছোকরাকে ধরিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তিটা তাঁর চোখে পড়েছে।

'বেশ, আমি কথা দিচ্ছি ওর কোন ক্ষতি হবে না,' বললেন আইনজীবী। 'তবে তুমি তোমার কাহিনী বলার সময় অন্য কোন নামে পরিচয় দেবে ওর। এই যেমন ধরো, মিস্টার টমসন, রাজি? তাহলে আমি, আঁ, হলফ করে বলতে পারব কোনকিছু শুনিনি...শুনিনি ওর...ওর সম্পর্কে। বুঝতেই পারছ আমি একজন আইনজীবী। আমার পক্ষে তত সহজ নয় অমন একটা কথা গোপন রাখা।'

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে শোনালাম আমার কাহিনী; আমার বাড়ি ছাড়া থেকে শুরু করে আজ সকালে কুইনসফেরিতে পৌঁছানো পর্যন্ত। চোখ বন্ধ করে শুনলেন উনি। একবার মনে হলো ভদ্রলোক বোধহয় ঘুমিয়ে গেছেন। কিন্তু না, আমার বলা শেষ হতেই চোখ খুললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর।

'ওহ, রীতিমত মহাকাব্য শোনালে দেখি!' অবশেষে বললেন তিনি। 'মাত্র কয়েক মাসে প্রচুর দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়েছে তোমাকে। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করেছ। কিন্তু...কিন্তু তোমার বন্ধু, মানে ওই মিস্টার অ্যাল...টমসন লোকটা একটু বেশি বুনো প্রকৃতির। যাকগে...আঁ, আমার মনে হয়

BanglaBook.org

তোমার দুঃখের দিন প্রায় শেষ।' সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, 'এবার একটু সাফ-সুতরো হওয়া দরকার তোমার। চলো, স্নানের ঘর দেখিয়ে দি।' পড়ার ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি কারও উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই! দুপুরে টেবিলে একটা বাসন বেশি দিয়ো, মিস্টার ব্যালফোর খাবে আমাদের সাথে।'

আমাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে নিজের হাতে তাঁর ছেলের কিছু কাপড় এনে দিলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর।

'স্নান করে, পোশাক পাল্টে আমার ঘরে এসো,' বললেন তিনি। 'তোমার বাবার গল্প শোনাব।'

সাতাশ

ভাল করে গা-হাত পা রগড়ে স্নান করলাম। আমার জীর্ণ পোশাক পাল্টে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের ছেলের পরিষ্কার পোশাক পরলাম। চুল আঁচড়ে বেরিয়ে এলাম স্নানঘর থেকে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের পড়ার ঘরে যখন পৌঁছুলাম তখন মনে হলো আমি যেন সেই ডেভিড ব্যালফোর নই, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

'বোসো, মিস্টার ডেভিড,' বললেন আইনজীবী। 'এতক্ষণে তোমাকে একটু তোমার মত দেখাচ্ছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার বাবা এবং চাচা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।'

'তাহলে শোনো, তোমার চাচা সব সময়ই এমন বুড়ো ছিল না। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে, আগে এত কুৎসিতও ছিল না ও। চমৎকার সুপুরুষ ছিল এবেনের। সবাই পছন্দ করত ওকে। ঘোড়ায় চেপে যখন রাস্তা দিয়ে যেত, মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত।'

'আমার চাচা এবেনেরকে!' বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'স্বপ্নের মত লাগছে শুনতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই হলো যৌবন আর বৃদ্ধ বয়সের পার্থক্য। যা হোক, ও ছিল ছোট, তোমার বাবা বড়। ছোট বলে পরিবারের সবাই ওকে খুব আদর করত। সেটাই কাল হলো। বেশি আদর পেয়ে মাথায় উঠে গেল ছোকরা। ভীষণ হিংসুটে আর বখাটে হয়ে উঠল।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এ কথা!'

'তুমি বিশ্বাস না করতে পারলেও যা বলছি সব সত্যি। যৌবনের শুরুতে তোমার বাবা আর এবেনের একই মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটা তোমার বাবাকেই বেছে নেয়। এতে খেপে যায় তোমার চাচা, ভীষণ ভাবে খেপে যায়। ওহ, তারপর সে কি ঝামেলা, গণ্ডগোল দু'ভাইয়ের ভেতর! যা হোক, শেষ পর্যন্ত ফয়সালা

BanglaBook.org

হলো, তোমার বাবা শ বাড়ির স্বত্ব ছেড়ে দিল, বিনিময়ে পেল মেয়েটাকে। আর তোমার চাচা সম্পত্তি পেয়ে ভুলে গেল মেয়েটার কথা।

'যে যা-ই বলুক, আমি বলব বোকার মত কাজ করেছিল তোমার বাবা। সম্পত্তি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেয়নি ও। ফল কি হয়েছে? মেয়েটাকে বিয়ে করে এসেনডিনের মত অখ্যাত এক জায়গায় গিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। তুমি জানো, কি দারিদ্র্যের ভেতর ওকে থাকতে হয়েছে সেখানে। আর এদিকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে শ-দের অধীনস্থ চাষীদের। ওদের সাথে জঘন্য নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তোমার চাচা। বহু প্রজাকে ভিটে মাটি ছাড়া করেছে নির্দয় ভাবে।'

জ্যানেট ক্লাউস্টনের অভিশাপের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

'যত দিন যেতে লাগল, ততই বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল এবেনের। অন্যান্য দিক থেকেও খারাপ হয়ে উঠল ওর অবস্থা। নানা কেচ্ছা রটতে শুরু করল ওর নামে। আলেকজান্ডার, মানে তোমার বাবা কোথায় গেছে কেউ জানে না, সুতরাং ওরা রটিয়ে দিল এবেনের খুন করেছে ওকে। ফল হলো, সবাই এড়িয়ে চলতে লাগল তোমার চাচাকে। একঘরে হয়ে পড়ল বেচারা। টাকা ছাড়া আর কিছুই রইল না ওর। ফলে টাকাই হয়ে উঠল ওর ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম। আরও বেশি টাকা কামানোর জন্যে নিত্য নতুন ফন্দি বের করতে লাগল এবেনের। তাতে প্রজাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। বললে বিশ্বাস করবে, টাকার জন্যে ও করতে পারে না হেন কাজ নেই?

চুপচাপ শুনলাম আমি কথাগুলো। অবশেষে বললাম, 'আমার বাবা শ বাড়ির স্বত্ব ত্যাগ করেছিলেন, তার মানে কি এই, ও বাড়ির ওপর আমারও কোন অধিকার নেই?'

'শ-দের বাড়ি এবং সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক তুমি, ডেভিড।' শিরশিরে একটা অনুভূতি নেমে এল আমার শরীর বেয়ে। আমি তাহলে সত্যিই শ বাড়ির মালিক! 'আইন অনুযায়ী তুমিই হচ্ছ একমাত্র উত্তরাধিকারী,' বলে চললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। 'কিন্তু সম্পত্তিটায় দখল রয়েছে তোমার চাচার। ও সর্বশক্তিতে লড়বে ওটা রক্ষা করার জন্যে। তুমি আইনের আশ্রয় নিতে পারো, কিন্তু সেজন্যে প্রচুর টাকা লাগবে। তোমার চাচা তোমাকে হোসিসনের হাতে তুলে দেয়ার পর কি কি করেছ জানতে চাইবেন বিচারক, তখন তোমার সেই বন্ধু মিস্টার টমসনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ভয়ানক ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তোমার। তাছাড়া তোমার চাচা তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হোসিসনকে টাকা দিয়েছে এর কোন প্রমাণ আছে? কোন সাক্ষী? শুধু মাত্র তোমার কথায় তো মন গলবে না বিচারকের।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। তারপর বললাম, 'কভেন্যান্ট-এর কোন নাবিক হয়তো কথা বলবে আমার পক্ষে।'

'হয়তো। হয়তো মিস্টার টমসন সম্পর্কেও বলবে সে। তখন? কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে।'

BanglaBook.org

চোখ বুজলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন কি যেন।

'আমার পরামর্শ হলো,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন তিনি, 'তোমার চাচা বুড়ো হয়েছে, ওকে থাকতে দাও বাড়িতে! তবে সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তার অর্ধেকটা যেন তোমাকে দেয় সে ব্যাপারে বাধ্য করতে হবে ওকে। আমার মতে এটাই আপাতত সবচেয়ে ভাল সমাধান।'

'হুঁ,' বললাম আমি, 'কিন্তু আয়ের অর্ধেকটা দিতে কিভাবে বাধ্য করবেন ওকে?'

'তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হোসিসনের সঙ্গে ও যে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল তা প্রমাণ করতে পারলেই হবে। তোমার বন্ধুর নাম প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় আছে, সেজন্যে আমরা আদালতে যেতে পারব না। প্রমাণটা করতে হবে আদালতের বাইরে।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'আমিও তাই ভাবছি, কিভাবে?'

দু'জনেই নিঃশব্দে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়।

'চাচাকে ফাঁদে ফেলতে হবে,' বললাম আমি। 'ওকে দিয়ে বলাতে হবে, ও আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টাকা দিয়েছিল হোসিসনকে। এবং কথাটা বলাতে হবে একজন সাক্ষীর সামনে।'

'ভাল কথা,' বললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর, 'কিন্তু কিভাবে এমন একটা কথা স্বীকার করাবে তোমার চাচাকে দিয়ে?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,শুনুন!'

আমি বলে গেলাম আমার পরিকল্পনাটা।

মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। সবশেষে মাথা ঝাঁকালেন। বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে ওঁর। তবু বললেন, 'তোমার পরিকল্পনার অর্থ হলো মিস্টার টমসনের সাথে সাক্ষাৎ হবে আমার। তাতে বিপদ আছে, ডেভিড। ওর জন্যে, আমার জন্যেও। দাঁড়াও, ভাল করে আরেকবার ভেবে দেখি।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'জানো, ডেভিড, চশমা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখতে পাই না আমি। মিস্টার টমসনের সাথে যখন দেখা করতে যাব তখন যদি চশমা ছাড়া যাই তাহলে কেমন হয়? ওকে দেখতে পাব না আমি। এবং পরে যদি কখনও জেরার মুখে পড়তে হয়, হলফ করে বলতে পারব লোকটাকে আমি দেখিনি। হ্যাঁ, চশমা ছাড়াই যাব মিস্টার টমসনের সাথে দেখা করতে। ও-ও নিরাপদে থাকবে, আমিও।'

'তাহলে আমার পরিকল্পনা আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ অনুযায়ী কাজ করবেন আপনি?'

'আজ সন্ধ্যায়-ই।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যায় রওনা হলাম আমি আর মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। প্রথমে যাব অ্যালান যেখানে লুকিয়ে থাকবে সেখানে। তারপর শ বাড়িতে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর তাঁর কেরানী টোরেন্সকে সঙ্গে নিয়েছেন। ভারী একটা ঝুড়ি হাতে আমাদের পেছন পেছন আসছে সে।

নিউহলস-এর রাস্তার পাশে যেখানে অ্যালানের থাকার কথা সেখানে পৌঁছে শিস বাজালাম আমি। কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রায় অন্ধকার মাঠের ভেতর একটা ছায়ামূর্তিকে দেখলাম। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর আর টোরেন্সকে রেখে আমিও এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

সারাদিন প্রায় অনাহারে ছিল, তবু আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল অ্যালানের মুখ। আমার গায়ে নতুন পোশাক দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। যখন আমি আমার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার কথা এবং তাতে ওকে কি ভূমিকা নিতে হবে বললাম। একলাফে অন্য মানুষ হয়ে গেল অ্যালান। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ও আমাদের সাহায্য করতে।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের দিকে তাকিয়ে চেঁচালাম আমি। হাত নাড়লাম। টোরেন্সকে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন তিনি। আমার বন্ধু মিস্টার টমসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওঁর।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার টমসন,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আমি আমার চশমাটা ভুলে ফেলে এসেছি। আমি আবার চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। কাল যদি আবার আপনাকে দেখে না চিনতে পারি, অবাক হবেন না যেন।'

অ্যালান খুশি হবে ভেবে কথাটা বললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। কিন্তু ঘটল উল্টোটা।

'কিছু এসে যায় না, স্যার,' বলল অ্যালান। 'মিস্টার ব্যালফোরকে সাহায্য করার জন্যে আমরা এক জায়গায় হয়েছি, ওটুকু হলেই চলবে। কাল আপনি আমাকে চিনলেন কি না চিনলেন তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।'

'বেশ বেশ, মিস্টার টমসন।' অ্যালানের ক্ষোভটাকে পাত্তাই দিলেন না আইনজীবী। 'এখন দয়া করে আপনার হাতটা একটু দেবেন? আমি ধরব। চোখে কিছুই দেখছি না, এই বুড়ো বয়েসে হোঁচট খেয়ে দাঁত ভাঙতে চাই না।'

যখন আমরা শ বাড়িতে পৌঁছুলাম তখন পুরোপুরি রাত হয়ে গেছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তার ভেতর ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বাড়িটা। একটা জনালায়ও বাতি দেখা যাচ্ছে না। বাদুড়, চামচিকা আর পেঁচাদেরই যেন রাজত্ব ওটা।

পূর্ব-পরিকল্পনা মত কাজ করলাম আমরা। আমি, মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর আর তাঁর কেরানী দাঁড়িয়ে গেলাম বাড়ির এক কোনায়। দৃঢ় পায়ে, বুক টান করে এগিয়ে গেল অ্যালান সদর দরজার দিকে। একটু পরে শুনতে পেলাম দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ও।

BanglaBook.org

আটাশ

ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চলেছে অ্যালান দরজায়। কোন সাড়াশব্দ নেই ভেতর থেকে। দড়াম দড়াম করে কয়েকটা লাথি হাঁকাল ও এরপর। হঠাৎ প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল ওপরের একটা জানালা। আমি জানি, চাচা এখন উঁকি দিচ্ছে জানালা দিয়ে। অন্ধকারে আবছাভাবে অ্যালানকে দেখতে পাবে ও, কিন্তু আমাদের পাবে না।

'কে?' এবেনের চাচার গলা শুনতে পেলাম। 'এত রাতে কোন ভদ্রলোকের তো বাইরে থাকার কথা নয়। কি চাও তুমি? দেখো, আমার হাতে কিন্তু বন্দুক আছে। সাবধান!'

'আপনি কি মিস্টার ব্যালফোর?' কয়েক পা পিছিয়ে এসে উপরের দিকে তাকাল অ্যালান। 'বন্দুক সাবধানে ধরুন, জনাব, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।' কৌতুকের সুর ওর গলায়।

'কে তুমি, কি চাও আমার কাছে?'

'আমার নাম না জানলেও চলবে আপনার। আমি আমার ব্যাপারে আসিনি।'

'তাহলে কার ব্যাপারে এসেছ?'

'ডেভিডের।'

'কি! কি?' আর্তনাদের মত শোনাল চাচার গলা।

'পুরো নাম না বললে চিনবেন না?'

'না না, দরকার নেই।' সন্ত্রস্ত এবেনের চাচার কণ্ঠস্বর। 'আমি দরজা খুলছি, তুমি ভেতরে এসো।'

'উঁহু,' বলল অ্যালান, 'ভেতরে নয়, আমি বাইরেই থাকছি, আপনিও বাইরে আসুন। বাইরেই কথা হবে আপনার সাথে। ভয় পাবেন না, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার কোন ক্ষতি করব না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল এবেনের চাচা। অবশেষে বলল, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথমে শিকল তারপর বল্টু টানার আওয়াজ শোনা গেল। আবার নিস্তব্ধ চারদিক। মরচে ধরা কব্জার ক্যাঁচকুঁচটা পর্যন্ত শুনতে পেলাম স্পষ্ট। দরজা খুলে গেল। আরও দু'পা পিছিয়ে এল অ্যালান। দরজার মুখে বসে পড়ল চাচা। তার হাতে এখনও ধরা আছে বন্দুকটা।

'দেখেছ, আমার কাছে বন্দুক আছে,' বলল এবেনের চাচা। 'এক পা-ও কাছে আসার চেষ্টা করবে তো গুলি খাবে।'

'অতিথিকে আহ্বান করার চমৎকার রীতি যাহোক!'

BanglaBook.org

'কেন এসেছ তাই বলো।'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। আমার চেহারা, পোশাক-আশাক দেখে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। আমি এ এলাকার লোক নই। আমার বাড়ি উত্তরে, মুল-এর কাছে। অল্প কিছু দিন আগে একটা জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে ওখানে। জাহাজটার নাম কভেন্যান্ট। যেদিন ওটা ডুবে যায় তার পরদিন আমার কয়েক দেশোয়ালি ভাই একটা ছেলেকে উদ্ধার করেছে সাগরতীর থেকে। ওরা ওকে একটা প্রাচীন দুর্গে নিয়ে যায়। পরে জানতে পেরেছে ছেলেটা নাকি আপনার ভাইপো।

'বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, আমার ভাইরা একটু বন্য প্রকৃতির। আইনের প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধা নেই। ওরা ছেলেটাকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি যদি কিছু টাকা দেন, তাহলে অবশ্য ছেড়ে দেবে। আর যদি টাকা না দেন, ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভাস্তের মুখ আর কখনও দেখতে হবে না আপনাকে।'

'চাইও না দেখতে। আপদ ঘাড় থেকে নেমেছে তাতেই আমি খুশি। তুমি এক পয়সাও পাবে না আমার কাছ থেকে। তোমার ভাইদের বলে দিয়ো ছোকরাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। এবার কেটে পড়ো তুমি।'

কেটে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না অ্যালানের ভেতর। 'কি বলছেন, স্যার! আপনার আপন ভাইয়ের ছেলে! রক্তের বন্ধন এত সহজে ছেঁড়া যায়? লোকে কি বলবে?'

'লোকে জানবে কোত্থেকে? আমি কাউকে বলব না। তুমি বা তোমার ভাইরাও বলতে পারবে না।'

'সেক্ষেত্রে ডেভিড বলবে সবাইকে।'

'কি করে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চাচার গলা।

'সহজ। টাকা না পেলে আমার ভাইরা ছেড়ে দেবে আপনার ভাইপোকে।'

'সেটাও আমি...আমি চাই না...'

'বেশ, তাহলে বলুন আমরা কি করব? ছেলেটাকে চান না আপনি, কারণ? নিশ্চয়ই ও এমন কিছু জানে যা প্রকাশ পেলে আপনার ক্ষতি হবে। ভাল কথা, আমার ভাইরা ওকে আটকে রাখবে, সেজন্যে কত দেবেন বলুন?'

কোন জবাব দিল না আমার চাচা।

'তাড়াতাড়ি বলুন, স্যার! আমি আপনার চাকর নই যে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবেন। বললে বলুন না হলে তলোয়ার বের করলাম!'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু ধৈর্য ধরো,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল চাচা। 'আমাকে একটু ভাবার সময় দাও। একটু ভাবার সময় দাও। কেন আমাকে জ্বালাতে এসেছ? দূরে থাকো আমার কাছ থেকে। তলোয়ারের ভয় দেখাচ্ছ? আমার কাছে বন্দুক আছে ভুলে গেছ?' শাসাচ্ছে কিন্তু ভয়ে কাঁপছে চাচার গলা।

হো হো করে হেসে উঠল অ্যালান। 'আমার তলোয়ার আপনার বন্দুকের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলে, তা জানেন? এবার বলুন, আমার সময় আর নষ্ট

BanglaBook.org

করবেন না। ছেলেটাকে আমরা মেরে ফেলব, না বাঁচিয়ে রাখব?'

'উহ্! খুন খারাবির কথা বন্ধ করো তো!'

'মেরে ফেলব না বাঁচিয়ে রাখব?' আবার জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে রাখো।'

'তাতে খরচ বেশি পড়বে।'

'বেশি পড়বে। কত!'

'কত?' চিন্তিত স্বরে প্রতিধ্বনি করল অ্যালান। 'একটু ভাবতে দিন। আঁ...হোসিসনকে কত দিয়েছিলেন?'

'হোসিসনকে!' চিৎকার করে উঠল চাচা। 'কেন!'

'কেন আবার, ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

'মিথ্যে কথা! জঘন্য মিথ্যে কথা! হোসিসন কখনও চুরি করেনি ওকে। আমি ওকে কখনও টাকাও দেইনি। কে বলেছে তোমাকে আমি দিয়েছি?'

'হোসিসন নিজে।'

'হোসিসন তোমাকে বলেছে!' আর্তনাদের মত শোনাল চাচার গলা।

'নিশ্চয়ই, আমরা পুরানো বন্ধু, জানেন না? ওর ব্যবসায়ে আমারও কিছুটা অংশীদারি আছে। আপনি যতটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে অনেক ভাল চিনি ওকে। গর্দভের মত আপনি ওকে বিশ্বাস করেছিলেন। যাকগে, এখন বলুন কত দিয়েছিলেন ওকে?'

'বিশ পাউন্ড,' আমতা আমতা করে বলল চাচা। 'ছেলেটাকে আমেরিকায় বিক্রি করেতে পারলে আরও বিশ পাউন্ড পেত। অবশ্যই টাকাটা আমার পকেট থেকে যেত না...।'

ঠিক এই সময় মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর, টোরেন্স আর আমি বেরিয়ে এলাম দালানের কোনা থেকে। প্রতিটা কথা শুনেছি আমরা।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরই কথা বললেন প্রথমে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার টমসন। যেটুকু শুনেছি তাতেই চলবে।' তারপর হঠাৎ যেন চোখ পড়ল এবেনের চাচার ওপর। 'ও, মিস্টার ব্যালফোর, আপনি! কেমন আছেন?'

'কেমন আছ, এবেনের চাচা?' বললাম আমি।

'রাতটা সুন্দর, তাই না, মিস্টার ব্যালফোর?' যোগ করল টোরেন্স।

BanglaBook.org

উনত্রিশ

বজ্রাঘাত হয়েছে যেন এবেনের চাচার মাথায়। যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল হতবুদ্ধির মত। অ্যালান যখন তার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল তখনও নড়ল না। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর দু'হাত ধরে ওঠালেন তাকে। রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন।

পেছন পেছন গেলাম আমরা। বুড়ো শয়তানটাকে ফাঁদে ফেলতে পেরে সবাই খুব খুশি। অবশ্য একটু করুণাও যে হচ্ছে না তা নয়। ভীষণ দুর্বল আর আরও বুড়ো দেখাচ্ছে চাচাকে।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর নীরবতা ভাঙলেন। 'আরে, এত মুষড়ে পড়ার কি আছে, মিস্টার এবেনের? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সব কিছু সহজ করে দেব আপনার জন্যে। এবার দয়া করে তল কুঠুরির (সেলার) চাবিটা দেবেন? আপনার বাবার মদের ভাণ্ডার থেকে একটা বোতল নিয়ে আসুক টোরেন্স। আপনার ভাইপোর সুভবিষ্যৎ কামনা করে পান করব আমরা।' আমার দিকে ফিরে আমার একটা হাত তুলে নিলেন তিনি। 'ডেভিড, অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। অবশেষে তোমার ভাগ্য ফিরেছে, তোমার পাওনা তুমি পেতে যাচ্ছ।' এরপর অ্যালানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনাকেও অভিনন্দন জানাতে চাই, মিস্টার টমসন। আপনার ভূমিকাটুকু বেশ দক্ষতার সাথেই অভিনয় করেছেন।'

চাচাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন আইনজীবী। প্রায় এক ঘণ্টা দুজনে আলাপ করলেন সেখানে। এই অবসরে আমি আর অ্যালান মিলে বড় একটা আগুন তৈরি করলাম। আগুনের সামনে বসে আমার আরেকটা পরিকল্পনার কথা জানালাম ওকে। ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে তৈরি করেছি এটা।

আমি বললাম, 'শহরের আরেকজন আইনজীবীর সাথে কথা বলেছেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। ভদ্রলোক একজন স্টুয়ার্ট, বাড়ি তোমাদের অ্যাপিন-এ। উনি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়ার জন্যে একটা জাহাজের ব্যবস্থা করে দেবেন। কাল সকালে আমি যাব তাঁর কাছে। টাকা পয়সা যা লাগবে দিয়ে আসব। আশা করা যায় কয়েক দিনের ভেতর তুমি নিরাপদে ফ্রান্সে পৌঁছে যাবে।'

নিঃশব্দে শুনল অ্যালান। হাঁ বা না কিছু বলল না।

এই সময় মদের বোতল নিয়ে ফিরল টোরেন্স। তার হাতে যে ভারী ঝুড়িটা ছিল সেটা টেবিলের ওপর উঠিয়ে ঢাকনা খুলে ফেলল। চমৎকার সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ভরে গেল ঘর। খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে ফেলল টোরেন্স।

একটু পরে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর যোগ দিলেন আমাদের সাথে। এবেনের চাচা এল না। এক সাথে আমরা খেলাম, পান করলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর জানালেন, এবেনের চাচা রাজি হয়েছে আমাকে শ বাড়ির আয়ের সিংহ ভাগ দিতে। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলো, তোমার মত কি? তোমার বুড়ো চাচাকে মরার আগ পর্যন্ত থাকতে দেবে এ বাড়িতে?'

রাজি তো আগেই হয়েছি। আরেকবার সম্মতি দিলাম শুধু। কেরানী টোরেন্সকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে লাগিয়ে দিলেন আইনজীবী। যথা সময়ে সেগুলোয় স্বাক্ষর করলাম আমি আর চাচা।

অবশেষে লোকগাঁথার সেই ভিক্ষুক ছেলেটা নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমার সম্পত্তি ফিরে পেয়েছি। আমি এখন রীতিমত ধনী। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

রাতটা আমরা শ বাড়িতেই কাটালাম। রান্নাঘরের বড় বাক্সগুলো আমাদের বিছানা হলো। অ্যালান, টোরেন্স আর মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গুছিয়ে নিচ্ছি মনে মনে।

***